নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.)

নির্বাচন ও ভাষান্তর
মাওলানা মিজানুর রহমান
শিক্ষাসচিব, মাদারাসাতুল হুদা
ভালুকা, ময়মনসিংহ (সাবেক)

ভূমিকা

হাসান বিন সালেহ (রহ.) বলেন

إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة و تسعين بابا من الخير يريد به بابا من الشر

অর্থঃ শয়তান মানুষের সামনে কল্যাণের নিরানব্বইটি দরজা উন্মোচন করে, যা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় অকল্যাণ।

আমরা অনেকেই জানি যে, আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়ায় আগমনের পর থেকে মানুষ এক ধর্ম ও মতের অনুসারী ছিলো। তারা এক আল্লাহর এবাদত করতো, তার সাথে কাউকে শরীক করতো না। ফলে শয়তানও যতভাবে তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতো ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে ফিরে আসতো। শয়তান মানবজাতির মাঝে তার ধোঁকার জাল নিয়ে সর্বপ্রথম প্রবেশ করে ভাস্কর্য নির্মাণের মাধ্যমে। আর তা এভাবে, মানবজাতির শুরুলগ্নে যখন নেককার লোকদের ইন্তেকালে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজনরা শোকাতুর হতো শয়তান তখন তাদের কাছে গিয়ে বলতো, তোমরা তার জন্য ভাস্কর্য নির্মাণ করো, তাহলে তোমাদের মাঝে তার স্মরণ চিরস্থায়ী হবে এবং নেককার লোকদের স্মরণে তোমাদের সওয়াবও অর্জিত হবে। ফলে শয়তানের নেক সুরতে এরূপ প্ররোচণার এক পর্যায়ে তারা পিতৃপুরুষের ভাস্কর্য নির্মাণ শুরু করে। এভাবে শয়তান তাদেরকে এমনসব কাজে উদ্বুদ্ধ করে যা তারা নেক কাজ ভেবে করতে শুরু করে অথচ এটাই ছিলো তাদের গোমরাহিতে প্রবেশের প্রধান দ্বার। ফলে ক্রমাণ্বয়ে মানুষ শিরক্ বিদআতসহ বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে।

শয়তান মানুষকে বিভিন্ন পন্থায় ধোঁকা দেয়। তার কতক পন্থা এমন, যা সু-স্পষ্ট ও পরিস্কার। পক্ষান্তরে তার কিছু পন্থা এমন, যা সাধারণ মানুষতো বটেই বহু আলেমের নিকটও তা অস্পষ্ট। আর এটাই হচ্ছে তার নেক সুরতে ধোঁকা দানের পন্থা।

উম্মতকে শয়তানের নেক সুরতে এই ভয়াবহ চক্রান্ত হতে সতর্ক করতে আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) 'তালবীসে ইবলিস' নামে এক অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেন। যাতে শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকাদানের পন্থাগুলো তিনি কোরআন হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে উপস্থাপন করেন।

আলহামদু লিল্লাহ, আজ থেকে দুই বছর পূর্বে 'তালবীসে ইবলিস' নামক বইটি ভাষান্তর হয়ে 'নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা' নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশের এক সপ্তাহ পর থেকেই পাঠকমহল থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু হয়, এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড কি বের হয়েছে? তারা নেতিবাচক উত্তর পেয়ে জানতে চান, দ্বিতীয় খণ্ড কবে বের হবে? আমাদের পক্ষ থেকে বারবার তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, ইনশাআল্লাহ; আগামী দুই মাসের মধ্যেই তা প্রকাশিত হবে। আমরা বিনীতভাবে জানাচ্ছি যে, বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন আমরা বইটির দ্বিতীয় খণ্ড সময়মতো আপনাদের হাতে অর্পণ করতে অপারগ হয়েছি। আল্লাহর শোকর; দীর্ঘ দুই বছর পর হলেও আজ বইটির দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকমহলে আত্মপ্রকাশ করবে ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহর নিকট আশাবাদী যে, তিনি বইটির প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডকেও কবুল করবেন এবং সর্বমহলে তার গ্রহণযোগ্যতা দান করবেন।

মিজানুর রহমান

০৬-০১-১৬ ইংরেজী

২৫-০৩-১৪৩৭ হিজরী

সূচিপত্র

পোশাকের ক্ষেত্রে সুফিদেরকে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, প্রথম যুগের সুফিরা যখন শুনলো যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাপড়ে তালি যুক্ত করতেন এবং আয়েশাকে (রা.) বলেছেন, কাপড়ে তালিযুক্ত করার পূর্বে তা পরিধান থেকে বিরত হয়োনা। আর তারা একথাও শুনলো যে, ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাপড় তালিযুক্ত ছিলো এবং ওয়ায়েছ করনী ময়লা ফেলার স্থান থেকে কাপড়ের টুকরা কুড়িয়ে তা ফোরাত নদীতে ধৌত করতেন, অতঃপর তা দ্বারা কাপড় তালিযুক্ত করে সে কাপড় পরিধান করতেন। তাই এসব সুফিরাও ভুল কিয়াসের বশীভূত হয়ে নিজেদের জন্য তালিযুক্ত কাপড় নির্বাচন করে। অথচ তাদের জানা নেই যে, তারা হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছেন। কেননা রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাগণ জরাজীর্ণ অবস্থাকে প্রাধান্য দিতেন এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ততা হেতু দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে দূরে থাকতেন, আর তাদের অধিকাংশই দারিদ্রতার কারণে তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন।

যেমনঃ- মাসলামা বিন আবদুল মালিক বলেন, আমি একদিন ওমর বিন আবদুল আজীজের গৃহে প্রবেশ করে তাকে ময়লা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার স্ত্রী ফাতেমাকে বললাম, আমীরুল মুমিনীনের জামাটি ধুয়ে দাও। তখন ফাতেমা বললো, আল্লাহর কসম; এ জামা ছাড়া তার অন্য কোন জামা নেই।

সুতরাং জরাজীর্ণ অবস্থা যার পসন্দ নয় এবং আর্থিক অবস্থাও যার দুর্বল নয়, তার জন্য তালিযুক্ত কাপড় পরিধানের কী অর্থ!

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এতো প্রথম যুগের সুফিদের অবস্থা। পক্ষান্তরে এ যুগের সুফিদের অবস্থা হলো, তারা বিভিন্ন রঙয়ের

দু'/তিনটি কাপড় ক্রয় করে সেগুলোর বিভিন্ন স্থানে ফুটা করে তাতে তালিযুক্ত করেন। ফলে তাদের এ কাপড় দু'টি বৈশিষ্ট্য ধারণ করেঃ- প্রথমতঃ প্রসিদ্ধি আর দ্বিতীয়তঃ প্রবৃত্তির অনুসরণ। কেননা এ ধরনের তালিযুক্ত কাপড় বহু লোকের নিকট রেশমী কাপড় থেকেও অধিক প্রিয়। এসব কাপড় পরিহিত ব্যক্তি মানুষের নিকট জাহেদ হিসাবে পরিচিত হয়।

আচ্ছা বলুনতো, এরা কী শুধু তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করেই পূর্বসূরিদের মতো হয়ে যাবে? অথচ তারা এমনটিই ধারণা করে। আর ইবলিসও তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, তোমরাতো সুফি। কেননা সুফিদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করবে, আর তোমরাতো তালিযুক্ত কাপড়ই পরিধান করছো।

আচ্ছা আপনার কি মনে হয় যে, একটি বিশেষ গুণের নাম তাসাওউফ, কোন বাহ্যিক অবস্থার নাম নয় – এ বিষয়টি তাদের জানা নেই?

প্রথম যুগের সুফিদের সাথে এদের না আছে বাহ্যিক মিল না আছে গুণগত মিল। বাহ্যিক অমিলের কারণ হলো, প্রথম যুগের সুফিরা প্রয়োজনের তাগিদে তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন। তাদের যেভাবে তালিযুক্ত দ্বারা শোভাবর্ধণ উদ্দেশ্য ছিলোনা, তদ্রূপ বিভিন্ন রঙয়ের কয়েকটি নতুন কাপড় সংগ্রহ করে তার কয়েক স্থানে ফুটা করে তাতে চিত্তাকর্ষক তালিও তারা লাগাতেন না।

হযরত ওমরের ঘটনাতো এমন, তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস গমন করলে তথাকার খৃষ্টান পুরোহিতরা জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের আমীর কে? তখন সাহাবায়ে কেরাম সেনাদলের আমীর আবু ওবায়দা, খালেদ বিন ওয়ালিদ ও অন্যান্যদেরকে তাদের সামনে পেশ করলে তারা বললো, আমাদের নিকট আমীরের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে এরাতো সেই ব্যক্তি নয়। তারা বললো, তোমাদের কী আমীর আছেন নাকি নেই? সাহাবারা বললেন, এরা ছাড়াও আমাদের একজন আমীর আছেন। তারা বললো, উনি কী এসব আমীরদেরও আমীর? সাহাবার বললেন হাঁ, উনি ওমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু। তারা বললো, তোমরা তাকে আসতে

বলো, আমরা তাকে দেখবো। যদি তিনি আমাদের নিকট বর্ণিত গুণের অধিকারী ব্যক্তি হন তাহলে বিনা যুদ্ধে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস তোমাদের নিকট হস্তান্তর করবো। আর যদি তিনি উক্ত গুণের অধিকারী না হন তাহলে আমরা তোমাদের নিকট তা হস্তান্তর করবোনা। আর তোমরা যদি আমাদেরকে অবরুদ্ধ করো তাহলে কিছুতেই আমাদের সাথে পারবেনা।

তখন মুসলমানরা ওমর বিন খাত্তাবের নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি তাদের সামনে উপস্থিত হন। তখন যে কাপড়টি তার পরনে ছিলো তাতে সতেরটি তালি ছিলো, যার একটি ছিলো চামড়ার। খৃষ্টান পুরোহিতরা যখন তাদের কাছে বর্ণিত গুণাবলি ওমর বিন খাত্তাবের মাঝে দেখতে পেলো তখন বিনা যুদ্ধে বাইতুল মুকাদ্দাস তার কাছে হস্তান্তর করলো। হায় আফসোস; এ যুগের মূর্খ সুফিদের মাঝে এসব গুণাবলি কোথায়!

এতো বাহ্যিক অমিলের বর্ণনা, আর গুণগত অমিল হচ্ছে, পূর্ব যুগের সুফিরা ছিলেন এবাদতে কঠোর পরিশ্রমী ও দুনিয়ার বিষয়ে পূর্ণ বৈরাগী। পক্ষান্তরে যারা এ যুগের সুফি কষ্ট-মোজাহাদায় শয়তান তাদের মাঝে অনিহাভাব সৃষ্টি করেছে এবং অধিক ভোজন ও আয়েশী জীবনে সে তাদেরকে মুগ্ধ করেছে।

ইবলিস এদেরকে ধারণা দিয়ে বলে, তোমরাইতো শ্রেষ্ঠ সুফি। অথচ লেবাসধারী এসব সুফিদের উদ্দেশ্য হলো, বাহ্যিক বেশ-ভূষায় সুফিদের রীতি-নীতি গ্রহণ করা, আর বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়ার ভোগবিলাসে লিপ্ত হওয়া। তাদের উদ্দেশ্যের নিদর্শন হলো, অহঙ্কার প্রদর্শন ও বড়ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমীর-ওমারাদের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং গরীব-দুঃখীদের থেকে পৃথক থাকা। অথচ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন, হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের কী হলো, তোমাদের গায়ে ঝুলছে বৈরাগীদের পোষাক অথচ তোমাদের মাঝে বিরাজ করছে হিংস্র বাঘের অন্তর। তোমাদের উচিত রাজা-বাদশাহদের পোষাক পরিধান করা এবং আল্লাহর ভয় দ্বারা অন্তর নরম করা।

মালেক বিন দীনার (রহ.) বলেন, কিছু লোক এমন রয়েছে যারা আল্লাহ ওয়ালাদের সাক্ষাতে এলে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, আর যখন দুনিয়াদার ও প্রতাপশালীদের সাক্ষাতে আসে তখন তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ওয়ালাদের দলবদ্ধ হও। আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দান করুন।

অন্য রেওয়ায়েতে মালেক বিন দীনার বলেন, তোমরা এমন এক ধোঁকাগ্রস্ত যামানায় বসবাস করছো একমাত্র অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরাই সে ধোঁকা বুঝতে পারে। তোমাদের যামানা এমন যাতে পাপাচার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মিথ্যার প্রবণতা তীব্র আকার ধারণ করেছে। ফলে তারা আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া তলব করেছে। সুতরাং তাদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করো, যেন তাদের ধোঁকার জালে তোমাদের ঈমান বরবাদ না হয়।

মুহাম্মদ বিন খফীফ বলেন, আমি হযরত রুআইমকে বললাম, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তখন তিনি আমাকে বললেন, মনের চাহিদাকে বিসর্জন দাও, অন্যথায় সূফীদের বেশ-ভূষায় নিজেকে ব্যস্ত রেখোনা।

আবদুর রহমান সালামী বলেন, আমার বাবাকে বলতে শুনেছি, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, এক লোক শিবলীকে (রহ.) বললো, আপনার শিষ্যদের একটি দল জামে মসজিদে আগমন করেছে। তিনি মসজিদে গমন করে তাদের পড়নে তালিযুক্ত মোটা কাপড় দেখতে পেয়ে বললেন,

أما الخيام فانها كخيامهم ... وأرى نساء الحي غير نسائها

তাঁবুগুলোর আকৃতি তাদের তাঁবুর মতোই, কিন্তু মহল্লার মেয়েগুলো দেখতে তাদের মেয়েদের মতো নয়।

অর্থাৎ এসব লোকদের বেশ-ভূষাতো পূর্বযুগের সূফীদের ন্যায়, কিন্তু পূর্বযুগের সূফীদের আমল-আখলাক এদের মাঝে পরিলক্ষিত নয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ভালোভাবে জেনে রাখুন যে, পূর্বযুগের সূফীদের সাথে এসব সূফীদের শুধুমাত্র বাহ্যিক সাদৃশ্যের বিষয়টি কেবল ঐ ব্যক্তির নিকট অস্পষ্ট, নির্বুদ্ধিতার মানদণ্ডে যে

সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত। পক্ষান্তরে যারা বিচক্ষণ, তারা ভালোভাবেই জানেন যে, এটা শয়তান কর্তৃক নেক সুরতে ধোঁকার বাস্তব উদাহরণ।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, তালিযুক্ত মোটা কাপড় পরিধান করা আমার নিকট চার কারণে অপছন্দনীয়ঃ-

প্রথমতঃ তালিযুক্ত কাপড় আমাদের পূর্বসূরীদের পোশাক নয়, বরং প্রয়োজনের মুহূর্তেই আমাদের পূর্বসূরীরা কাপড় তালিযুক্ত করতেন।

দ্বিতীয়তঃ তালিযুক্ত কাপড় দরিদ্রতার ফরিয়াদকে অন্তর্ভুক্ত করে, অথচ মানুষকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে প্রকাশ করে।

তৃতীয়তঃ তালিযুক্ত কাপড় দুনিয়া বিমুখতার বিষয়টি প্রকাশ করে, অথচ আমরা তা গোপন করতে আদিষ্ট হয়েছি।

চতুর্থতঃ তালিযুক্ত কাপড়ে শরীয়ত থেকে বিচ্যুত এসব লোকদের সাদৃশ্য রয়েছে, আর যে যাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের দলভুক্ত হবে।

ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "من تشبه بقوم فهو منهم" অর্থঃ যে যাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের দলভুক্ত হবে।

আবু যুরআ তাহের বিন মুহাম্মদ বিন তাহের বলেন, আমার বাবা আমাকে বলেছেন, আমি যখন দ্বিতীয়বার বাগদাদে প্রবেশ করি তখন শায়খ আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আহমদ সুক্কারীকে কিছু হাদীস শুনানোর উদ্দেশ্যে তার দরবারে উপস্থিত হই। আর সুক্কারী ছিলেন এসব সূফীদের কট্টর সমালোচক। আমি যখন তার সামনে হাদীস পড়া শুরু করি তখন তিনি আমাকে বললেন, শায়খ; আপনি যদি এসব মূর্খ সূফীদের অন্তর্ভুক্ত হতেন তাহলে আপনার ওজর গ্রহণযোগ্য হতো। কিন্তু আপনিতো অগাধ ইলমের অধিকারী, আপনি সর্বদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং তার অন্বেষণে যথেষ্ট শ্রম ব্যয় করেন। তখন আমি তাকে বললাম, শায়খ: আপনি আমার কোন বিষয়টি অপসন্দ করেন? দয়া করে খুলে বলুন।

যদি শরীয়তে সে বিষয়ের ভিত্তি থাকে আমি তা আকড়ে ধরবো, আর যদি সে বিষয়ের ভিত্তি শরীয়তে না থাকে আমি তা বর্জন করবো। তখন তিনি আমাকে বললেন, আপনি কেন রেশমী ফিতা দ্বারা কাপড় তালিযুক্ত করেছেন? তখন আমি তাকে বললাম, শায়খ! আসমা বিনতে আবু বকর (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি জুব্বা ছিলো, যার কলার ও হাতায় রেশমী কাপড়ের ঝালর ছিলো। আর আমার কাপড় রেশমী ফিতা দ্বারা তালিযুক্ত করার বিষয়ে আপনার অপসন্দের কারণতো এটাই যে, এসব ফিতা কাপড়ের শ্রেণীভুক্ত নয় এবং রেশমী কাপড়ও জুব্বার অংশ নয়। অথচ উল্লেখিত হাদীস প্রমাণ করে যে, আমার এ কাজের ভিত্তি শরীয়তে বিদ্যমান এবং রেশমী কাপড় দ্বারা জামায় এভাবে তালিযুক্ত করা শরীয়তে বৈধ।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, নিন্দা প্রকাশের ক্ষেত্রে সুক্কারী সঠিক পন্থা অবলম্বন করেছেন, কিন্তু সুক্কারীর অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে ইবনে তাহের ফিকহ শাস্ত্রে অদূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন। কেননা জামার হাতা ও কলারে ঝালর লাগানোর প্রচলন সমাজে রয়েছে, তাই ঝালর বিশিষ্ট জামা পরিধানে কোন প্রসিদ্ধি পরিলক্ষিত হয়না। পক্ষান্তরে রেশমী ফিতাযোগে কাপড় তালিযুক্ত করায় দু'ধরনের প্রসিদ্ধি অন্তর্ভুক্ত হয়ঃ- (১) বাহ্যিক প্রসিদ্ধি (২) দুনিয়া বিমুখতার প্রসিদ্ধি। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এসব সূফীরা ভালো কাপড় কর্তন করে তা তালিযুক্ত করে। তবে তা প্রয়োজনের তাগিদে নয়, বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো শোভাবর্ধনের দ্বারা প্রসিদ্ধি অর্জন করা এবং দুনিয়া বিমুখতার খ্যাতিতে নিজেকে খ্যাতিমান করা। এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম তাদের এ কাজ অপসন্দ করেন। স্বয়ং সূফীদের একদল মাশায়েখও তাদের এ কাজের নিন্দা করেন, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

হুসাইন বিন হিন্দ বলেন, আমি জা'ফর হাজ্জাকে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন বড়দের অন্তর থেকে উপকার লাভ হতে বঞ্চিত হয়েছে তখন তাদের বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও তালিযুক্ত কাপড় নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে।

আবুল হাসান হানযলী বলেন, মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী আল কাত্তানী তালিযুক্ত কাপড়ওয়ালাদের দেখে বললেন, ভাইয়েরাঃ যদি

আপনাদের পোশাক আপনাদের অন্তরের অনুকূলে হয় তাহলেতো আপনারা এ বিষয়টি পসন্দ করলেন যে, মানুষ আপনাদের অন্তরের বিষয়ে অবগত হোক। আর যদি আপনাদের পোশাক আপনাদের অন্তরের বিরুদ্ধে হয় তাহলে কা'বার প্রতিপালকের কসম; আপনাদের ধ্বংস অনিবার্য।

নসর বিন আবু নসর বলেন, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল খালেক দাইনুরী তার কতক শিশ্যদের লক্ষ করে বলেন, এসব সূফীদের গায়ে পরিহিত তালিযুক্ত কাপড় তোমাদের যেন মুগ্ধ না করে, কেননা তারা আভ্যন্তরীণ গুণাবলী থেকে নিজেদের মুক্ত করার পরেই বাহ্যিক বেশ-ভূষায় নিজেদের সুশোভিত করেছে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, সূফীদের কতক এমন রয়েছেন যারা এক তালির উপর অন্য তালি যুক্ত করেন। ফলে এক পর্যায়ে তা এমন আকার ধারণ করে যা শরীয়ত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে।

জাফর খালেদী বলেন, ইবনুল কুরাইনীর শিষ্য আবুল হাসান বিন খাব্বাব আমার নিকট বর্ণনা করে বলেন, ইবনুল কুরাইনী তার তালিযুক্ত জামাটি আমাকে দেয়ার অসিয়ত করে গেলে আমি জামার একটি আস্তিন মেপে দেখি তার ওজন এগারো রেতেল।

তালিযুক্ত কাপড় পরিধানের ক্ষেত্রে সূফীদের নির্ধারিত নীতি হলো, তালিযুক্ত কাপড়টি অবশ্যই শায়খের হাত থেকে গ্রহণ করতে হবে। তারা এ নীতির স্বপক্ষে এক সংযুক্ত সনদ উল্লেখ করে, যা সম্পূর্ণই মিথ্যা, বানোয়াট ও বাস্তবতা বিবর্জিত।

মুহাম্মদ বিন তাহের তার কিতাবে শায়খ কর্তৃক তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করা সুন্নাত হওয়ার বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় উল্লেখ করে এ বিষয়টিকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেন। দলীল স্বরূপ তিনি উম্মে খালেদের হাদীস উল্লেখ করেন,

عن أم خالد ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بثياب فيها خميصة سوداء

فقال من ترون أكسو هذه فسكت القوم فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: "ائتوني بأم خالد: قالت فأتي بي فألبسنيها بيده وقال: "أبلي وأخلقي"

অর্থঃ উম্মে খালেদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে কিছু কাপড় উপস্থিত করা হলো, যাতে কারুকার্য খচিত একটি কালো রঙয়ের মোটা কাপড়ও ছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কাপড়টি আমি কাকে পরিধান করাবো বলে তোমাদের মনে হয়? তখন উপস্থিত সাহাবাদের নীরবতা লক্ষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আমার সামনে উম্মে খালেদকে উপস্থিত করো। উম্মে খালেদ বলেন, তখন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত করা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে আমাকে তা পরিধান করিয়ে বলেন, তুমি কাপড়টি পুরাতন ও জীর্ণ হওয়া পর্যন্ত পরিধান করবে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে খালেদকে তার বয়স স্বল্পতার কারণেই কাপড়টি পরিয়েছিলেন। তার পিতা খালেদ বিন সাঈদ বিন আস এবং মাতা হুমাইনা বিন খালফ হাবসায় হিজরত করলে উম্মে খালেদ সেখানেই জন্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর তারা মদীনায় আগমন করলে উম্মে খালেদের বয়স স্বল্পতার দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত কাপড়টি তাকে পরিধান করান। সুতরাং এ বিষয়টিকে সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত করা মোটেই সমীচীন নয়। তদুপরি অন্যকে পোশাক পরিধান করানোর বিষয়টি না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিলো, আর না তার আদর্শে আদর্শবান সাহাবারা তা পালন করেছেন, কিংবা তাদের অনুসরণধন্য তাবেঈরা তা আমলে বাস্তবায়িত করেছেন।

তাছাড়া বড়দেরকে ব্যতীত কেবল ছোটদেরকে পরিধান করানোর বিষয়টিতো স্বয়ং সূফীদের নিকটও সুন্নত নয় এবং পরিধানের কাপড়টি কালো রং বিশিষ্ট হওয়াও তাদের নিকট শর্ত নয়। বরং সুন্নাত হিসাবে

পরিগণিত হওয়ার জন্য কাপড়টি তালিযুক্ত কিংবা মোটা হওয়াই তাদের নিকট প্রধান শর্ত। হায় আফসোস; তারা কেনইবা কালো রঙয়ের মোটা কাপড় পরিধান করাকে সুন্নাত হিসাবে নির্ধারণ করলোনা, যেমনটি উম্মে খালেদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে!

মুহাম্মদ বিন তাহের তার কিতাবে উল্লেখ করেন যে, মুরীদের জন্য শায়েখের পক্ষ থেকে বাইয়াতের শর্তসমূহের একটি এটাও যে, মুরীদ অবশ্যই তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করবে। তিনি আরো লিখেন, মুরীদের উপর শায়খ যে শর্ত আরোপ করবেন তা পালন করা মুরীদের জন্য সুন্নত। দলীল স্বরূপ তিনি ওবাদা বিন সামেতের হাদীস উল্লেখ করেন,

عن عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على السمع والطاعة في العسر واليسر

অর্থঃ ওবাদা বিন সামেত (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে এ শর্তে বাইয়াত গ্রহণ করেছি যে, আমরা সুখ-দুঃখ উভয় হালতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনবো ও মানবো।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, লক্ষ করুন এ সূক্ষ্ম মাসআলার প্রতি; কোথায় মুরীদের উপর শায়খের শর্ত, আর কোথায় বাইয়াত গ্রহণকালীন ইসলামের বিধি-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে সাহাবাদের উপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের শর্ত! যা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব।

আর সূফীদের মাঝে এ রীতিও প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তারা নির্দিষ্ট এক প্রকার রঙিন পোশাক পরিধান করেন। সুতরাং তারা যদি নিজেদের জন্য নীল রঙয়ের পোশাক নির্বাচন করেন তাহলেতো সাদা পোষাকের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হলেন। আর যদি নিজেদের জন্য মোটা কাপড়ের পোশাক নির্বাচন করেন তাহলে তাতো এক প্রকার প্রসিদ্ধি সমৃদ্ধ পোষাক। আর মোটা কাপড় নীল কাপড়ের তুলনায় বহুগুণ প্রসিদ্ধি সমৃদ্ধ। আর যদি নিজেদের জন্য তালিযুক্ত কাপড়কে নির্বাচন করেন

তাহলে তার প্রসিদ্ধিতো এমন, পোষাকের জগতে যার জুড়ি মেলা ভার। অথচ শরীয়ত আমাদেরকে সাদা পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রসিদ্ধি সমৃদ্ধ পোশাক পরিধানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আর সাদা পোশাক পরিধানের নির্দেশ সম্বলিত দলীল হলো,

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"البسوا من ثيابكم البيض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم"

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কেননা তা সর্বোত্তম পোষাক, এবং তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাফনের ব্যবস্থাও সাদা কাপড় দ্বারাই করো।

অন্য রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن سمرة بن جندب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أَلبسوا الثياب البيض فانها أظهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم قال الترمذي هذان حديثان صحيحان

অর্থঃ তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কেননা তা প্রকাশ্যতর এবং উৎকৃষ্টতর, এবং তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাফনের ব্যবস্থাও সাদা কাপড় দ্বারাই করো। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, উল্লেখিত হাদীসদ্বয় বিশুদ্ধ।

ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, সাদা পোশাক পরিধান করাকে ওলামায়ে কেরাম মুস্তাহাব বলেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইসহাক (রহ.) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে সাদা কাপড় দ্বারা কাফন পরানো আমাদের নিকট সর্বোত্তম।

সূফী সম্রাট মুহাম্মদ বিন তাহের তার কিতাবে উল্লেখ করেন, রঙিন কাপড় পরিধান করা সুন্নাত। দলীল স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সেট রঙিন কাপড়

পরিধান করেছেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেছেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমরা অস্বীকার করছিনা যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল কাপড় পরিধান করেছেন এবং এ কথাও বলছিনা যে, তা পরিধান করা অবৈধ। বরং হাদীসেতো এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লাল রেখা বিশিষ্ট ইয়ামেনী চাদর মুগ্ধ করতো। কিন্তু সুন্নাতের বিধানতো ঐ বিষয়ের সাথেই খাছ যে বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজেও অব্যাহতভাবে তার উপর আমল করেছেন।

আর সাহাবায়ে কেরামতো লাল কালো রঙয়ের কাপড়ও পরতেন। তবে অতিরিক্ত মোটা কাপড় ও তালিযুক্ত কাপড় যেহেতু প্রসিদ্ধি সমৃদ্ধ তাই এগুলো পরিধানের উপর শরীয়ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

আর প্রসিদ্ধি সমৃদ্ধ কাপড় শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং অপছন্দনীয় হওয়ার দলীল হলো,

عن أبي ذر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه

অর্থঃ হযরত আবু যর (রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি সমৃদ্ধ কাপড় পরিধান করবে আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন–যতক্ষণ সে তা পরিহিত থাকবে।

عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن الشهرتين فقيل يا رسول الله وما الشهرتان قال "رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سداد بين ذلك واقتصاد"

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা ও যায়দ বিন সাবেত থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি প্রসিদ্ধি থেকে নিষিদ্ধ করেছেন। তখন সাহাবারা জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহর রাসুল, প্রসিদ্ধিদ্বয় কি? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কাপড় অতিরিক্ত পাতলা হওয়া, মোটা হওয়া, কোমল হওয়া, অমসৃণ হওয়া, লম্বা হওয়া এবং খাটো হওয়া – এ সবই প্রসিদ্ধির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উত্তম হলো, এ সবের মাঝে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

وعن ابن عمر قال من لبس ثوبا مشهورا أذله الله يوم القيامة

অর্থঃ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ পোশাক পরিধান করবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অপদস্থ করবেন।

এই হাদীসটি অন্যত্র মারফু' ভাবেও বর্ণিত হয়েছে,

عن ابن عمر قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب المذلة يوم القيامة"

অর্থঃ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি সমৃদ্ধ কাপড় পরিধান করবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্চনার পোশাক পরিধান করাবেন।

অন্য রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ বিন ওমর বলেন,

من لبس شهرة من الثياب ألبسه الله ثوب ذلة

যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি সমৃদ্ধ পোশাক পরিধান করবে আল্লাহ তাকে লাঞ্চনার পোশাক পরিধান করাবেন।

শাহর বিন আবু দারদা (রাযি.) বলেন,

من ركب مشهورا من الدواب أعرض الله عنه ما دام عليه وإن كان كريما.

অর্থঃ যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ বাহনে আরোহণ করবে আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন – যতক্ষণ সে তাতে আরোহী থাকবে, যদিও সে কোন সম্মানীত ব্যক্তি হোক।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আবদুল্লাহ বিন ওমর তার ছেলের গায়ে নিম্নমানের এক নিকৃষ্ট পোশাক দেখে বললেন, তুমি এটা পরিধান করবেনা, কেননা তা প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধ পোষাক।

মুকাতিল বিন বুরাইদা তার পিতা বুরাইদার সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি খায়বার বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলাম, আর আমি ছিলাম সেসব বীর পুরুষদের অন্যতম যারা দুর্গের ফাটলযুক্ত দেয়ালে আরোহণ করে লড়াই করেছে। আমি এমন বীরত্বের সাথে লড়াই করছিলাম যে, আমার বীরত্ব স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবলোকন করেছেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর একটি লাল রঙয়ের কাপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা পানে দৃষ্টিপাত করে মনে হলো, ইসলাম গ্রহণের পর লাল কাপড় পরিধানের চেয়ে বড় গুনাহ আমার দ্বারা সঙ্ঘটিত হয়নি। আর তা এ কারণেই যে, লাল কাপড় প্রসিদ্ধি সমৃদ্ধ।

সুফীয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম দুই ধরনের প্রসিদ্ধি অপসন্দ করতেন, (১) এমন উৎকৃষ্টমানের পোশাক যা দ্বারা মানুষ খ্যাতিলাভ করে এবং যার প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। (২) এমন নিকৃষ্টমানের পোশাক যা দ্বারা মানুষ অবহেলিত এবং হেয়প্রতিপন্ন হয়।

ম'মার (রহ.) বলেন, আমি আইয়ুবকে তার জামার দীর্ঘতার কারণে ভর্ৎসনা করেছি। অতঃপর বলেন, পূর্বযুগে জামার প্রসিদ্ধি ছিলো তা লম্বা হওয়ার মাঝে, আর বর্তমানে তার প্রসিদ্ধি হচ্ছে খাটো হওয়ার মাঝে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, সূফীদের কতক এমন রয়েছেন যারা পশমী পোশাক পরিধান করেন। দলীল স্বরূপ তারা উল্লেখ করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পশমী পোশাক পরিধান করেছেন। তারা ঐসব হাদীসকেও দলীল স্বরূপ পেশ করে যেগুলো পশমী পোশাক পরিধানের ফযীলত সমৃদ্ধ।

আমরা বলবো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পশমী পোশাক মাঝেমধ্যে পরিধান করতেন এবং তৎকালীন আরবে মানুষ পশমী পোষাককে প্রসিদ্ধির নজরে দেখতোনা।

আর পশমী পোষাকের প্রসিদ্ধি সম্বলিত যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন-বানোয়াট।

এবার শুনুন, পশমী পোশাক পরিধান কারীরা দু'শ্রেণীর হয়ে থাকে। তাদের এক শ্রেণীতো এমন যারা পশমী পোশাক এবং এ জাতীয় মোটা পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত। ফলে তা পরিধান করা তাদের জন্য মাকরূহ নয়। কেননা তা পরিধান তাদেরকে প্রসিদ্ধির স্তরে উন্নীত করেনা।

পক্ষান্তরে অপর শ্রেণীর অবস্থা এমন যারা বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত, পশমী পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত নয়। তাই পশমী পোশাক পরিধান করা তাদের জন্য দু'কারণে অনুচিত।

প্রথমতঃ পশমী পোশাক পরিধানের দরুন নিজেকে এমন কষ্টের সম্মুখীন করা হয় যা ধারণ করার ক্ষমতা তার নেই। আর ক্ষমতা উর্ধ্ব বিষয় নিজের উপর চাপানোর অধিকার মানুষের নেই।

দ্বিতীয়তঃ পশমী পোশাক পরিধান দ্বারা সে দু'টি বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটায়ঃ- (১) প্রসিদ্ধি (২) দুনিয়া বিমুখতার বহিঃপ্রকাশ।

নিম্নে প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে পশমী পোশাক পরিধানের ভয়াবহতা সম্বলিত কিছু হাদীস পেশ করছি।

عن أنس قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من لبس الصوف ليعرفه الناس كان حقا على الله عز وجل أن يكسوه ثوبا من جرب حتى تتساقط عروقه"

অর্থঃ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, যদি কেউ প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে পশমী পোশাক পরিধান করে তাহলে আল্লাহ তায়ালার কর্তব্য হলো তার সারা শরীর খোস-পাঁচরায় এমনভাবে আক্রান্ত করা যেন তার শিরাসমূহ খসে পড়ে।

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أن الأرض لتعج إلى ربها من الذين يلبسون الصوف رياء".

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যারা আত্মপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পশমী পোশাক পরিধান করে তাদের থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় যমীন তার প্রতিপালকের দরবারে গর্জন করে ফরিয়াদ করে।

عن الحسن البصري أنه خرج يوما وعليه حلة يمان وعلى فرقد جبة صوف فجعل فرقد ينظر ويمس حلة الحسن ويسبح فقال له يا فرقد ثيابي ثياب أهل الجنة وثيابك ثياب أهل النار يعني القسيسين والرهبان ثم قال له يا فرقد التقوى ليست في هذا الكساء وإنما التقوى ما وقر في الصدر وصدقه العمل

অর্থঃ একদিন হযরত হাসান বসরী (রহ.) এক সেট ইয়ামেনী কাপড় পরিধান করে বের হলে পশমী পোশাক পরিহিত অবস্থায় ফারকাদ এসে হাসান বসরীর পোষাকের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলো এবং তা স্পর্শ করে বিস্ময় প্রকাশ করছিলো। তখন হাসান বসরী তাকে লক্ষ করে বললেন, হে ফারকাদ! আমার পোশাক হচ্ছে জান্নাতীদের পোশাক আর তোমার পোশাক হচ্ছে জাহান্নামীদের পোষাক; অর্থাৎ খ্রীষ্টান পুরোহিত ও সন্নাসীদের পোষাক। অতঃপর হাসান বসরী তাকে লক্ষ করে বললেন, হে ফারকাদ! এসব পোশাক তাকওয়ার নিদর্শন নয়, বরং তাকওয়া হলো যা অন্তরে স্থিত হয় এবং আমল যাকে সত্যায়িত করে।

আবু শাদ্দাদ মুজাশিয়ী বলেন, একবার হাসান বসরীর (রহ.) সামনে পশমী পোশাক পরিধানকারীদের আলোচনা উঠলে তিনি বললেন, তাদের কী হলো; অন্তরে অহঙ্কার সুপ্ত রেখে পোষাকে বিনয় প্রকাশ করছে! আল্লাহর কসম; বিলাসিতাপূর্ণ পোশাক বিলাসী ব্যক্তিদের যতটুকু মুগ্ধ না করে পশমী পোশাক এসব লোকদেরকে তার চে' বেশি মুগ্ধ করে।

আবু মালেক কুফি বলেন, পশমী পোশাক পরিধানকারীদের এক ব্যক্তি দেহে পশমী পোশাক পরিধান করে, মাথায় পশমী পাগড়ি পেঁচিয়ে এবং

গায়ে পশমী চাদর জড়িয়ে হাসান বসরীর (রহ.) সামনে উপস্থিত হয়ে অধোদৃষ্টি করে এমনভাবে বসলো যে, কোন দিকে তাকালো না। হাসান বসরী (রহ.) তার মাঝে বিরাজমান সুপ্ত অহমিকা লক্ষ করে বললেন, হাঁ; এক সম্প্রদায় এমনও রয়েছে যারা নিজেদের অন্তরে অহঙ্কার লুকিয়ে রাখে। আল্লাহর কসম; তারা এই পশম দ্বারা নিজেদের দীনকে অপমানিত করেছে। অতঃপর বললেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের বেশ-ভূষা থেকে পানাহ চাইতেন। তখন উপস্থিত লোকেরা বললো, হে আবু সাঈদ! মুনাফিকদের বেশ-ভূষা কী? তিনি বললেন, অন্তর বিনয়শূন্য হওয়া সত্ত্বেও পোষাকে বিনয় প্রকাশ করা।

ইবনে আকীল বলেন, আমি পশমী পোশাক পরিধানকারীদের এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যখন কেউ তাকে নাম ধরে সম্বোধন করে তখন সে তা অপসন্দ করে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, পশমী পোশাক এদের মাঝে অহঙ্কারের এমন বীজ বপন করে ইতর শ্রেণীর লোকদের মনে যা বপন করতে রেশমী পোষাকও ব্যর্থ।

যমুরাহ (রহ.) বলেন, আমি এক লোককে বলতে শুনেছি যে, হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান বসরায় আগমন করলে ফারকাদ সানজী পশমী পোশাক পরিধান করে তার সামনে উপস্থিত হলে হাম্মাদ তাকে লক্ষ করে বললেন, তোমার গা হতে এই নাসারানী পোশাক খুলে ফেল।

খালেদ হাজ্জা বলেন, আবু কিলাবা বলেছেন, তোমাদেরকে পশমী পোশাক পরিধানকারীদের থেকে সতর্ক করছি।

সালেহ বিন ওমর ওয়াসেতি আবু খালেদের সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু উমাইয়া আবদুল করিম পশমী পোশাক পরিধান করে আবুল আলিয়ার সাক্ষাতে এলে তাকে লক্ষ করে আবুল আলিয়াহ বলেন, তুমি যা পরিধান করেছো তাতো সন্নাসীদের পোশাক। মুসলমানদের বৈশিষ্টতো এমন তারা যখন কারো সাক্ষাতে আসে তখন ভালো পোশাক পরিধান করে।

আইস বিন ইসহাক বলেন, আমি ফুযাইলকে (রহ.) বলতে শুনেছি, পশমী পোশাক পরিধানকারীদের কতক এমন রয়েছে যারা অহঙ্কার

বশতঃ তোমার দিকে মাথা উঁচু করে তাকাবেনা, কোরআন তেলাওয়াতকারীদের কতক এমন রয়েছে যারা অহঙ্কার বশতঃ তোমার দিকে মাথা উঁচু করে তাকাবেনা, আর তা এ কারণেই যে, দুনিয়ার ভালোবাসা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে।

আহমদ বিন আবুল হাওয়ারী বলেন, আমি সুলাইমানকে বলতে শুনেছি, কতক লোক এমন রয়েছে যারা সারে তিন দিরহামের ঢিলেঢালা পোশাক পরিধার করে, অথচ পাঁচ দিরহামের পোশাক পরিধানের লিপ্সা তাদের মনে বিরাজমান। তার মনের চাহিদা পোষাকে প্রকাশ করতে কি সে লজ্জাবোধ করে! হায় আফসোস; সে যদি সাদা রঙয়ের দু'টি কাপড় দ্বারা তার দুনিয়া বিমুখতাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করতো তাহলে তার জন্য তা কতইনা উত্তম হতো।

আহমদ বিন আবুল হাওয়ারী বলেন, আমাকে সুলাইমান বিন আবু সুলাইমান বলেন, সূফীরা কি উদ্দেশ্যে পশমী পোশাক পরিধান করে? আমি বললাম, বিনয়ের বশীভূত হয়ে। তিনি বললেন, এরা যখন পশমী পোশাক পরিধান করে তখনই এদের মাঝে অহঙ্কার পরিলক্ষিত হয়।

আহমদ বিন ওমর বিন ইউনুস বলেন, সূফীয়ান সাওরী (রহ.) পশমী পোশাক পরিহিত এক সূফীকে লক্ষ করে বললেন, এটাতো বিদআত।

আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন যিয়াদ বলেন, আমি আবু দাউদকে বলতে শুনেছি, সূফীয়ান সাওরী (রহ.) পশমী পোশাক পরিহিত এক লোককে দেখে বললেন, তুমি যে পোশাক পরিধান করেছো তাতো বিদআত।

হাসান বিন রবী বলেন, আবদুল্লাহ বিন মুবারক এক লোকের গায়ে প্রসিদ্ধ পশমী পোশাক দেখে বললেন, আমি এটা অপসন্দ করি, আমি এটা অপসন্দ করি।

বিশর বিন হারেছ বলেন, আলী মাওসিলী মুআফির সাক্ষাতে এসে তাকে এক পশমী জুব্বা পরিহিত দেখে বললেন, হে আবুল হাসান, (মুআফির উপনাম) কেন এই প্রসিদ্ধি! তখন মুআফি বললেন, হে আবু মাসউদ! (আলী মাওসিলীর উপনাম) আমি আর আপনি একসাথে বের হয়ে দেখবো আমাদের কে অধিক প্রসিদ্ধ। তখন আলী মাওসিলী তাকে

বললেন, ব্যক্তির প্রসিদ্ধি আর পোশাকের প্রসিদ্ধি এক জিনিস নয়।

হাসান বিন আমর বলেন, আমি বিশর বিন হারেছকে বলতে শুনেছি, বুদাইল আইয়ুব সাখতিয়ানীর সাক্ষাতে এসে দেখেন যে, তিনি বিছানায় একটি পেটিকোট লম্বা করে বিছিয়ে তা থেকে মাটি ঝাড়ছেন। বুদাইল পেটিকোট দেখে বললেন, এটা কি? তখন আইয়ুব সাখতিয়ানী বললেন, এটা ঐ পশমী পোশাক থেকে উত্তম যা আমি তোমার গায়ে দেখছি।

মুহাম্মদ বিন ইয়াছার বলেন, বিশর বিন হারেছকে পশমী পোষাক পরিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বিষয়টি তাকে কষ্ট দেয় এবং তার চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর বলেন, রেশমী পোশাক ও রঙিন পোশাক পরিধান করা আমার নিকট পশমী পোশাক পরিধান থেকে অধিক পছন্দনীয়।

আহমদ বিন মানছুর বলেন, মুহাম্মদ বিন ইদরীস আমবরীর বন্ধু ইয়াযিদ সাকা বলেন, আমি পশমী পোশাক পরিহিত এক যুবককে বললাম, ওলামাদের কেউ কী এমন পোশাক পড়েছেন, ওলামাদের কেউ কী এমন কাজ করেছেন? তখন সে আমাকে বললো, আমাকে বিশর বিন হারেছ এ পোশাক পরিহিত দেখেও তিনি তা অপছন্দ করেন নি। ইয়াযিদ বলেন, তখন আমি বিশর বিন হারেছের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আবু নসর! (ইয়াযিদের উপনাম) আমি এক যুবককে পশমী পোশাক পরিহিত দেখে তার নিন্দা করলে সে আমাকে বললো, আমাকে ইয়াযিদ এ পশমী পোশাক পরিহিত দেখেও তার নিন্দা করেনি। তখন ইয়াযিদ আমাকে বললেন, আমি যদি তার নিন্দা করতাম তাহলে আমাকেও সে বলতো, আমিতো অমুককে এ পোশাক পড়তে দেখেছি।

হিশাম বিন খালেদ বলেন, আবু সুলাইমান দারানী (রহ.) পশমী পোশাক পরিহিত এক লোককে দেখে বললেন, তুমিতো জাহেদদের নিদর্শন প্রকাশ করেছো, সুতরাং এ পশম তোমার কী উপকারে এসেছে? তখন লোকটি নিরবতা অবলম্বন করলে দারানী তাকে বললেন, তোমার অবস্থাতো এমন হওয়া উচিৎ যে, তোমার গায়ে থাকবে সুতি পোশাকের বাহার, আর তোমার অন্তরে থাকবে পশমী পোষাকের বিনয়।

ইবনে সিরওয়াই বলেন, মারুফ কারখীর ভাতিজা আবু মুহাম্মদ পশমী পোশাক পরিধান করে আবুল হাসান বিন বাস্‌সারের সাক্ষাতে এলে আবুল হাসান তাকে লক্ষ করে বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! তুমি কি তোমার অন্তরকে সূফী বানিয়েছো না তোমার শরীরকে? অন্তরকে সূফী বানাও আর সাদা গেঞ্জির উপর সাদা পাঞ্জাবী পরিধান করো।

আহমদ বিন সাঈদ বলেন, নযর বিন শুমাইল বলেছেন, আমি কতক সূফীকে বললাম, তোমার পশমী জুব্বাটি কি বিক্রি করবে? তখন সে আমাকে বললো, যদি শিকারী তার জাল বিক্রি করে তাহলে সে কী দ্বারা শিকার করবে?

আবু জাফর বিন জারির তাবারী (রহ.) বলেন, সুতি কাপড় বৈধ হওয়া এবং তা গ্রহণ করা সহজসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি পশমী পোশাককে তার উপর প্রাধান্য দিবে সে ভুলের মধ্যে রয়েছে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমাদের পূর্বসূরীরা মধ্যমানের পোশাক পরিধান করতেন। তারা না উন্নতমানের পোশাকে মুগ্ধ হতেন আর না নিকৃষ্টমানের পোশাক পরিধান করতেন। তারা ব্যবহৃত পোষাকের মধ্যে সর্বোত্তমটি জুমা, ঈদ ও বন্ধুদের সাক্ষাতকালে পরিধান করতেন। তবে অনুত্তম পোশাক তাদের নিকট অপছন্দনীয় ছিলোনা। ইমাম মুসলিম (রহ.) তার সহীহ গ্রন্থ মুসলিম শরীফে উল্লেখ করেন,

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال لرسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة"

অর্থঃ ওমর বিন খাত্তাব (রাযি.) মসজিদের দরজা সম্মুখস্থ এক জায়গায় একসেট রেশমী পোশাক বিক্রি হতে দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, আপনি যদি জুমআর দিন ও বিভিন্নদেশের প্রতিনিধিদলের আগমনকালে পরিধানের জন্য এই

পোশাকটি ক্রয় করতেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, রেশমী পোশাকতো সেই ব্যক্তি পরবে আখেরাতে যার অংশ নেই।

উক্ত হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পোশাকটি অপছন্দ এ কারণে করেননি যে, ওমর বিন খাত্তাব (রাযি.) তার সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, বরং তা এ কারণেই অপছন্দ করেছেন যে, পোশাকটি ছিলো রেশমী কাপড়ের।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আবুল আলিয়া (রহ.) বলেছেন, মুসলমানরা যখন পরস্পর মিলিত হতেন তখন উত্তম পোশাকে সজ্জিত হতেন।

মুহাম্মদ বিন সীরিন(রহ.) বলেন, মুহাজির ও আনছাররা উন্নতমানের পোশাক পরিধান করতেন। তামীম দারী (রাযি.) একসেট কাপড় এক হাজার দেরহামে ক্রয় করেছেন। তবে তিনি তা পরিধান করে শুধুমাত্র নামাজ পড়তেন।

অন্য রেওয়ায়েতে মুহাম্মদ বিন সীরিন (রহ.) বলেন, তামীম দারী (রাযি.) একসেট কাপড় এক হাজার দেরহামে ক্রয় করেছেন। তবে তিনি তা শুধুমাত্র তাহাজ্জুদের সময় পরিধান করতেন।

হাম্মাদ বিন সালামা সাবেত বুনানীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, তামীম দারীর (রাযি) একসেট মূল্যবান কাপড় ছিলো, যা তিনি এক হাজার দেরহামে ক্রয় করেছিলেন। তিনি লাইলাতুল কদরের সম্ভাবনাময় রাতসমূহে তা পরিধান করতেন।

অন্য রেওয়ায়েতে ইবনে সীরিনের সূত্রে কাতাদা বলেন, তামীম দারী একটি চাদর এক হাজার দেরহামে ক্রয় করে তার সাথীদের নিয়ে তাতে নামাজ পড়তেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, সাহাবাদের মাঝে ইবনে মাসঊদ (রাযি.) সর্বোত্তম কাপড় পরিধান করতেন এবং উৎকৃষ্টমানের আতর ব্যবহার করতেন।

হাসান বসরী (রহ.) উন্নতমানের কাপড়সমূহ পরিধান করতেন।

কুলছুম বিন জাওসান বলেন, একদিন হাসান বসরী (রহ.) ইয়েমেনী জুব্বা পরিধান করে এবং ইয়েমেনী চাদর গায়ে জড়িয়ে ঘর থেকে বের হলে ফারকাদ তা দেখে বললো, হে ওস্তাদ! এ ধরনের পোশাক আপনার মতো ব্যক্তির জন্য শোভনীয় নয়। তখন হাসান বসরী (রহ.) বললেন, হে ফারকাদ! তোমার কি জানা নেই যে, জাহান্নামীদের অধিকাংশ হবে ঐসব লোক যারা দুনিয়ায় পশমী এবং এ জাতীয় প্রসিদ্ধি সমৃদ্ধ পোশাক পরিধান করেছে।

মালেক বিন আনাস (রহ.) এডেনের উন্নতমানের কাপড় পরিধান করতেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) যে কাপড় পরিধান করতেন তা ছিলো প্রায় এক দীনার মূল্যের।

অবশ্য আমাদের পূর্বসূরীরা এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থাকে প্রাধান্য দিতেন। তারা মাঝেমাঝে নিজেদের আবাসস্থলে পুরাতন কাপড় পরিধান করতেন। যখন ঘর থেকে বের হতেন তখন ভালো পোশাকে সজ্জিত হতেন। তারা এমন পোশাক পরিধান করতেন যা প্রসিদ্ধি মুক্ত। যে পোশাকে প্রসিদ্ধি রয়েছে তারা তা পরিহার করতেন, চাই তা উৎকৃষ্ট হোক কিংবা নিকৃষ্ট।

মুহাম্মদ বিন খলফ বলেন, ঈসা বিন হাযেম বলেছেন, ইবরাহিম বিন আদহাম সুতি ও লিনেন বস্ত্র পরিধান করতেন। আমি তাকে না পশমী পোশাক পড়তে দেখেছি না প্রসিদ্ধি সমৃদ্ধ পোশাক।

মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম বলেন, আমি মুহাম্মদ বিন রাইয়্যানকে বলতে শুনেছি, যুননূন (রহ.) আমার পায়ে একজোড়া লাল মুজা দেখে বললেন, হে বৎস! তুমি তা খুলে ফেলো, কেননা তা প্রসিদ্ধি সমৃদ্ধ। এ রঙয়ের মুজা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো পড়েন নি। বরং তিনিতো একজোড়া কালো রঙয়ের সাদাসিধে মুজা পরিধান করেছেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, যে পোশাক পরলে মানুষ হেয়প্রতিপন্ন হয় তা দুনিয়া বিমুখতা ও দরিদ্রতা প্রকাশকে শামিল করে। যেন তা এমন জিহ্বা যা আল্লাহর পক্ষ থেকে দরিদ্রতার অভিযোগ করে

এবং পরিধানকারীকে নিশ্চিতরূপে হেয়প্রতিপন্ন করে। আর ইসলামে এসবগুলোই মাকরূহ এবং নিষিদ্ধ।

عن الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا قشف الهيئة فقال "هل لك مال" قلت نعم قال: "من أي المال" قلت من كل المال قد آتاني الله عز وجل من الإبل والخيل والرقيق والغنم قال: "فإذا آتاك الله عز وجل مالا فلير عليك"

অর্থঃ আহওয়াস তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি দুর্দশাগ্রস্ত হালতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত হলে আমার অবস্থা লক্ষ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কি কোন সম্পদ আছে? আমি উত্তরে বললাম, হাঁ। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কোন ধরনের সম্পদ আছে? আমি উত্তরে বললাম, উট, ঘোড়া, গোলাম, বকরীসহ যাবতীয় সম্পদ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যেহেতু আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন তাই তোমার কর্তব্য হলো, তোমার মাঝে আল্লাহর নেয়ামত পরিলক্ষিত হওয়া।

عن جابر قال أتانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زائرا في منزلي فرأى رجلا شعثا فقال: "أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه" ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال: "أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه"

অর্থঃ হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের গৃহে মেহমানরূপে আগমন করে এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এক লোককে দেখে বললেন, এ ব্যক্তি কি এমন কিছু পায়না যা দ্বারা সে মাথা আঁচড়াবে! অতঃপর নোংড়া কাপড় পরিহিত এক লোককে দেখে বললেন, এ ব্যক্তি কি এমন কিছু পায়না যা দ্বারা সে তার কাপড় ধৌত করবে!

عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال مضى علي بن أبي طالب إلى الربيع بن زياد يعوده فقال له يا أمير المؤمنين أشكو إليك عاصما أخي قال ما شأنه قال ترك الملاذ ولبس العباءة فغم أهله وأحزن ولده فقال علي عاصما فلما حضر بش في وجهه وقال أترى الله أحل لك الدنيا وهو يكره أخذك منها أنت والله أهون على الله من ذلك فوالله لابتذالك نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالك بالمقال فقال يا أمير المؤمنين إني أراك تؤثر لبس الخشن وأكل الشعير فتنفس الصعداء ثم قال ويحك يا عاصم ان الله افترض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام لئلا يتبيغ بالفقير فقره.

অর্থঃ আবু ওবায়দা মা'মার বিন মুছান্না বলেন, আলী বিন আবি তালেব (রাযি.) রাবী বিন যিয়াদের অসুস্থকালীন সময় তার বাড়িতে আগমন করলে রাবী তাকে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার নিকট আমার ভাই আসেমের ব্যাপারে অভিযোগ করছি। তখন আলী (রাযি.) বললেন, আসেমের কি হয়েছে? রাবী বললেন, সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং ঢিলেঢালা জামা পরিধান করেছে। ফলে তার পরিবার চিন্তিত হয়েছে এবং সন্তানেরা দুঃখিত হয়েছে। তখন আলী (রাযি.) আসেমকে তলব করলে আসেম হাস্যোজ্জ্বল মুখে উপস্থিত হলে আলী (রাযি.) তাকে বললেন, তুমি কি মনে করো যে, আল্লাহ দুনিয়ার ভোগসামগ্রী তোমার জন্য বৈধ করে তা থেকে তোমার গ্রহণ করাকে অপছন্দ করবেন! যদি আল্লাহর প্রতি তোমার ধারণা এমন হয়ে থাকে তাহলে জেনে রাখো যে, নেয়ামত ভোগের বিষয়টি আল্লাহর নিকট তোমার ধারণার চেয়ে অধিক সহজতর। আল্লাহর কসম; তুমি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে অধিক পরিমাণে তোমার সম্পদ ব্যয় করা আল্লাহর নিকট তোমার অধিক ভালো কথা হতেও উত্তম। তখন আসেম বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! আমিতো দেখছি যে, আপনি অমসৃণ কাপড়কে মসৃণ কাপড়ের উপর এবং যবের রুটিকে অন্যান্য খাবারের

উপর প্রাধান্য দিচ্ছেন। তখন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আলী (রাযি.) বললেন, আফসোস তোমার জন্য! নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন বেশ-ভূষা ও আহারের ক্ষেত্রে সাধারণ লোকদের অনুরূপ চলে। যেন তারা গরীব-দুঃখীদের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে পারেন এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের দরিদ্রতা বেড়ে না যায়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, যদি কেউ বলে যে, ভালো পোশাক পরিধান করাতো নফসের চাহিদা। অথচ আমরাতো আদিষ্ট হয়েছি যে, নফসের চাহিদা পরিহার করবো। তদুপরি ভালো পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্যতো মানুষের জন্য সজ্জিত হওয়া। অথচ আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, আমাদের সব কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবো – মানুষের সন্তুষ্টির জন্য নয়।

আমরা উত্তরে বলবো, মনের সকল চাহিদা ইসলামে নিন্দিত নয় এবং মানুষের জন্য সব ধরণের সাজ-সজ্জা গ্রহণ শরীয়তে অপছন্দনীয় নয়। নিষিদ্ধ কেবল তখনই হবে যখন তা গ্রহণের প্রতি শরীয়ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে অথবা উদ্দেশ্য হবে ধর্মীয় বিষয়ে আত্মপ্রদর্শন।

মানুষের কর্তব্য হলো, সে নিজেকে পরিপাটি রাখবে, আর এটা নফসের অধিকারও বটে এবং এ বিষয়ে শরীয়তের নিন্দা হতেও সে মুক্ত। তাই সে চুল আঁচড়াবে, আয়নায় চেহারা দেখবে, পাগড়ি পরিপাটি রাখবে এবং কাপড়ের অমসৃণ পাট ভিতরের দিকে রাখবে আর মসৃণ সুন্দর পাট বাহিরের দিকে রাখবে। উল্লেখিত বিষয়সমূহের কোনটাই শরীয়তে অপসন্দনীয় কিংবা নিন্দিত নয়।

عن عائشة قالت كان نفر من أصحاب رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينتظرونه على الباب فخرج يريدهم وفي الدار ركوة فيها ماء فجعل ينظر في الماء ويسوي شعره ولحيته فقلت يا رسول الله وأنت تفعل هذا قال: "نعم. إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيء من نفسه فان الله جميل يحب الجمال"

অর্থঃ আম্মাজান আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদল সাহাবী দরজার সম্মুখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অপেক্ষা করছিলো। তখন উপস্থিত সাহাবাদের সাক্ষাৎ দেয়ার উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হলে ঘরে থাকা একটি পানিভর্তি পাত্রে দৃষ্টিপাত করে তার চুল ও দাড়ি পরিপাটি করেন। আমি তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনিও এসব করেন! তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ; যখন কেউ তার ভাইয়ের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হয় তখন সে যেন উত্তম অবস্থায় বের হয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।

عن عائشة قالت خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمر بركوة لنا فيها ماء فنظر إلى ظله فيها ثم سوى لحيته ورأسه ثم مضى فلما رجع قلت يا رسول الله تفعل هذا قال: "وأي شيء فعلت؟ نظرت في ظل الماء فهيأت من لحيتي ورأسي إنه لا بأس أن يفعله الرجل المسلم إذا خرج إلى إخوانه أن يهيئ من نفسه".

অর্থঃ আম্মাজান আয়েশা (রাযি.) বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ঘরে থাকা এক পানি ভর্তি পাত্রে দৃষ্টিপাত করে দাড়ি ও চুল পরিপাটি করে নিজ গন্তব্যে চলে যান। অতঃপর যখন ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনিও এসব করেন! তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কি করেছি? পানির ছায়ায় দৃষ্টিপাত করে আমার দাড়ি ও চুল পরিপাটি করাকে তুমি দোষণীয় মনে করছো! তবে শুনো; যখন কোন মুসলমান তার ভাইয়ের সাক্ষাতে বের হয় তখন নিজেকে পরিপাটি করা দোষণীয় নয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আপনারা সারী সাকাতী হতে বর্ণিত উক্তির কি জবাব দিবেন? তিনিতো বলেছেন

যে, 'কোন ব্যক্তি আমার গৃহে আগমনের পূর্বে আমি যদি তার আগমনের বিষয়টি উপলব্ধি করে আমার দাড়ি পরিপাটি করি তাহলে আমার আশঙ্কা হয় যে, এ কারণে আল্লাহ আমাকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করবেন'।

আমরা উত্তরে বলবো, তার এ কথা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি ধর্মীয় বিষয়ে বিনয় প্রকাশ কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে এমনটি করে থাকেন। আর যদি কেউ দৈহিক শোভা বর্ধনের উদ্দেশ্যে এমনটি করে - যেন তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ না পায় যা অসুন্দর, তাহলে তা নিন্দিত নয়। সুতরাং যে তা নিন্দনীয় মনে করবে সে রিয়ার অর্থ বুঝেনি এবং নিন্দার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি।

عن ابن مسعود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" فقال رجل إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال: "إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس" انفرد به مسلم

অর্থঃ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। তখন এক ব্যক্তি বললো, আমাদের কেউতো পছন্দ করে যে, তার জামা উত্তম হোক এবং জুতা সুন্দর হোক। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহঙ্কার হচ্ছে হকের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা। (মুসলিম)

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, সুফিদের কতক এমন রয়েছেন যারা অতি মূল্যবান পোষাক পরিধান করেন।

আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন আতা বলেন, আবুল আব্বাস বিন আতা অতি মূল্যবান পোষাক পরিধান করতেন, মুক্তাদানা দিয়ে তসবিহ জপতেন এবং লম্বা পোষাককে প্রধান্য দিতেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, প্রসিদ্ধির ক্ষেত্রে এসব পোশাক তালিযুক্ত কাপড়ের সমতুল্য। তাই নেককারদের পোশাক মধ্যমানের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভেবে দেখুন; অতি মূল্যবান এবং তুচ্ছমানের পোষাক দ্বারা শয়তান এদের নিয়ে কিরূপ খেলা করে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, সুফিদের কতক এমনও আছেন তারা নতুন কাপড় পরিধানের পর তার কতক স্থান ছিঁড়ে ফেলেন। আর তাদের কতকতো এমন, যারা অতি উন্নতমানের পোশাক নষ্ট করে ফেলেন।

হাসান বিন গালিব মুকরী বলেন, আমি উজির ঈসা বিন আলীকে বলতে শুনেছি, একদিন ইবনে মুজাহিদ আমার পিতার নিকট বসা ছিলো। তখন তাকে বলা হলো যে, আজ এখানে শিবলী উপস্থিত হবেন। তখন ইবনে মুজাহিদ বললো, আমি আপনার সামনে তার বাকরুদ্ধ করে দিবো। শিবলীর অভ্যাস সমূহের একটি এমনও ছিলো, তিনি কোন জামা পরিধান করলে তার এক স্থান ফুটো করতেন। শিবলী উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহণ করলে ইবনে মুজাহিদ তাকে লক্ষ করে বললো, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় তা নষ্ট করার বিধান শরীয়তের কোথায় আপনি পেয়েছেন? শিবলী তখন সোলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনা প্রসঙ্গে বিবৃত কোরআনের আয়াতটি দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন, 'فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ অর্থঃ ঘোড়া সমূহ যখন সোলাইমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহর যিকির থেকে উদাসিন করলো তখন তিনি সেগুলোর নলা ও ঘার কেটে দিলেন'।

শিবলীর দলীল শ্রবণে ইবনে মুজাহিদ নির্বাক হয়ে গেলে আমার বাবা তাকে লক্ষ করে বললেন, আপনি চেয়েছেন তাকে নির্বাক করতে অথচ তিনিই আপনাকে নির্বাক করে দিলেন। তখন শিবলী তাকে লক্ষ করে বললেন, মানুষতো আপনাকে যামানার কারী বলে; আচ্ছা বলুনতো কোরআনের কোথায় উল্লেখ রয়েছে যে, প্রেমিক তার প্রিয়জনকে শাস্তি দেয়না? তখন ইবনে মুজাহিদ নিরবতা অবলম্বন করলে আমার বাবা শিবলীকে বললেন, আপনি তা বলে দিন। তখন শিবলী উক্ত বিষয় সম্বলিত আয়াত পেশে করেন,

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ

অর্থঃ ইয়াহুদী ও নাসারারা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তার প্রণয়ভাজন। নবী হে, আপনি তাদের বলে দিন: যদি বিষয়টি এমনই হয় তাহলে কেন আল্লাহ তোমাদের পাপের দরুন তোমাদেরকে শাস্তি দেন?

আয়াতটি শ্রবণে ইবনে মুজাহিদ বললেন, আমার মনে হলো, ইতিপূর্বে আমি যেন তা কখনো শুনিনি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, উল্লেখিত ঘটনার শুদ্ধতার ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সন্দিহান। কেননা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হাসান বিন গালিব নির্ভরযোগ্য নয়। যদি ঘটনার সত্যতা মেনে নেয়া হয় তাহলেতো স্পষ্টরূপেই ঘটনাটি শিবলী এবং ইবনে মুজাহিদের বুঝ স্বল্পতার উপর দালালত করে। যেহেতু শিবলী নিজের পক্ষে উল্লেখিত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, আর ইবনে মুজাহিদ নিরুত্তর হয়ে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। কেননা এক নিষ্পাপ নবীর ব্যাপারে এ কথা বলা আমাদের জন্য সমীচীন নয় যে, তিনি অনৈতিক কাজ সম্পাদন করেছেন। তদুপরি মুফাস্‌সিরে কেরাম উল্লেখিত আয়াতের অর্থ নির্ণয়ে মতোবিরোধ করেছেন। তাদের কতক বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত مسح শব্দটি 'স্পর্শ করা' ব্যবহৃত হয়েছে, আর কতক বলেছেন, বরং শব্দটি জবেহ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি শব্দটিকে 'জবেহ করা' অর্থেও গ্রহণ করা হয় তবুও এমন আপত্তির কোন অবকাশ নেই যে, সোলাইমান আলাইহিস সালাম এমন কাজ সম্পাদন করেছেন যা শরীয়ত পরিপন্থী। কেননা ঘোড়া জবেহ করা এবং তার গোস্ত ভক্ষণ করা দু'টোই বৈধ। পক্ষান্তরে কোন সৎ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ভালো কাপড় নষ্ট করা শরীয়তে অবৈধ।

কিংবা এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সোলাইমান (আ.) যা করেছেন তা তার শরীয়তে বৈধ, কিন্তু আমাদের শরীয়তে বৈধ নয়।

আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন আতা বলেন, আবু আলী রুঝবারীর নীতি ছিলো, জামার আস্তিন টুকরা টুকরা করা এবং জামা বিদীর্ণ করা। তিনি তার নীতি মোতাবেক মূলবান কাপড় বিদীর্ণ করে অর্ধেকাংশ চাদর হিসাবে, আর বাকি অর্ধেক লুঙ্গি হিসাবে ব্যবহার করতেন। এমনকি একদিন তিনি কাপড় গায়ে গোসলখানায় প্রবেশের পূর্বে লক্ষ করে দেখলেন যে, তার সাথীদের নিকট এমন বস্ত্র নেই যা তারা গোসলের সময় লুঙ্গি হিসাবে ব্যবহার করবে। তাই তিনি কাপড়টি তাদের সংখ্যানুপাতে বিদীর্ণ করে কাপড়ের টুকরাগুলো তাদের হস্তগত করে বললেন, যখন তোমরা গোসল সেরে গোসলখানা থেকে বের হবে তখন কাপড়ের টুকরাগুলো গোসলখানার কর্মচারীকে দিয়ে দিবে।

ইবনে আতা বলেন, আমাকে আবু সাঈদ কাজরুনী বলেছেন, আমি ঘটনার দিন তার সাথে উপস্থিত ছিলাম। যে কাপড়টি তিনি বিদীর্ণ করেছিলেন তা প্রায় ত্রিশ হাজার দীনার সমমূল্যের ছিলো।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এমন সীমালঙ্ঘনের একটি উদাহরণ আমার নিকট আবদুল্লাহ বিন ইউছুফ বর্ণনা করে বলেন, আমি আবুল হাসান বুশানজীকে বলতে শুনেছি, আমার মালিকানাধীন একটি তিতির পাখি ছিলো, যা এক ব্যক্তি এক হাজার দিরহামে ক্রয় করার প্রস্তাব করেছিলো। কোন এক রাতে দুই মুসাফির আমার ঘরে মেহমান হলে আমি আম্মাকে বললাম, মেহমানদের মেহমানদারী করার মতো কোন খাবার কি আপনার নিকট আছে? তিনি উত্তরে বললেন, রুটি ছাড়া অন্য কিছু আমার নিকট নেই। আমি তখন তিতির পাখি জবেহ করে মেহমানদের খেদমতে উপস্থিত করি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এ ব্যক্তির পক্ষে এটাও সম্ভব ছিলো যে, কারো থেকে সালন ধার নিয়ে পাখি বিক্রির মূল্য থেকে সে ধার পরিশোধ করবে। নিঃসন্দেহে সে যা করেছে তা এক প্রকার সীমালঙ্ঘন।

আবু আবদুর রহমান সালামী (রহ.) বলেন, আমি আমার দাদাকে বলতে শুনেছি, আবুল হাসান দারাজ বাগদাদী রায় নগরীতে প্রবেশ করেন। তিনি পায়ে পট্টি ব্যবহারের মুখাপেক্ষী ছিলেন। তাই এক ব্যক্তি তাকে

একটি মূল্যবান দাইবাকী রুমাল হাদিয়া দিলে তিনি তা দু টুকরো করে তা দ্বারা পায়ে পট্টি লাগালে তাকে বলা হলো, আপনি যদি তা বিক্রি করে তার মূল্য থেকে একটি পট্টি ক্রয় করে বাকি মূল্য আল্লাহর পথে খরচ করতেন তাহলে কতইনা উত্তম হতো। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন; তিনি উত্তরে বললেন, আমিতো আমার মাযহাবের বিরুদ্ধাচরণ করবো না।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আহমদ গাজালী বাগদাদে অবস্থানকালে একটি ঘূর্ণায়মান চরকার সামনে দাড়িয়ে গায়ের চাদরটি চরকার উপর নিক্ষেপ করেন, তখন চরকার ঘূর্ণনে চাদরটি টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, লক্ষ করুন এই মূর্খতা, সীমালঙ্ঘন এবং শরীয়তের ইলম থেকে তাদের দূরত্বের প্রতি। কেননা বিশুদ্ধ সনদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাল নষ্ট করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এমন কি কোন ব্যক্তি যদি ভালো দীনার খন্ডন করে তা আল্লাহর পথে খরচ করে তাহলে সে ফুকাহায়ে কেরামের নিকট সীমালঙ্ঘনকারী হিসাবে বিবেচিত হবে। তাহলে এই অপচয়ের বিষয়টি কিরূপ হবে যা সম্পূর্ণ হারাম!

এ হুকুমের আওতাভুক্ত তাদের আবেগের মুহূর্তে কাপড় টুকরো টুকরো করে তা নিক্ষেপ করা। আল্লাহ চাহেতো এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা আমরা সামনে উল্লেখ করবো।

আচ্ছা বলুনতো, তারা কি নফসের পুজা করে নাকি তারা আদিষ্ট হয়েছে নিজেদের মতানুসারে আমল করার! অথচ তারাই দাবি করে যে, এমন অবস্থার মাঝে কোন কল্যাণ নেই যা শরীয়ত পরিপন্থী। যদি তারা এ বিষয়ে অবগত থাকে যে, তাদের এ কাজ শরীয়ত সমর্থিত নয় এবং জানা সত্ত্বেও তারা উক্ত কাজে লিপ্ত থাকে তাহলে তাতো এক প্রকার একগুঁয়েমি এবং শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। আর যদি এ বিষয়ের জ্ঞান তাদের না থাকে তাহলে আমার জীবনের শপথ; তারা এক ভয়ানক মূর্খতার মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে।

মুহাম্মদ বিন হুসাইন বলেন, আমি আবদুল্লাহ রাজিকে বলতে শুনেছি, যখন আবু ওসমানের মৃত্যু মুহূর্তে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো তখন তার পুত্র আবু বকর আবেগের বশে গায়ের জামা ছিড়ে ফেললো। ইত্যবসরে ওসমান চোখ মেলে বললেন, হে পুত্র; তুমি যা করলে তাতো বাহ্যত সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ এবং অন্তরে রিয়ার বীজ বপন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, সুফিদের কতক এমনও আছেন, যারা সীমাহিন খাটো কাপড় পরিধান করেন, অথচ এটাও এক প্রকার প্রসিদ্ধি।

عن أبي سعيد سئل قال سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ازار المسلم إلى إنصاف الساقين لا جناح أو لا حرج عليه ما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو النار"

অর্থঃ আবু সাঈদ সুআলী (রাযি.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মুসলমানের লুঙ্গি নলার অর্ধেকাংশ পর্যন্ত লম্বা হবে। অবশ্য নলার অর্ধেকাংশ হতে পায়ের গ্রন্থি পর্যন্ত লম্বা হওয়াতেও সমস্যা নেই। তবে কাপড়ের যে অংশ গ্রন্থির নিচে নেমে আসবে তা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে।

ইসহাক বিন ইবরাহিম বিন হানী বলেন, আমি একদিন আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বলের (রহ.) দরবারে উপস্থিত হই। আমার গায়ে যে জামাটি ছিলো, তা দৈর্ঘে হাঁটু থেকে একটু নিচে এবং নলা থেকে একটু উপরে ছিলো। তখন তিনি আমাকে অপছন্দের স্বরে বললেন, এটা আবার কি জিনিস! অতঃপর বললেন, জ্ঞানীদের জন্য এমন পোশাক শোভনীয় নয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, সুফিদের কতক এমনও আছেন, যারা মাথায় পাগড়ির স্থানে টুকরা কাপড় ব্যবহার করেন। অথচ এটাও এক প্রকার প্রসিদ্ধি, কেননা তা দেশের জনগণের স্বাভাবিক পোশাক পরিপন্থী। আর যাতে প্রসিদ্ধি রয়েছে তা মাকরূহ।

বিশর বিন হারেছ (রহ.) বলেন, ইবনুল মুবারক (রহ.) জুমার দিন

মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন কারো মাথায় টুপি নেই। তিনি তখন টুপিটি খুলে জামার আস্তিনের মধ্যে রেখে দেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, সুফিদের কতক এমনও আছেন, যারা ওসওয়াসার দরুন মাত্রাতিরিক্ত কাপড় ব্যবহার করেন। তাই সে টয়লেটের জন্য এক কাপড় ব্যবহার করে, আর নামাজের জন্য অন্য কাপড় ব্যবহার করে।

অবশ্য এটা কোন আপত্তিকর বিষয় নয়, যদি তা খোদাভীতি কিংবা সুন্নাত হিসাবে করে থাকে।

জা'ফর তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আলী বিন হুসাইন তার পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন, হে বৎস! তুমি যদি টয়লেটের জন্য এক বিশেষ কাপড় গ্রহণ করতে তাহলে কতইনা উত্তম হতো। কেননা আমি দেখি যে, মাছি নাপাকির উপর পতিত হয়, অতঃপর তা উড়ে এসে কাপড়ে বসে, আর তুমি সে কাপড় পরেই মসজিদে গমন করো! তখন পুত্র বললো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবারাতো টয়লেট ও নামাজের জন্য একই কাপড় ব্যবহার করতেন। তখন তিনি আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেন।

আল্লামা ইবনুল জওযী (রহ.) বলেন, সুফিদের কতক এমনও আছেন যারা দুনিয়া বিমুখতার নিদর্শন স্বরূপ একটি কাপড়ই ব্যবহার করেন। এটা অবশ্য উত্তম, তবে যার সামর্থ রয়েছে সে যদি জুমা এবং ঈদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাপড় গ্রহণ করে তাহলে তা হবে শ্রেষ্ঠতর এবং উন্নততর।

عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال خطبنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم جمعة فقال "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوب مهنته"

ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন সালাম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক জুমআয় বলেছেন, তোমরা এ কেমন কাপড় পরিধান করেছো! যদি তোমরা পরিশ্রমের

কাপড় ব্যতীত জুমআর জন্য ভিন্ন কাপড় ক্রয় করতে তাহলে কতইনা উত্তম হতো।

عن أبي هريرة قال كان لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برد يمينه وإزار من نسج عمان فكان يلبسهما في يوم الجمعة ويوم العيد ثم يطويان.

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি ইয়ামেনী ডোড়া-কাটা পোশাক এবং ওমানের তৈরি লুঙ্গি ছিলো। তিনি এগুলো জুমা' ও ঈদের দিন পরিধান করতেন, অতঃপর তা সারা বছর গুটিয়ে রাখতেন।

কারামাত সদৃশ বিষয় দ্বারা দ্বীনদার লোকদেরকে শয়তান কর্তৃক নেক সুরতে ধোঁকা দানের বিবরণ

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান স্বল্পতা অনুপাতেই শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়ার সুযোগ গ্রহণ করে। তাই মানুষের জ্ঞান যখন হ্রাস পায় শয়তানের ধোঁকা দানের সুযোগও তখন বৃদ্ধি পায়, আর মানুষের জ্ঞান যখন বৃদ্ধি পায় শয়তানের ধোঁকা দানের সুযোগও তখন হ্রাস পায়।

আবেদদের কতক এমনও আছে, যারা আকাশে আলো অথবা নূর দেখতে পায়। যদি দেখার বিষয়টি রমযানে সঙ্ঘটিত হয় তাহলে সে বলে, আমি লাইলাতুল কদর দেখেছি, আর যদি তা রমযানের বাহিরে হয় তাহলে সে বলে, আমার জন্যতো আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়েছে। আবার কখনো তার কাঙ্খিত বিষয় আকস্মিকভাবে অর্জিত হয়, ফলে সে তা কারামত মনে করে। তাই ভালোভাবে জেনে রাখুন যে, এসব বিষয় কখনো হয় আকস্মিকভাবে, কখনো হয় পরীক্ষামূলক, আবার কখনো হয় শয়তান কর্তৃক প্ররোচনা। তবে যারা বুদ্ধিমান তারা এর কোনটাতেই মুগ্ধ হয়না, যদিও তা কারামত হোক।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মালেক বিন দীনার ও হাবীব আজমী (রহ.) বলেছেন, শয়তান আবেদদের নিয়ে সেভাবে খেলা করে যেভাবে

শিশুরা আখরোট নিয়ে খেলা করে।

কতক জাহেদের অবস্থা এমন, যারা গোমরাহির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়। তারা কারামত সদৃশ কিছু দেখলে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়, এমনকি এক পর্যায়ে নিজেকে সে নবী বলে দাবি করে।

আবদুর রহমান বিন হিসান বলেন, মিথ্যাবাদী হারেছ ছিলো দিমাশকের অধিবাসী এবং আবুল জাল্লাসের আযাদকৃত গোলাম। তার এক পিতা গুতাহ নামক স্থানে বসবাস করতেন। তিনি এমন আবেদ ও দুনিয়া বিমুখ ছিলেন যে, স্বর্ণ নির্মিত জুব্বা পরিধান করলেও তার মাঝে দুনিয়া বিমুখতার ছাপ পরিলক্ষিত হত। তিনি যখন আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন শুরু করতেন তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মনে হতো যে, তারা ইতিপূর্বে এমন প্রশংসাবাণী আর কখনো শুনেন নি। তবে সে ছিলো ইবলিছের ধোঁকায় মোহগ্রস্ত। যখন হারেছ তার পিতাকে লিখলো যে, হে আমার পিতা! আপনি যথা সম্ভব দ্রুততম সময়ে আমার নিকট আগমন করুন, কেননা স্বপ্নে এমন কিছু আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে যা শয়তান কর্তৃক হওয়ার বিষয়ে আমি শঙ্কিত। তখন পিতা তার গোমরাহির মাত্রা বৃদ্ধি করে লিখলেন, হে আমার পুত্র! তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছো তাতেই মনোনিবেশ করো।

কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

অর্থঃ শয়তান কাদের ঘাড়ে সওয়ার হয় আমি কি তোমাদের সে সংবাদ দিবো? শয়তান তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয় যারা পাপী ও মিথ্যাবাদী। আর তুমি তো পাপীও নও মিথ্যাবাদীও নও, সুতরাং যে বিষয়ে তুমি আদিষ্ট হয়েছো তা বাস্তবায়ন করো। সে মসজিদে গমন করে একে একে প্রত্যেক মুসল্লির নিকট গিয়ে তার বিষয়টি উল্লেখ করে এ প্রতিশ্রুতি নিত যে, যদি বিষয়টি তার মনোপুত হয় তাহলে সে গ্রহণ করবে, অন্যথায় নিজের কাছেই তা গোপন রাখবে। সে তাদেরকে এমন কিছু অবলোকন করাতো যা দেখতে মনোমুগ্ধকর। সে মসজিদের এক মার্বেল পাথরের নিকট গিয়ে স্ব-হস্তে তা খোদাই করে তা দ্বারা তসবীহ

জপতো। শীতকালে সে তার ভক্তদের গ্রীষ্মকালের ফল খাওয়াতো। সে তাদেরকে বলতো, তোমরা আমার সাথে বের হও, আমি তোমাদেরকে ফেরেশতা দেখাবো। তাদেরকে সে দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্তে অশ্বারোহী কিছু লোককে দেখিয়ে বলতো, এরাই ফেরেশতা। এসব দেখে বহু লোক তার অনুসারী হয়। এভাবে তার বিষয়টি ছড়িয়ে পড়লে অনুসারীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে যখন সে কাসেম বিন মুখাইমারার নিকট গিয়ে বললো, আমি নবুওয়াত লাভ করেছি; তখন কাসেম তাকে বললেন, হে আল্লাহর শত্রু! তুই মিথ্যা বলেছিস। কাসেমকে লক্ষ করে তখন আবু ইদরীস বললেন, তুমি যা করেছো তা কতইনা মন্দ। তুমি যদি তার সাথে কোমল আচরণ করতে তাহলে তাকে পাকড়াও করা তোমার জন্য সহজতর হতো। সেতো এখন নিশ্চিত পলায়ন করবে। তিনি তখন মজলিস থেকে উঠে খলীফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের দরবারে উপস্থিত হয়ে মিথ্যাবাদী হারেছের বিষয়টি তাকে অবহিত করলে আবদুল মালেক তার সন্ধানে লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু হারেছের সন্ধানলাভ প্রেরিত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। এদিকে হারেছ বাইতুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হয়ে সেখানে আত্মগোপন করে। হারেছের শিষ্যরা লোকালয়ে বিচরণ করে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সংগ্রহ করে হারেছের দরবারে উপস্থিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। বসরার অধিবাসী এক ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসে আগমন করলে শিষ্যবাহিনী তাকেও হারেছের দরবারে উপস্থিত করলে হারেছ আল্লাহর প্রশংসাজ্ঞাপন শুরু করে নিজের বিষয়ে অবগত করে বলে, আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। তখন বসরী বললো, আপনার কথাতো সুন্দর কিন্তু আমায় একটু এ বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ দিন। হারেছ বললো, আপনি অবশ্যই ভেবে দেখুন। বসরী তখন হারেছের দরবার ত্যাগ করে চলে আসার কিছুদিন পর পুনরায় তার দরবারে আগমন করলে হারেছ তার পূর্ব কথার পুনরাবৃত্তি ঘটালে বসরী বললো, নিঃসন্দেহে আপনার কথা বড় সুন্দর। আপনার প্রতিটি কথা মনের গহিনে রেখাপাত করে এক নতুন বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। তাই দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার প্রতি ঈমান এনে বলছি, এটাই সঠিক ধর্ম। বসরীর কথা হারেছের মনোপুত

হলে হারেছ তাকে বললো, আমার গোপন আস্তানায় প্রবেশকালে তুমি আমার দৃষ্টির আড়াল হবে না। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বসরী হারেছের প্রবেশ বাহির ও পলায়নের সকল পথ নির্ণয় করে হারেছের বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। কিছুদিন অতিবাহিত হলে বসরী হারেছকে বললো, আমাকে বসরায় যাওয়ার অনুমতি দিন, যেন সেখানে গিয়ে মানুষকে আপনার দিকে আহ্বানকারী প্রথম ব্যক্তি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনে ধন্য হই। বসরীর কথা হারেছকে অনুপ্রাণিত করলে হারেছ তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুমতি দেন। বসরী হারেছের দরবার থেকে বের হয়ে দ্রুত গতিতে আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এ সময় আবদুল মালেক সুনাইবারা নামক স্থানে অবস্থান করছিলো। বসরী আবদুল মালেকের তাঁবুর নিকটবর্তী এসে 'উপদেশ বাণী, উপদেশ বাণী' বলে চিৎকার করলে সেনা সদস্যরা বললো, তুমি কি উপদেশ নিয়ে এসেছো? বসরী বললো, আমি যে উপদেশ বাণী এনেছি তা একান্তভাবে খলীফাকেই বলতে হবে। তখন খলীফা আবদুল মালেক বসরীকে তার দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলে বসরী তথায় প্রবেশের পর খলীফার নিকট সেনা সদস্যদের উপস্থিতি লক্ষ করে চিৎকার দিয়ে বললো, 'উপদেশ বাণী, উপদেশ বাণী'। বসরীর আওয়াজ শ্রবণে খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উপদেশ বাণী নিয়ে এসেছো? বসরী বললো, আমাকে আপনার সাথে এমন নির্জনে কথা বলার সুযোগ দিন যেন আপনি ভিন্ন তা শ্রবণে অন্য কেউ সক্ষম না হয়। খলীফা গৃহে অবস্থানরত সকলকে বের করলে বসরী বললো, আমাকে আপনার নিকটবর্তী হবার সুযোগ দিন। খলীফা বললেন, তুমি আমার নিকটে আস। বসরী নিকটবর্তী হলে আবদুল মালেক খাটের উপর বসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কি আছে? বসরী বললো, হারেছের সংবাদ। বসরী হারেছের কথা উল্লেখ করতেই আবদুল মালেক খাট হতে লাফিয়ে যমীনে পড়ে বললেন, কোথায় সে? বসরী বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! সে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করছে। আমি তার প্রবেশ বাহিরের সকল পথ চিহ্নিত করেছি। বসরী হারেছের সাথে সাক্ষাৎ পরবর্তী ঘটনার যাবতীয় বিবৃতি খলীফার সামনে তুলে ধরলে খলীফা

বললেন, তুমি তার সাথী, তুমি বাইতুল মুকাদ্দাসের আমীর এবং এখানেও তুমি আমাদের আমীর। সুতরাং তুমি যা ভালো মনে করো তাই আমাদের আদেশ করো। বসরী তখন বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার সাথে আপনি এমন এক সম্প্রদায় প্রেরণ করুন যারা তাদের কথা বুঝতে সক্ষম নয়। খলীফা তখন ফারগানার চল্লিশ ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করে বললেন, তোমরা এ ব্যক্তির সাথে যাও, সে তোমাদের যে নির্দেশ করবে তা বাস্তবায়নে তোমরা তার অনুসরণ করো। অতঃপর খলীফা বাইতুল মুকাদ্দাসের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে পত্র মারফত নির্দেশ প্রদান করে বললেন, বসরী তার কার্যক্রম সমাপ্ত করার আগ পর্যন্ত তাকে তোমার উপর কর্তৃত্ব প্রদান করা হলো। সুতরাং যে বিষয়ের নির্দেশ সে তোমায় প্রদান করবে তা বাস্তবায়নে তার অনুসরণ করো। বসরী বাইতুল মুকাদ্দাসে আগমন করে খলীফার লিখিত চিঠি তথাকার আমীরের নিকট হস্তান্তর করলে আমীর বললেন, আপনি যা ভালো মনে করেন তাই আমাকে নির্দেশ করুন। বসরী বললো, আপনার সাধ্যানুযায়ী বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত সকল মোম আমার সামনে উপস্থিত করে প্রতিটি লোকের হাতে একটি করে মোম অর্পণ করে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিটি গলি ও কোনায় তাদেরকে বিন্যস্ত করুন। আমি যখন বলবো, তোমরা মোম প্রজ্বালন করো তখন সকলেই তা এক সাথে প্রজ্বলিত করবে। আমীর প্রত্যেককে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিটি গলি ও কোনায় মোমসহ বিন্যস্ত করলে বসরী হারেছের গৃহে প্রবেশের উদ্দেশ্যে দরজার সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রহরীকে বললো, আমি আল্লাহর নবীর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি কামনা করছি। প্রহরী বললো, এ মুহূর্তে সাক্ষাৎ লাভের অনুমতি কোনভাবেই সম্ভব নয়। আপনি বরং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। বসরী বললো, আপনি তাকে এ বিষয়ে অবগত করুন যে, আমি তার সাক্ষাতের প্রতি অনুরক্ত হয়েই পুনরায় তার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। প্রহরী হারেছের দরবারে প্রবেশ করে তাকে বসরীর কথা জানালে হারেছ দরজা খোলার নির্দেশ দেয়। বসরী তখন সজোরে চিৎকার দিয়ে বললো, তোমরা মোম প্রজ্বালন করো। মোম প্রজ্বালনের পর বাইতুল মুকাদ্দাস দিবসের রূপ ধারণ

করলে বসরী বললো, তোমাদের পাশ দিয়ে যে কেউ অতিক্রম করলে তোমরা তাকে বেঁধে ফেলো। বসরী হারেসের আস্তানায় প্রবেশ করে হারেছকে না পেলে তার শিষ্যরা বললো, অসম্ভব; তোমরা আল্লাহর নবীকে হত্যা করতে চাও! তাকে তো আল্লাহ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর বসরী এমন এক সুড়ঙ্গে হারেছের অনুসন্ধান করলো, যাকে সে পলায়নের রাস্তা হিসাবে তৈরি করেছে। বসরী সুরঙ্গে হাত প্রবেশ করাতেই হারেছের কাপড়ে বছরীর হাত পড়লে হারেছের কাপড় টেনে বাহিরে তাকে নিক্ষেপ করে ফারগানীদের বললো, তোমরা তাকে বেঁধে ফেলো। তারা হারেছকে বেঁধে ডাক বিভাগের বাহনে চড়িয়ে আবদুল মালেকের নিকট নিয়ে চললে হারেছ বললো, তোমরা কি এমন লোককে হত্যা করতে চাও যে বলে যে, আল্লাহ আমার প্রতিপালক! তখন ফারগানীদের একজন বললো, এরা সবাই অনারবী, আর এটাই আমাদের কারামত, সুতরাং তুই তোর কারামত উপস্থিত কর। তারা হারেছকে নিয়ে আবদুল মালেকের নিকট উপস্থিত হলে আবদুল মালেক তাকে একটি কাঠের সাথে বেঁধে শুলিতে চড়ানোর নির্দেশ দেন। শুলিতে চড়ানোর পর এক লোককে বর্শা দ্বারা আঘাত হানার নির্দেশ দিলে বর্শা তার পাঁজরের হাড় ভেদ করে পিছন দিকে বেরিয়ে এলে লোকেরা চিৎকার করে বলতে লাগলো, নবীদের দেহে অস্ত্র প্রবেশ কোনভাবেই সম্ভব নয়। মুসলমানদের এক ব্যক্তি এ দৃশ্য অবলোকনের পর বর্শা হাতে পদব্রজে তার দিকে এগিয়ে এসে তার পাঁজর বরাবর দাঁড়িয়ে বর্শার আঘাতে পাঁজর এফোঁর-ওফোঁর করে তার প্রাণবায়ু উড়িয়ে দেয়।

ওলীদ বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছলো যে, খালেদ বিন ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি যদি ঘটনার সময় উপস্থিত থাকতাম তাহলে তাকে হত্যার নির্দেশ আমি তোমায় দিতাম না। আবদুল মালেক মন্তব্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে খালেদ বলেন, এটা ছিলো তার অন্ধ বিশ্বাস, তাকে তুমি কিছুকাল অনাহারে রাখলে তার এ বিশ্বাস বিদূরিত হতো।

আবু রাবী অতীত ওলামাদের সান্নিধ্যলাভে ধন্য এক শায়খ থেকে বর্ণনা করে বলেন, যখন হারেছকে ডাক বিভাগের বাহনে চড়ানো হলো এবং তার

ঘারে লোহাড় বেড়ি পড়ানো হলো, আর হাতদ্বয়কে গ্রীবার সাথে বাঁধা হলো তখন সে বাইতুল মুকাদ্দাসের গিড়িপথের দিকে তাকিয়ে পড়লো,

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي

অর্থঃ নবী হে! আপনি বলুন, যদি আমি পথ ভ্রষ্ট হই তাহলে তো নিজের ক্ষতি নিজেই সাধন করলাম, আর যদি হেদায়েতলাভে ধন্য হই তাহলে তা আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহা অনুপ্রেরণা।

আয়াত তেলাওয়াতের পর লোহার বেড়ি তার হাত থেকে যমীনে পড়ে যায় এবং তার গর্দানও যমীনে লুটিয়ে পড়ে। তখন তার পাহাড়ায় নিযুক্ত প্রহরীরা তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে লোহার বেড়ি পুনরায় তার ঘাড়ে পরিয়ে তাকে নিয়ে চলতে থাকে। তারা যখন অন্য এক গিড়িপথে উপনীত হয় তখন হারেছ উক্ত আয়াতটি পুনরায় তেলাওয়াত করে। লোহার বেড়িটি তখন যমীনে পতিত হয়ে হারেছের গর্দানও যমীনে লুটিয়ে পড়ে । প্রহরীরা তখন বেড়িটি পুনরায় তার গর্দানে পড়িয়ে দেয়।

তারা যখন আবদুল মালেকের দরবারে উপস্থিত হয় তখন আবদুল মালেক তাকে বন্দি করার নির্দেশ দিয়ে ফিকহ ও ইলমের অধিকারী ব্যক্তিদের বলেন, আপনারা তাকে নসীহত করুন, তার দীলে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করুন এবং তাকে একথা জানিয়ে দিন যে, তুমি যা করছো তা শয়তানের পক্ষ হতে প্ররোচনা। তখন সে নসীহত গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তাকে শুলিতে চড়িয়ে না ফেরার দেশে পাঠানো হয়।

কারামত সদৃশ বিষয়ে কত মানুষ যে প্রতারিত হয়েছে তার হিসাব মেলা ভার। আবু ইমরান বলেন, আমাকে ফারকাদ বললো হে আবু ইমরান! আমি আজ ভোরে আমার হারিয়ে যাওয়া ছয় দেরহাম নিয়ে এ ভেবে চিন্তিত ছিলাম যে, নতুন চাঁদ উঠেছে অথচ আমার নিকট কোন দেরহাম নেই। তাই আল্লাহর নিকট দোয়া করে নদীর তীর ঘেষে হাঁটছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমার সামনে ছয়টি দেরহাম পড়ে আছে। আমি তা উঠিয়ে ওজন করে দেখি তা সঠিক ছয় দেরহাম পরিমাণ। তখন আবু ইমরান বললেন, তুমি তা সদকা করে দাও, কেননা তা তোমার নয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এই আবু ইমরান হলেন ইবরাহিম নাখঈ, আর তিনি ছিলেন কুফা নগরীর ফকীহ। সুতরাং লক্ষ করুন ফকীহদের কথা এবং প্রতারিত হওয়া থেকে তাদের দূরে অবস্থানের প্রতি, আর কিভাবে তিনি সংবাদ দিলেন যে, তা লুকতা (কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু), অথচ কারামত সদৃশ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে শরীয়তের বিধান বাতলে দিলেন।

আর তিনি তা মানুষকে অবহিত করার নির্দেশ না দেয়ার কারণ হলো, কুফা বাসীদের মাযহাব অনুযায়ী এক দীনারের কম মূল্যের বস্তু অবহিত করা আবশ্যক নয়।

ইবরাহিম খুরাসানী বলেন, আমি একদা ওজুর মুখাপেক্ষী হলে আকস্মাৎ আমার সামনে পানিভর্তি এক স্বর্ণের মগ ও রুপার মেসওয়াক দেখতে পাই, যার মাথা ছিলো রেশমের চেয়েও কোমল। আমি তখন মেসওয়াক দ্বারা দাঁত ঘসে ও পানি দ্বারা ওজু করে সেগুলো তথায় রেখে সেখান থেকে চলে আসি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ ঘটনা বর্ণনায় এমন রাবী রয়েছেন যার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। আর যদি ঘটনাটি বিশুদ্ধ হয় তাহলে তা খোরাসানীর জ্ঞান স্বল্পতার উপর দালালত করে। কেননা সে যদি ফিকাহ বুঝতো তাহলে সে জানতো যে, রুপার মেসওয়াক ব্যবহার করা বৈধ নয়। কিন্তু জ্ঞান স্বল্পতার কারণেই সে তা ব্যবহার করেছে। আর যদি কেউ তা কারামত মনে করে তাহলে আল্লাহর কসম; যার ব্যবহার আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন তার মাধ্যমে তিনি কারামত সঙ্ঘটিত করেন না। তবে পরীক্ষামূলক যদি কারো সামনে তা প্রকাশ করেন তাহলে তা ভিন্ন কথা।

ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ বিন আবুল ফযল হামদানী বর্ণনা করেন, আমার বাবা আমার নিকট বর্ণনা করে বলেন, সারমাকানী ইবনে আলাফকে হাদীস শুনাতো। সে মসজিদের পাশে কোন এক রুমে অবস্থান করতো। ঘটনাক্রমে ইবনে আলাফ কোন একদিন সারমাকানীর অনাহারকালিন সময়ে দেখলো, সে দজলায় নেমে লেটুস গাছের কাঁচা শাক ভক্ষণ করছে। এ দৃশ্য ইবনে আলাফকে কষ্ট দিলে তিনি

মসজিদের সভাপতিকে ইবনে আলাফের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেন। সভাপতি সাহেব মসজিদের নিকটবর্তী এক যুবককে সারমাকানীর অবগতি ছাড়াই সারমাকানীর অবস্থানরত কক্ষের তালার জন্য একটি চাবি তৈরির নির্দেশ দেন। যুবক তা তৈরি করলে সভাপতি সাহেব প্রতিদিন তিন রেতেল পরিমাণ আটার রুটি, একটি ভুনা মোরগ ও মিষ্টি হালুয়া সারমাকানীর কক্ষে পৌঁছে দেয়ার জন্য যুবককে নির্দেশ দেন। সভাপতির নির্দেশ মোতাবেক যুবক তা নিয়মিত পৌঁছে দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে। খানা পৌঁছে দেয়ার প্রথম দিন আবদ্ধ ঘরের কিবলা বরাবর এসব খাবার নিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সারমাকানী বিস্মিত হয়ে মনে মনে বললো, নিশ্চয় এসব খাবার জান্নাত থেকে এসেছে। তাই বিষয়টি কারো নিকট না বর্ণনা করে গোপন রাখা আবশ্যক। কেননা কারামতের শর্তই হলো তা গোপন রাখা।

কিছুদিন পর তার অবস্থা স্বাভাবিক ও দেহ নাদুসনুদুস হলে জানা থাকা সত্ত্বেও উপহাসের উদ্দেশ্যে ইবনে আলা সারমাকানীকে সাস্থ্যোন্নতির কারণ জিজ্ঞেস করলে সে অস্পষ্ট ভাষায় ইঙ্গিতবাচক উত্তর দেয়। কিন্তু ইবনে আলা এ বিষয়ে বারবার স্পষ্টভাবে জানতে চাইলে সে তাকে বলে, আমি মসজিদে যে খাবার নিয়মিত পাই তা আমার কারামত, যেহেতু আবদ্ধ ঘরে খানা পৌঁছানোর ক্ষমতা কোন মাখলুকের নেই। তখন ইবনে আলা তাকে লক্ষ করে বললো, তোমার কর্তব্য হলো ইবনে মাসলামার জন্য দোয়া করা, কেননা তোমার ঘরে খানা পৌঁছে দেয়ার কাজ নিয়মিতভাবে সেই আঞ্জাম দিয়েছে। ইবনে আলার এ সংবাদে তার জীবিকা বাঁধাগ্রস্ত হলো এবং মানসিকভাবে ভেঙ্গে পরার আলামতসমূহ তার মাঝে স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হলো।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, জ্ঞানীরা যখন শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে পারলো, তখন তারা এমন সব বিষয় থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলো, যা বাহ্যত কারামত। অথচ এতদসত্ত্বেও তারা তা শয়তান কর্তৃক সঙ্ঘটিত হওয়ার ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলো।

আবু তাইব বলেন, আমি যাহরুনকে বলতে শুনেছি, আমার সাথে পাখিরা কথা বলেছে। ঘটনাটি এমন, আমি একদা মরুভূমিতে পথ

হারিয়ে ফেলেছি। তখন আমি একটি সাদা পাখির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমাকে লক্ষ করে সে বললো, হে যাহরুন! তুমিতো পথ হারিয়ে ফেলেছো। আমি তখন বললাম, হে শয়তান! তুই আমাকে ভিন্ন অন্য কাউকে ধোঁকা দে। তখন সে আমাকে পুনরায় বললো, তুমিতো পথ হারিয়ে ফেলেছো। আমি তখন বললাম, হে শয়তান! তুই আমাকে ভিন্ন অন্য কাউকে ধোঁকা দে। তৃতীয়বার সে আমার ঘারে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, আমি শয়তান নই; আমাকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। অতঃপর সে আমার দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে যায়।

মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন আমর বলেন, আমার নিকট যুলফা বর্ণনা করে বলেন, আমি রাবিয়া আদাবীকে বললাম, হে ফুফু! আপনি কেন মানুষকে আপনার গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেন না? তিনি উত্তরে বলেন, মানুষের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হয় যে, তারা যদি আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহলে তারা আমার থেকে এমন কিছু বর্ণনা করবে যা আমি করি নি।

কুরশী বলেন, অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাবিয়া আদাবী বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, লোকেরা আমার ব্যাপারে বলাবলি করে, আমি নাকি জায়নামাজের নিচে দিরহাম পাই এবং আগুন ছাড়াই ডেক আমার জন্য খাবার তৈরি করে। আমি যদি এমনটি দেখতাম তাহলে তা দর্শনে আমি আতঙ্কিত হতাম। যুলফা বলেন, আমি ফুফুকে বললাম, লোকেরাতো আপনার ব্যাপারে আরো বাড়িয়ে বলে। তারা বলে যে, রাবিয়া বিনা মাধ্যমেই তার গৃহে খাবার পানীয় পেয়ে থাকে। আচ্ছা; আপনি কি আসলেই তা পেয়ে থাকেন? তিনি উত্তরে বলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী! আমি যদি এমন কিছু আমার গৃহে পেতাম তাহলে আমি তা না স্পর্শ করতাম না হাত দিয়ে তা ধরে দেখতাম।

মুহাম্মদ বিন আমর বলেন, আমাকে রাবিয়া বলেছেন, এক শীতের সকালে রোযা রাখাবস্থায় গরম খাবার দ্বারা ইফতার করার চাহিদা আমার মনে জাগ্রত হলো। ঘটনাক্রমে আমার নিকট কিছু চর্বি ছিলো। তাই মনে মনে বললাম, যদি আমার নিকট পিয়াজ কিংবা পিয়াজ জাতীয় সবজি থাকতো তাহলে আমি তা ভাজি করতাম। ইত্যবসরে এক চড়ুই মুখে এক পিয়াজ নিয়ে তুরপুনের উপর বসলো। আমি বিষয়টি

অবলোকনের পর তা শয়তান কর্তৃক সঙ্ঘটিত হওয়ার আশঙ্কায় আমার মনের ইচ্ছা পরিহার করলাম।

বিশুদ্ধ সনদে মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ বলেন, লোকেরা ওহাইবকে জান্নাতবাসী মনে করতো। ওহাইবের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, এটাও শয়তান কর্তৃক প্ররোচনা।

আবু ওছমান নিশাপুরী বলেন, আমরা ওস্তাদ আবু হাফস নিশাপুরীর সাথে দলবদ্ধ হয়ে নিছাপুরের বাহিরে ভ্রমণকালে কোন এক স্থানে বসলে শায়খ আমাদেরকে এমন নসীহত করলেন, যাতে আমাদের মন আনন্দিত হলো। হঠাৎ আমরা তাকিয়ে দেখি, একটি হরিণ পাহাড় থেকে নেমে শায়খের সামনে বসলে বিষয়টি শায়খকে ভীষণ কাঁদায়। শায়খ শান্ত হলে আমরা তাকে বললাম, হে আমাদের প্রিয় উস্তাদ! আপনি আমাদেরকে নসীহত করলেন, ফলে আমাদের মন আনন্দিত হলো, আর যখন এই বন্য হরিণ এসে আপনার সামনে বসলো তখন তা আপনাকে অস্থির ও চোখের পানি প্রবাহিত করলো। তখন শায়খ বললেন, হাঁ; আমি তোমাদেরকে আমার চতুর্দিকে সমবেত হওয়া এবং তোমাদের মন আনন্দিত হওয়ার বিষয়টি লক্ষ করলে আমার মনে এ চিন্তার উদ্রেক হলো যে, যদি একটি বকরী জবেহ করে আমি তোমাদেরকে দাওয়াত করতে সক্ষম হতাম তাহলে বড়ই ভালো হত। আমার এ চিন্তা শেষ না হতেই হরিণটি এসে আমার সামনে বসলে আমার মনে এ ধারণার উদ্রেক হয় যে, আমি তো ফেরাউনের মতো হয়ে গেলাম, যে তার প্রভুর নিকট নীলনদ প্রবাহের প্রার্থনা জানালে তিনি তা প্রবাহিত করেন। তাই আমার আশঙ্কা হয় যে, না জানি আল্লাহ আমার সকল অংশ দুনিয়াতেই দিয়ে দেন, আর আখেরাতে আমার পুনরুত্থান হয় এমনভাবে যে, আমি কোন কিছুর মালিক নই। মূলতঃ এই বিষয়টিই আমার অস্থিরতার কারণ।

ইবলিছ পরবর্তী এক সম্প্রদায়ের উপর ধোঁকার জাল ছড়িয়ে দেয়। ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের বিষয় ও দাবির সমর্থনে আউলিয়াদের কারামত সম্বলিত ঘটনা তৈরি করে। অথচ হকের সমর্থনে বাতিলের

সংমিশ্রণ নিষ্প্রয়োজন। তাই আল্লাহ আহলে ইলম ওলামাদের মাধ্যমে তাদের বিষয়াবলির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

আহমদ বিন আবদুল্লাহ আদামী তার পিতার সূত্রে, আর তিনি আমর বিন ওয়াসেলের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমাকে সাহল বিন আবদুল্লাহ বলেছেন, আমি মক্কার পথে এক ওলী ব্যক্তির সাথী হয়েছি। পথে একাধারে তিনদিন তিনি অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এক মসজিদে আশ্রয় নিয়ে দেখেন সেখানে এক কুয়া, কুয়া থেকে পানি উঠানোর চরকি, রশি, বালতি ও ওজুর লোটা রয়েছে। আর কুপের নিকটে ছিলো এক ফলহীন ডালিম গাছ। তিনি মসজিদে মাগরিব পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। যখন মাগরিবের সময় ঘনিয়ে আসে তখন আকস্মাৎ গায়ে পশমী পোশাক ও পায়ে খেজুর পাতার জুতা পরিহিত চল্লিশ ব্যক্তি ছালাম দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে, আর তাদেরই একজন আজান-একামতের পর সামনে এগিয়ে সকলকে নিয়ে নামাজ পড়ে। নামাজান্তে সকলে ডালিম গাছের নিকট উপনীত হলে আকস্মাৎ গাছে উৎকৃষ্টমানের চল্লিশটি ডালিম দৃষ্টিগোচর হয়। তখন প্রত্যেকেই একটি করে ডালিম নিয়ে যার যার গন্তব্যে চলে যায়। অথচ এদিকে অভাবের হালতেই আমি রাত্রি যাপন করি। যখন পরের দিন গতকালের ডালিম গ্রহণের সময় উপস্থিত হলো তখন সকলে একসাথে আগমন করে পূর্ব নিয়মে নামাজ সমাপ্তির পর ডালিম গ্রহণ করলে আমি বললাম, হে সম্প্রদায়ের লোকেরা! আমি তোমাদেরই মুসলিম ভাই। আমি ভীষণ অভাবের দিন অতিবাহন করছি। অথচ তোমরা না আমার সাথে কথা বলছো না আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছো। তখন তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বললো, যে নিজের সাথে মাল লুকিয়ে রাখে আমরা তার সাথে কথা বলি না। সুতরাং তুমি গিয়ে তোমার সাথে বিদ্যমান সমুদায় মাল এই পাহাড়ের পিছন দিয়ে উপত্যকায় নিক্ষেপ করে আমাদের নিকট ফিরে এলে আমরা যা অর্জন করেছি তুমিও তা অর্জন করবে। আমি তখন পাহাড়ে আরোহণ করলে আমার সাথে বিদ্যমান মাল নিক্ষেপ করতে আমার মন সায় দিলো না। তাই আমি তা মাটির নিচে পুঁতে রেখে তাদের নিকট ফিরে এলে নেতা মহোদয় আমাকে

বললেন, তুমি কি তোমার মাল নিক্ষেপ করেছো? আমি উত্তরে হাঁ বললে তিনি বললেন, তুমি কি তাহলে কিছু দেখেছো? আমি উত্তরে না বললে তিনি বললেন, তাহলেতো তুমি কিছুই নিক্ষেপ করো নি। সুতরাং তুমি ফিরে গিয়ে তোমার সাথে অবস্থিত সকল মাল উপত্যকায় নিক্ষেপ করো। আমি তখন ফিরে এসে তার কথা মতো কাজ করলে হঠাৎ মোতির ন্যায় বেলায়েতের নূর আমাকে আচ্ছাদিত করে। অতঃপর পুনরায় সেই গাছের নিকট ফিরে এসে তাতে এক ডালিম দেখতে পেয়ে তা ভক্ষণ করে ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ করি। অতঃপর মক্কায় পৌঁছলে যমযম ও মাকামে ইবরাহিমের মাঝে সেই চল্লিশজনের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তারা সকলেই আমার দিকে এগিয়ে এসে সালাম প্রদানের পর আমার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চায়। আমি উত্তরে বললাম, আমি শেষ পর্যন্ত তোমাদের ও তোমাদের কথা হইতে প্রয়োজনমাক্ত হয়েছি, যেভাবে প্রথমদিকে আল্লাহ তোমাদেরকে আমার কথা হইতে প্রয়োজনমুক্ত করেছেন। সুতরাং আমার মাঝে এখন আল্লাহ ভিন্ন আর কারো স্থান নেই।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ঘটনাটির বর্ণনাকারী আমর বিন ওয়াসেলকে ইবনে হাতেম দুর্বল প্রমাণিত করেছেন, আর আদামী ও তার পিতা অপরিচিত বর্ণনাকারী। তদুপরি ঘটনার বর্ণনাধারাও প্রমাণ করে যে, ঘটনাটি বানোয়াট। কেননা উল্লেখিত ওলীরা বলেছেন, তুমি তোমার সাথে বিদ্যমান মালসমূহ নিক্ষেপ করো, অথচ শরীয়ত মাল নষ্ট করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আর আল্লাহর অলীদের থেকে শরীয়ত বিরুদ্ধ আচরণ প্রকাশ পাবে – এটাতো অসম্ভব বিষয়!

আর তিনি যে বলেছেন, আমাকে বিলায়াতের নূর আচ্ছাদিত করেছে – এটাতো এক বানোয়াট বর্ণনা এবং ভিত্তিহীন আলোচনা। যার অন্তরে ইলমের ঘ্রাণ প্রবেশ করেছে সে এমন আলোচনায় প্রতারিত হয়না। এমন আলোচনায় কেবল ঐ মূর্খ প্রতারিত হয়, যে অন্তর্দৃষ্টির মূল্যবান দৌলত হতে বঞ্চিত।

আবু হানীফা বাগদাদী বলেন, আমাকে আবদুল আযীয বাগদাদী বলেছেন, আমি সুফিদের ঘটনাবলীর বিষয়ে চিন্তা করছিলাম। তখন

ছাদে আরোহণ করলে হঠাৎ একজনকে বলতে শুনলাম, وهو يتولى الصالحين তিনি (আল্লাহ তায়ালা) নেককারদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন পিছে তাকিয়ে কাউকে না দেখে নিজেকে ছাদ থেকে নিক্ষেপ করে দেখি আমি শূন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এটা এমন অসম্ভব মিথ্যা, যে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ কোন জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়।

যদি ঘটনার সত্যতা মেনেও নেই, তবেতো শরীয়তের বিধান হলো, নিজেকে ছাদ থেকে নিক্ষেপ করা শরীয়তে হারাম।

আর আল্লাহর ব্যাপারে এ ধারণা সে কিভাবে করলো যে, আল্লাহ নিষিদ্ধ কার্য সম্পাদনকারীর দায়িত্ব নিবেন! অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা।

আর সে নেককারই কিভাবে হলো, অথচ সে তার রবের বিরুদ্ধাচরণ করে! কিংবা তাকেইবা এ সংবাদ কে দিলো যে, সে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত! অথচ ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, শয়তান যখন ঈছা আলাইহিস সালামকে বললো, আপনি নিজেকে পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করুন; তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দাদের পরীক্ষা করবেন, কিন্তু বান্দার জন্য সমীচীন নয় যে, সে আল্লাহকে পরীক্ষা করবে।

সুফিদের মাঝে এমন কিছু লোকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যারা তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করেছে। তারা কারামাত ও তার দাবিতে অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছে। তারা জনসাধারণের সামনে নিজেদের উদ্ভাবিত এমন অলৌকিক বিষয়াবলি উপস্থাপন করেছে, যা দ্বারা তাদের অন্তর তারা শিকার করেছে।

হাল্লাজের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, সে রাতের আঁধারে যমীনের কোন এক স্থানে রুটি, ভুনা গোস্ত ও হালুয়া মাটি চাপা দিয়ে তার কোন এক শিষ্যকে সে ব্যাপারে অবগত করতো। যখন ভোরের আলো উদ্ভাসিত

হতো তখন সে তার শিষ্যদের বলতো, তোমাদের ইচ্ছে হলে আমার সাথে কিছুদূর ভ্রমণ করতে পারো। যখন সে এ কথা বলে রওয়ানা হতো তখন শিষ্যরাও তার সাথে পথ চলতো। তারা হাল্লাজের খাদ্য লুকিয়ে রাখার স্থানে উপস্থিত হলে হাল্লাজের অবগত শিষ্য বলতো, আমরা রুটি, ভুনা গোস্ত ও হালুয়া খেতে চাই। তখন হাল্লাজ তাদেরকে রেখে উক্ত স্থানে উপনীত হয়ে দু'রাকআত নামাজ পড়ে তাদের নিকট সেই খাবার নিয়ে উপস্থিত হত। সে নিজেকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী প্রমাণ করতে শূন্যে হাত প্রসারিত করে মানুষের হাতে দীনার-দেরহাম ছড়িয়ে দিত। একদিন উপস্থিত জনতার কেউ তাকে বললো, এসব দেরহামতো পরিচিত, আপনি যদি আমাদেরকে এমন দেরহাম দিতে পারেন যাতে আপনার ও আপনার পিতার নাম অঙ্কিত রয়েছে তাহলে আমি আপনার প্রতি ঈমান আনবো। কিন্তু বড়ই পরিতাপের? বিষয় যে, শুলিতে চড়ে নিহত হওয়া পর্যন্ত সে এই অলৌকিকতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে।

আমর বিন হায়াত বলেন, যখন হাল্লাজকে হত্যার উদ্দেশ্যে বের করা হয় তখন লোকদের সাথে আমিও চলছিলাম। আমি ভিড় ঠেলে সামনে অগ্রসর হয়ে দেখতে পাই যে, হাল্লাজ তার সাথীদের বলছে, আমার বিষয়টি যেন তোমাদের ভীত না করে। কেননা আমি ত্রিশ দিন পর তোমাদের নিকট অবশ্যই ফিরে আসবো। অবশ্য হাল্লাজের হত্যার বিষয়টি তৎকালিন ফুকাহাদের ফতোয়া অনুসারেই হয়েছিলো।

পরবর্তীকালিন কিছু লোকের অবস্থা এমন ছিলো, তারা গায়ে জিরজির তেল লেপন করে চুলার আগুনে উপবেশন করে মানুষের সামনে প্রকাশ করতো যে, তারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলেই আগুন তাদের দেহ স্পর্শ করে না।

শয়তান কর্তৃক সাধারণ মানুষকে নেক সুরতে ধোঁকাদানের বিবরণ

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা অনুপাতেই শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকার প্রক্রিয়া

শক্তিশালী হয়। সাধারণ মানুষকে শয়তান যে বিভ্রান্তির শিকার করেছে, ধোঁকার বেড়াজালে তাদের যে কিভাবে আবদ্ধ করেছে, তার সবটুকু উল্লেখ এখানে এক অসম্ভব বিষয়। এখানে ধোঁকার গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু উদাহরণ আমরা উল্লেখ করবো যা থেকে ধোঁকার এ জাতীয় প্রকারগুলো স্পষ্টরূপে ফুটে উঠবে। একমাত্র আল্লাহর নিকটই আমরা সে তাওফীক কামনা করছি।

শয়তান সাধারণ মানুষের নিকট এসে তাকে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর বিষয়ে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সে নিপতিত হয় সন্দেহের অতল গহ্বরে। এ বিষয়ের সংবাদ দানে সাহাবী আবু হুরাইরা (রাযি.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেছেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تسألون حتى تقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله" قال أبو هريرة فوالله اني لجالس يوما إذ قال لي رجل من أهل العراق هذا الله خلقنا فمن خلق الله قال أبو هريرة فجعلت أصبعي في أذني ثم صحت صدق رسول الله الله الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা আল্লাহর বিষয়ে জিজ্ঞেস করার এক পর্যায়ে বলবে, আচ্ছা; আল্লাহতো আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি কে করেছেন? হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম; আমি একদিন উপবিষ্ট ছিলাম, হঠাৎ ইরাকী এক লোক আমাকে বললো, আচ্ছা; আল্লাহতো আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি কে করেছেন? হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আমি তখন আঙ্গুল দিয়ে আমার কান চেপে ধরে চিৎকার করে বললাম, আল্লাহর রাসুল সত্য বলেছেন, আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, আল্লাহ কাউকে জন্ম দেন নি, কারো থেকে জন্ম নেন নি এবং তার সমকক্ষ আর কেউ নেই।

অন্য সনদে আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن عائشة قالت قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ان الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك فيقول من خلق السموات والأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فاذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله".

তোমাদের কারো কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শয়তান অবশ্যই বলবে, কে তোমাকে সৃষ্টি করেছে, আর কে আসমান যমীন সৃষ্টি করেছে? তখন উত্তরে সে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ। শয়তান পুনরায় তখন জিজ্ঞেস করবে, তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি কে করেছে? তোমাদের কারো মনে এ সংশয় যদি জাগ্রত হয় তাহলে সে যেন বলে, আমি আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, মানুষের অনুভূতি শক্তি তাকে কাবু করার কারণেই সে এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। কেননা সে দেখছে যে, পৃথিবীতে যা কিছু সঙ্ঘটিত হচ্ছে তা যে কোন মাধ্যমেই হচ্ছে। এমন মূর্খ সাধারণের দেখা পেলে তাকে এ কথাই বলা, তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ্ সময়কে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তা কোন সময়ে নয়, স্থানকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তা কোন স্থানে নয়। যেহেতু এ যমীন ও তার মাঝে যা কিছু রয়েছে তা কোন স্থানে নয় এবং তার নিচেও কিছু নেই, অথচ তোমার অনুভূতি শক্তি তা মানতে অপ্রস্তুত। কেননা এটাইতো স্বভাবিক যে, প্রত্যেক বস্তুই কোন না কোন স্থানে সম্পৃক্ত হবে। যদি তার এ বিষয়টি বুঝে আসে তাহলে সে অনুভূতি শক্তির প্রয়োগ এমন ক্ষেত্রে করবে না যা সকল অনুভূতির উর্ধ্বে। তুমি তোমার বিবেকের সাথে পরামর্শ করো, তাহলে নিরাপদ পরামর্শ তার থেকেই পেয়ে যাবে।

সাধারণ লোকদের শয়তান কখোনো ধোঁকা দেয় স্বদলপ্রীতির দৃষ্টিকোন থেকে

আপনি দেখবেন, সাধারণ লোক এমন বিষয়ে অন্যকে অভিসম্পাত ও বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে যে বিষয়ের বাস্তব জ্ঞান তার মোটেও নেই।

তাদের কতক স্বদলপ্রীতির ভিত্তিতে শুধুমাত্র আবুবকরকেই (রাযি.) প্রধান্য দেয়, আর কতক প্রাধান্য দেয় হযরত আলীকে (রাযি.)। আর অতীতে এসব বিষয়ের বাড়াবাড়ির ভিত্তিতে কত যুদ্ধই না সঙ্ঘটিত হয়েছে। কুফা ও বসরায় বছরের পর বছর হত্যা ও সম্পদ ধ্বংসের কত ঘটনাইতো অতিবাহিত হয়েছে।

এসব বিষয়ে যারা বাদানুবাদে লিপ্ত হয় আপনি তাদের অধিকাংশকেই দেখবেন যে, তারা রেশমী বস্ত্র পরিধান করছে, মদ পানে লিপ্ত হচ্ছে এবং মানুষ হত্যায় জড়িয়ে পরছে। অথচ আবু বকর ও আলী (রাযি.) ছিলেন এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

কখনো কখনো সাধারণ লোকদের মনে এক প্রকার উপলব্ধি কাজ করে, ফলে শয়তান তাকে প্ররোচনা দেয় স্বীয় প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচরণের প্রতি। তাদের কেউ স্বীয় প্রতিপালককে লক্ষ করে বলে, এ তোমার কেমন ফায়সালা, কিংবা বলে, এ কেমন শাস্তির সম্মুখীন তুমি আমায় করলে!

তাদের কতক এমনও বলে, আল্লাহ্ কেন খোদভীরুদের রুটি-রুজির পথ এত সংকীর্ণ করলেন, আর কেনইবা খোদাদ্রোহীদের সামনে উন্মোচন করলেন আয়-রোজগারের অজস্র পথ!

তাদের এক দলের অবস্থাতো এমন, যারা নেয়মত লাভে কৃতজ্ঞ হয়, আর যখন খোদায়ী পরীক্ষা এসে যায় তখন সে আল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়।

আর এক দলের অবস্থা এমন, যারা আল্লাহর রীতি-নীতি অপছন্দ করে বলে, এসব দেহকে সৃষ্টির পর ধ্বংসের মাধ্যমে শাস্তি দেয়ার মাঝে আল্লাহর কি হেকমত নিহিত আছে!

যদি কোন খোদাদ্রোহী মুসলমানদের উপর বিজয়ী হয়, অথবা তাকে হত্যা কিংবা প্রহার করে তাহলে সাধারণ লোকদের কেউ বলে, যদি নামাজ রোজা আদায় করা সত্ত্বেও কাফেররা মুসলমানদের উপর জয়ী হয় তাহলে নামাজ রোযা আমাদের কী উপকারে আসলো! মূলতঃ ইলম ও ওলামাদের থেকে দূরে অবস্থানের কারণেই তাদেরকে শয়তান এরূপ

প্ররোচনা দানের সুযোগ পেয়েছে। তারা যদি এসব বিষয়ে আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা করতো তাহলে অবশ্যই তারা এ সংবাদ দিত যে, নিশ্চয় আল্লাহ মহা প্রজ্ঞাবান এবং সব কিছুর মালিকও তিনি, সুতরাং তার কোন কাজ হেকমত থেকে শূন্য নয়, তাই এসব বিষয়ে প্রশ্ন উথাপনের কোন কারণই থাকতে পারে না।

সাধারণ লোকদের কতক এমনও আছে, যারা নিজেদের বুঝ শক্তির উপরই সন্তুষ্ট। তাই তারা ওলামাদের বিরুদ্ধাচরণেও পিছপা হয় না। যদি ওলামাদের কথা-কাজ তাদের মত বিরুদ্ধ হয় তাহলে তাদের প্রতি উত্তর ও নিন্দা রটনায় তারা সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করে।

ইবলিস তাদেরকে নেক সুরতে ধোঁকা দানের আর এক পদ্ধতি হলো, সে তাদের নিকট আলেমের উপর জাহেদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে। ফলে দেশের সর্বাধিক মূর্খ লোকের গায়ে তারা যদি পশমী পোশাক দেখতে পায় তাহলে অবশ্যই তারা তার সম্মানে প্রধান ভূমিকা পালন করে। বিশেষতঃ যদি সে হাটার সময় মাথা নত করে, আর তাদের সামনে বিনয়ের ভান করে। এমন লোক দর্শনে তারা সমস্বরে বলে উঠে যে, এমন অবস্থার অধিকারী কি অমুক আলেম হতে পারবে? সে তো দুনিয়া অন্বেষণকারী, আর ইনি তো দুনিয়া বিমুখ। তিনি না ফল-মূল ও শাক-সবজি খান আর না বিবাহের মুখাপেক্ষী হন। তাদের মুখে এসব কথা প্রকাশ পাওয়ার একমাত্র কারণ – জাহেদের উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। এসব মূর্খদের উপর আল্লাহর নেয়ামতরাজির একটি এটাও যে, তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়েছে। কেননা তারা যদি দেখতো যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক পরিমাণে বিবাহ করছেন, মুরগির গোস্ত ভক্ষণ করছেন এবং হালুয়া ও মধু পছন্দ করছেন তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের অন্তরে পাওয়া যেত না।

ইবলিস তাদেরকে নেক সুরতে ধোঁকা দানের আরেক পদ্ধতি হলো, যদি ওলামায়ে কেরাম বৈধ জিনিস গ্রহণ করেন তাহলে তারা তাদের নিন্দা রটনায় লিপ্ত হয়, অথচ এটা এক জঘন্যতম মূর্খতা।

জাহেদদের প্রতি সাধারণ লোকদের মাত্রাতিরিক্ত মর্যাদাবোধ তাদের দাবি গ্রহণের প্রতি অনুপ্রাণিত করে, যদিও তাদের দাবি শরীয়ত পরিপন্থী হোক এবং শরীয়ত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করুক। আপনি দেখবেন, জাহেদদের লেবাসধারী কিছু ব্যক্তি সাধারণ লোককে বলে, তুমিতো গতকাল অমুক কাজ করেছো এবং অচিরেই তুমি অমুক বিষয়ের সম্মুখীন হবে। তখন মূর্খ সাধারণ লোক তার কথাকে সত্যায়ন করে বলে, এ ব্যক্তি মনের কথা বলতে পারে! অথচ এ মূর্খের জানা নেই যে, অদৃশ্য বিষয়ের দাবি করাও এক প্রকার কুফরী। অতঃপর তারা জাহেদদের লেবাসধারী এসব ধোঁকাবাজ থেকে এমন কিছু দেখতে পায় যা শরীয়তে বৈধ নয়। যেমনঃ- মহিলাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং নির্জন কক্ষে তাদের সাথে একান্তে অবস্থান। আর তারা এসব লেবাসদারী জাহেদদের সমর্থন হেতু তাদের কর্ম সমূহের নিন্দা করতেও প্রস্তুত নয়।

শয়তান সাধারণ লোকদের নেক সুরতে ধোঁকা দানের আর এক পদ্ধতি হলো, সে তাদেরকে গুনাহে লিপ্ত থাকার দুঃসাহস যোগায়। ফলে কেউ যদি এসব লোকদের মন্দ কাজের নিন্দা করে তাহলে তারা নাস্তিকদের ন্যায় কথা বলে।

তাদের কেউ বলে, আমাদের রব তো উদার, তার ক্ষমার দরজাও প্রশস্ত, আর ক্ষমার আশা করাতো ধর্মেরই অংশ বিশেষ। ফলে তারা ধোঁকায় নিমজ্জিত হওয়াকে আশা নামে অবিহিত করে। অথচ এই অন্ধ বিশ্বাসই অধিকাংশ লোককে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌছে দিয়েছে।

আবু আমর বিন আলা বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, ফারাজদাক এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট উপবেসন করলো, যারা আল্লাহর রহমত বিষয়ে আলোচনা করছিলো। আর ফারাজদাক ছিলো তাদের মাঝে আল্লাহর রহমত বিষয়ে সর্বাধিক আশা পোষণকারী ব্যক্তি। সে তখন উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললো, আচ্ছা বলুনতো; আমি যদি আমার মনিবের সাথে কৃত অন্যায় আমার পিতার সাথেও করি তাহলে জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিপূর্ণ চুলায় তারা আমাকে নিক্ষপ করা কি পছন্দ করবেন? তারা সমস্বরে জবাব দিলো, কক্ষণো নয়; তারা বরং আপনার

প্রতি দয়া পরবশ হবেন। সে তখন বললো, তাহলে আমি কেন আমার প্রতিপালকের রহমতের প্রতি পিতা ও মনিব থেকে অধিক আস্থাশীল হবো না!

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, একেই বলে নিরেট মূর্খতা। কেননা আল্লাহ তায়ালার রহমত কোন স্বভাবগত কোমলতা নয়, যদি বিষয়টি এমনই হতো তাহলে আল্লাহ না প্রাণী জবেহ বৈধ করতেন, না জন্ম গ্রহণের পর কোন শিশুকে মৃত্যু দান করতেন, আর না কোন ব্যক্তিকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতেন।

এক বিশুদ্ধ সনদে আব্বাদ তামিমী বলেন, আমাকে আসমাঈ বলেছেন, আমি একদা আবু নাওয়াছের সাথে মক্কায় অবস্থান করছিলাম, হঠাৎ হাজারে আসওয়াদ চুম্বন রত অবস্থায় দাড়িবিহীন এক বালক আমার দৃষ্টি গোচর হয়। তখন আবু নাওয়াছ আমাকে বললো, আল্লাহর কসম; আমি অবশ্যই হাজারে আসওয়াদের নিকট বালকটিকে চুম্বন করবো। আমি বললাম, তোমার জন্য আফসোস! তুমি আল্লাহকে ভয় করো, কেননা তুমি এক পবিত্র ভূমিতে অবস্থান করছো এবং আল্লাহর ঘরের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে আছো। সে তখন বললো, এ ছাড়া যে উপায় নেই। অতঃপর সে পাথরের নিকটবর্তী হলো। বালকটি যখন পাথর চুম্বনের উদ্দেশ্যে পাথরের নিকটবর্তী হলো আবু নাওয়াছ তখন নিজের গাল বালকের গালের উপর রেখে তা চুমু দিলো। আমি দূর থেকে এ দৃশ্য অবলোকন করে বললাম, তোমার অমঙ্গল হোক; আল্লাহর পবিত্র ভূমিতে তুমি এ কাজ করছো! তখন সে আমাকে বললো, তুমি এসব চিন্তা বাদ দাওতো। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক দয়ালু। অতঃপর সে এক কবিতা পাঠ করেঃ-

وعاشقان التف خداهما ... عند استلام الحجر الأسود

فاشتفيا من غير أن يأثما ... كأنما كانا على موعد

দুই প্রেমিকের গাল মিলিত হলো ⅄ তারা যখন হাজারে আসওয়াদ চুমু দিলো

গুনাহে লিপ্ত না হয়ে তারা তৃপ্ত হলো ⅄ যেন তারা এক নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় ছিলো

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, লক্ষ করুন তার দুঃসাহসের প্রতি, যার মাঝে সে আল্লাহর রহমতের চিন্তা করেছে, আর নিষিদ্ধতার সীমা লঙ্ঘন করে আল্লাহর শাস্তির ভয়াবহতা বিস্মৃত হয়েছে। আমরা কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করেছি যে, এক লোক কাবা গৃহে জনৈক মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে আল্লাহ তাদেরকে পাথর বানিয়ে দেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, লোকেরা আবু নাওয়াছের মুমূর্ষ অবস্থায় তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, তুমি আল্লাহর নিকট তাওবা করো। তখন সে তাদের লক্ষ করে বললো, তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো!

অতঃপর সে তার মতের সমর্থনে এক হাদীস উল্লেখ করেঃ-

عن أنس قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكل نبي شفاعة وإني أخبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أفترى لا أكون أنا منهم.

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ সুপারিশের অধিকার দিয়েছেন, কিন্তু আমি আমার সুপারিশকে আমার উম্মতের কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য রেখে দিয়েছি। অতঃপর সে বলে, সুতরাং তোমাদের কি মনে হয় যে, আমি তাদের দলভূক্ত হবো না!

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ লোকটি দুই কারণে ভুল করেছে। প্রথমতঃ সে আল্লাহর শাস্তির দিকে লক্ষ না করে শুধু রহমতের দিকে লক্ষ করেছে। দ্বিতীয়তঃ সে এ কথা বিস্মৃত হয়েছে যে, রহমত কেবল তাওবাকারীর জন্যই প্রযোজ্য, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ

আমি ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষমাশীল যে তাওবা করে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

আমার রহমত সবকিছুকে বেষ্টন করেছে, অচিরেই আমি তা ঐসব ব্যক্তিদের জন্য লিখে দিব যারা আমাকে ভয় করে।

রহমতের আশায় গুনাহে লিপ্ত হওয়া শয়তানের এমন চক্রান্ত যা অধিকাংশকে ধ্বংস করেছে। আমরা বিষয়টি বৈধকারীদের আলোচনায় পরিষ্কার করেছি।

সাধারণ লোকদের কতক বলে যে, আলেমরা আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলবেন এটাইতো স্বাভাবিক। অথচ অমুক আলেম আল্লাহর অমুক বিধান তরক করছেন, আর অমুক আলেম আল্লাহর অমুক বিধান তরক করছেন, তাহলে আমি যদি তা না পালন করি তবে অসুবিধা কোথায়! তার থেকে শয়তানের ধোঁকা অপসারণের উপয় হলো, আল্লাহর বিধান পালনে জাহেল ও আলেম উভয়ে সমান। তবে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় সে আলেম কোন বিধান পালনে অলসতা করা জাহেলের জন্য আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিষ্কৃতিলাভের উপায় হবে না।

সাধারণ লোকদের কতক বলে যে, আমার গুনাহের পরিমাণই কত যে আমাকে শাস্তি দেয়া হবে! আর আমিইবা কে যে আমাকে পাকড়াও করা হবে! না আমার গুনাহ আল্লাহর ক্ষতি করবে, না আমার আনুগত্য আল্লাহর উপকারে আসবে। আল্লাহর ক্ষমা তো আমার গুনাহ থেকেও ব্যাপক। তাদের কেউ বলেন,

من أنا عند الله حتى إذا... أذنبت لا يغفر لي ذنبي

আল্লাহর নিকট আমার অবস্থানইবা কতটুকু যে, আমি গুনাহ করলে তিনি আমার গুনাহ ক্ষমা করবেন না!

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এতো এক মহা নির্বুদ্ধিতা। তাদের কথা শুনলে মনে হয় যে, তাদের মনোবিশ্বাস হলো, আল্লাহ কেবল তার প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা সমকক্ষকেই পাকড়াও করবেন। অথচ তাদের এ জ্ঞান নেই যে, তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থান দখল করেছেন।

ইবনে আকীল এক লোককে 'আমি এমন কে যে, আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করবেন' এ কথা বলতে শুনে বললেন, তুমি ঐ ব্যক্তি, যদি

আল্লাহ সমস্ত মাখলুককে ধ্বংস করেন, আর তুমি একা বাকি থাকো তাহলে আল্লাহর কথা "{يَا أَيُّهَا النَّاسُ} 'হে লোক সকল!" এর সম্বোধক তুমিই হবে।

কতক লোক এমন রয়েছে যারা বলে যে, আমি অচিরেই তাওবা করে সংশোধন হয়ে যাবো। তার কি জানা নেই যে, অন্তরে এমন আশা পোষণকারী কত ব্যক্তিই আশা পূরণের পূর্বেই মৃত্যুর দুয়ারে হাজির হয়েছে! গুনাহকে বিলম্বিত করে সওয়াবের অপেক্ষা করা, এটাতো কোন বিচক্ষণতা নয়।

তাদের কতক এমন রয়েছে, যারা তাওবা করে পুনরায় তা ভঙ্গ করে। ফলে ইবলিছ চক্রান্তের জাল নিয়ে তার দুয়ারে উপস্থিত হয়। কেননা সে জানে যে, তার সংকল্প দুর্বল। এক সনদে হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

إذا نظر إليك الشيطان ورآك على غير طاعة الله تعالى فنعاك وإذا رآك مداوما على طاعة الله ملك ورفضك وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك.

শয়তান যদি তোমাকে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত দেখে তাহলে সে তোমার জন্য বিলাপ করে, আর যদি সে তোমাকে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত দেখে তাহলে সে বিরক্ত হয়ে তোমার পিছু নেয়া ছেড়ে দেয়। আর তোমাকে যদি সে একবার আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত দেখে অন্যবার আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত দেখে তাহলে সে তোমার বিষয়ে আশাবাদী হয়।

শয়তান তাদেরকে নেক সুরতে ধোঁকা দানের আরেক পদ্ধতি হলো, যদি কারো প্রসিদ্ধ বংশ থাকে তাহলে সে তাকে বংশ দ্বারা ধোঁকা দেয়। ফলে সে বলে, আমি আবু বকরের বংশধর, অন্যজন বলে, আমি আলীর বংশধর, আরেক জন বলে, আমিতো আরো সম্মানিত, কেননা আমি হাসান কিংবা হুসাইনের বংশধর, অথবা বলে, আমার বংশ অমুক আলেমের সাথে সম্পৃক্ত, আবার কেউ বলে, আমার বংশ অমুক

জাহেদের সাথে সম্পৃক্ত। এদের সবাই দুই উদ্দেশ্যে বংশ নিয়ে গর্ব করে। প্রথমতঃ তারা বলে যে, যে কোন মানুষকে ভালোবাসে সে তার সন্তান ও পরিবারকেও ভালোবাসে। দ্বিতীয়তঃ তারা বলে যে, এরা যেহেতু আল্লাহর প্রিয় তাই তারা অন্যের জন্য সুপারিশের অধিকার রাখে, আর তারা যাদের জন্য সুপারিশ করবে তাদের মধ্যে সর্বাধিক হকদার হলো, তাদের সন্তান ও পরিবারবর্গ। অথচ তাদের উভয় ধারণাই ভুল।

প্রথমতঃ আল্লাহর ভালোবাসা মানুষের ভালোবাসার মতো নয়। আল্লাহতো তাকেই ভালোবাসেন যে তার আনুগত্য করে। কেননা আহলে কিতাবরাতো নবী ইয়াকুবের (আ.) বংশধর। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের পিতৃপুরুষ দ্বারা উপকৃত হয়নি। যদি পিতার প্রতি ভালোবাসা সন্তান পর্যন্ত পৌছতো তাহলে সে ভালোবাসার অংশীদার আহলে কিতাবের অনেকেই হতো।

আর সুপারিশের বিষয়েতো আল্লাহ তায়ালাই বলেছেন, {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট তার বিষয়েই তারা সুপারিশ করতে পারবে।

যখন নূহ আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে জাহাজে আরোহণ করাতে চাইলেন তখন তাকে বলা হলো, সে তো তোমার পরিবারভুক্ত নয়।

পিতার বিষয়ে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়নি, এমন কি আমাদের নবীর সুপারিশও এক জাতির ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে বলেছেন, "لا أغني عنك من الله شيئا" আল্লাহর বিষয়ে আমি তোমার কোন উপকারে আসবো না।

যে ব্যক্তি এমন ধারণা পোষণ করে যে, সে তার পিতার মুক্তিলাভের দ্বারা নিজেও মুক্তি পাবে তাহলে তার ধারণাটা যেন এমন, সে তার পিতার আহারের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করবে।

শয়তান তাদেরকে নেক সুরতে ধোঁকা দানের আরেক কৌশল হলো, তাদের অনেকে এমন রয়েছে, যারা কোন হক দলের অনুসারী হওয়ার দাবি করাকেই যথেষ্ট মনে করে, তাই তারা অসৎ কর্মে লিপ্ত হওয়ার পরোয়া করে না।

ফলে তাদের কেউ বলে, আমি আহলে সুন্নাতের দলভুক্ত, আর আহলে সুন্নাত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। হকের দলভুক্ত হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও তারা গুনাহ থেকে বিরত হয় না। আমরা তাদেরকে বলবো, আহলে সুন্নাতকে হক পন্থী মনে করে তাদের দলভুক্ত হওয়া এক ফরয, আর গুনাহ থেকে বিরত থাকা আরেক ফরয। সুতরাং এক ফরয আদায় করাতো অন্য ফরয তরক করার ক্ষতিপুরক হতে পারে না।

তাদের কতক এমন আছেন, যারা প্রহারের উপর ধৈর্য ধারণ করে গর্ববোধ করেন। আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল বলেন, আমি বহুবার আমার পিতা আহমদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ আবুল হাইছামের প্রতি রহম করুন। আমি তখন বললাম, আবুল হাইছাম কে? তিনি বললেন, সে হলো আবুল হাইছাম আল হাদ্দাদ। আমি যখন শাস্তির জন্য আমার হাত প্রসারিত করলাম এবং বেত্রাঘাতের জন্য আমাকে যখন বের করা হলো তখন পিছ থেকে এক ব্যক্তি আমার কাপড় টেনে বললো, তুমি কি আমাকে চেন? আমি বললাম, না। সে বললো, আমি আবুল হাইছাম। চুরি, বদমাশি ও ছিনতাই করা আমার পেশা। আমার নাম বাদশাহর কালো তালিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমি বিভিন্ন সময়ে আঠারো হাজার বেত্রাঘাত হজম করেছি এবং শয়তানের অনুসরণে তার উপর ধৈর্য ধারণ করেছি। সুতরাং তুমি আল্লাহর অনুসরণে দীনের উপর ধৈর্য ধারণ করো।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, আবুল হাইছামকে খালেদ হাদ্দাদ বলা হতো, ধৈর্যের ক্ষেত্রে সে ছিলো এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একদিন মুতাওয়াক্কিল তাকে বললো, তোমার চামড়ার কি খবর? সে বললো, তুমি আমার পকেট বিচ্ছু দ্বারা পরিপূর্ণ করো, অতঃপর তাতে আমার হাত প্রবেশ করাও, তাহলে সেগুলো আমাকে সেই যন্ত্রণা দিবে যে যন্ত্রণা তোমাকে দিবে। আর চাবুকের শেষ বেত্রাঘাতে আমি যে যন্ত্রণা পাই

প্রথম বেত্রাঘাতেও আমি সেই যন্ত্রণা পাই। যদি আমার মুখ কাপড় দ্বারা পরিপূর্ণ করে আমাকে বেত্রাঘাত করা হয় তাহলে যন্ত্রণার প্রকোপে আমার পেট থেকে যে গরম বায়ু বের হবে তাতে কাপড় পুরে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আমার নফসকে ধৈর্য ধারণে বাধ্য করেছি। তখন ফাত্‌হ তাকে বললেন, ধিক তোমায়! এমন জবান ও আকল থাকা সত্ত্বেও কোন জিনিস তোমাকে মন্দ কর্মে প্রলুব্ধ করে? সে বললো, আমি নেতৃত্ব পছন্দ করি।

এক ব্যক্তি খালেদ হাদ্দাদকে বললো, হে খালেদ! তোমার গায়ে তো রক্ত মাংস নেই যে, প্রহার তোমাকে কষ্ট দিবে! সে বললো, অবশ্যই প্রহার আমাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু আমার সাথে ধৈর্যের যে প্রতিজ্ঞা রয়েছে তা তোমাদের নেই।

দাউদ বিন আলী বলেন, যখন খালেদ হাদ্দাদ আমাদের এলাকায় আগমন করে তখন তাকে দেখার আগ্রহে আমি তার নিকট উপস্থিত হই। আমি গিয়ে তাকে বসা অবস্থায় পাই। প্রহারের দরুন তার নিতম্বের গোস্ত এমনভাবে খসে পড়েছে যে, সে ঠিকমতো বসতেও পারছে না। হঠাৎ তার চারপাশে যুবকেরা উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, অমুককে প্রহার করা হয়েছে, অমুকের সাথে এমন আচরণ করা হয়েছে। তখন সে তাদের লক্ষ করে বললো, তোমরা অন্যের কথা আলোচনা করো না, বরং নিজেরা এমন কিছু করো যেন মানুষ তোমাদের কথা আলোচনা করে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, লক্ষ করুন শয়তানের প্রতি, সে এদের নিয়ে কিভাবে খেলা করে। ফলে তারা যন্ত্রণার প্রকোপের উপর ধৈর্য ধারণ করে, যেন তাদের আলোচনা লোক সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। হায় আফসোস! তারা যদি তাকওয়ার উপর সামান্য ধৈর্যও ধারণ করতো তাহলে তারা মহা পুরস্কার অর্জন করতো। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, তারা মাহা পাপে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের অবস্থার জন্য সম্মান ও মর্যাদার আশা করে।

জন সাধারণের কতক এমন রয়েছে, যারা নফলের প্রতি যত্নবান হয়ে বহু ফরয নষ্ট করে। উদাহরণ স্বরূপঃ আযানের পূর্বে মসজিদে গমন

করে নফল পড়ে, অথচ যখন ইমামের পিছে ফরয পড়ে তখন ইমাম থেকে অগ্রসর হয়। আর কতকের অবস্থা এমন, যারা ফরযের সময় উপস্থিত না হয়ে উৎসাহের রাতগুলোতে ভিড় জমায়।

তাদের কতক এমনও আছে, যারা এবাদতে লিপ্ত হয়ে ক্রন্দন করে, অথচ মন্দকাজ থেকে বিরত হয় না, বরং তা সমতালে চালিয়ে যায়। যদি তাকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয় তাহলে সে বলে, মন্দের সাথে নেক কাজও তো করছি, আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল।

তাদের অধিকাংশের অবস্থা এমন, যারা নিজ মতানুসারে আমল করে, ফলে তারা সঠিকের চে' ভুলই বেশি করে। আমি তাদের একজনকে দেখেছি, যে কোরআন হেফজ করার পর দুনিয়া বিমুখ হয়েছে, অতঃপর নফসের অনুসরণে মত্ত হয়েছে, অথচ এটা এক নিকৃষ্টতম মন্দ।

অনেক সাধারণ লোক এমন রয়েছেন, যারা ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে ক্রন্দন করেন এবং এটাকেই তারা যথেষ্ট মনে করেন। অথচ তাদের জানা আছে যে, ওয়াজের উদ্দেশ্য হলো, তাতে শ্রুত বিষয় আমলে বাস্তবায়ন করা। যদি শ্রুত বিষয় আমলে বাস্তবায়ন না করা হয় তাহলে তাতো তার বিরুদ্ধে মজবুত প্রমাণ হিসাবে সাব্যস্ত হবে। আমি এমন কিছু লোককে চিনি, যারা বছরের পর বছর ওয়াজের মাহফিলে উপস্থিত হয়ে ক্রন্দন করে, অথচ তাদের কেউ পূর্বের রীতি-নীতি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়নি। তাই তারা পূর্বের ন্যায় সুদের কারবারে লিপ্ত, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দিতে অভ্যস্ত, নামাজের বিধি-বিধান সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ, মুসলমানদের দোষ চর্চায় লিপ্ত সর্বত্র, পিতা-মাতার হুকুম পালনে তারা অবাধ্য। এদেরকে ইবলিছ নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে বলে, ওয়াজের মজলিসে উপস্থিত হয়ে ক্রন্দন করা, তোমাদের এসব গুনাহের ক্ষতিপূরক হিসাবে যথেষ্ট। আর কতককে বলে, আলেম-ওলামা ও নেককারদের সাথে ওঠা-বসার দ্বারাই সকল গুনাহ মোচন হবে। আর তাদের কেউ তাওবা করতে চাইলে সে তাকে বলে, এখনও জীবনের বহু সময় বাকি, বারবার তাওবা করে ভঙ্গ করার চে' জীবন সায়াহ্নে একবার ভালোভাবে তাওবা করা কি উত্তম নয়। ফলে সে দীর্ঘ জীবনের আশাবাদী হয়ে তাওবা থেকে বিরত থাকে।

মালদারদের উপর ইবলিছের নেত সুরতে ধোঁকা দানের বিবরণ

ইবলিছ মালদারদের চার সুরতে ধোঁকা দেয়। প্রথমতঃ সে তাদের ধোঁকা দেয় উপার্জনের দিক থেকে। ফলে তারা পরওয়া করে না যে, মাল কোথা হতে অর্জিত হলো। তাই তাদের অধিকাংশ লেনদেনে সুদের কারবার জড়িত। এমনকি তাদের লেনদেনের বৃহদাংশ ইজমায়ে উম্মত সমর্থিত নয়।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন,

"ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال من حلال أو حرام"

অচিরেই মানুষের নিকট এমন যামানা আসবে, লোকেরা এ বিষয়ের পরওয়া করবে না যে, মাল কোথা হইতে গ্রহণ করলো – হালাল হইতে না হারাম হইতে।

দ্বিতীয়তঃ সে তাদের ধোঁকা দিবে কৃপণতার সুরতে। ফলে তাদের কতক ক্ষমা লাভের আশায় যাকাত মোটেই দিবে না। আর কতক যাকাতের কিয়দাংশ দেয়ার পর তার ঘাড়ে শয়তান সওয়ার হলে সে মনে করবে যে, যাকাত হিসাবে সে যে অংশ দান করেছে শাস্তির মোকাবিলার জন্য তাই যথেষ্ট।

আর কতকের অবস্থা এমন, যাকাতের বিধান রহিত করার জন্য সে কৌশল অবলম্বন করবে। উদাহরণ স্বরূপঃ- বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে কাউকে তার সমুদায় মাল দান করে দিবে, অতঃপর সে তার থেকে মাল পুনরায় ফিরিয়ে নিবে।

আর কতকের কৌশলগত অবস্থা এমন, তারা ফকিরকে কাপড় দান করে তার মূল্য দশ দীনার নির্ণয় করে। মূলতঃ সেই কাপড়ের দাম দুই দীনার। অথচ সেই মূর্খ ধারণা করে যে, এমন কৌশল অবলম্বন করে সে যাকাত দেয়ার বিধান থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

তাদের কতকতো এমন, যারা উৎকৃষ্টের পরিবর্তে নিকৃষ্ট মাল যাকাত স্বরূপ দান করে। আবার কতকের অবস্থা এমন, যারা যাকাতের মাল ঐ ব্যক্তিকে দান করে, বছরব্যাপী যে তার সেবায় নিয়োজিত ছিলো, অথচ বাস্তবিক পক্ষে তা তার প্রতিদান।

এক সনদে ইবনে আব্বাসের (রাযি.) সূত্রে দাহ্হাক বর্ণনা করে বলেন,

عن ابن عباس قال أول ما ضرب الدرهم أخذه إبليس فقبله ووضعه على عينه وسرته وقال بك أطغى وبك اكفر رضيت من ابن آدم بحبه الدينار من ان يعبدني

দেরহাম যখন সর্ব প্রথম তৈরি করা হয়, তখন ইবলিছ তা হাতে নিয়ে চুমু খায়। অতঃপর তা চোখে ও নাভিতে স্পর্শ করিয়ে বলে, তোর মাধ্যমেই আমি সীমালজ্ঘন করাবো, তোর মাধ্যমেই আমি আল্লাহ অস্বীকার করাবো। আদম সন্তান আমার পূজা করার চে' তাদের মনে ধন-সম্পদের ভালোবাসা বদ্ধমূল হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।

অন্য হাদীসে শাকীক বলখী (রহ.) আবদুল্লাহর (রা.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن شقيق عن عبد الله قال إن الشيطان يرد الإنسان بكل ريدة فإذا أعياه اضطجع في ماله فيمنعه أن ينفق منه شيئا

শয়তান মানুষকে ধর্মান্তর করার সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করে। যখন সে তার ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন তাকে মালের প্রতি দুর্বল করে তোলে। অতঃপর মাল খরচের পথে সে তার সামনে বাঁধার প্রাচীর নির্মাণ করে।

তৃতীয়তঃ সে তাদের ধোঁকা দেয় মাল বৃদ্ধি করার সুরতে। কেননা ধনী ব্যক্তি নিজেকে ফকীর থেকে উত্তম মনে করে। অথচ এটা এক জঘন্যতম মূর্খতা। কেননা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হয় নফসের আবশ্যকীয় গুণাবলী অর্জনের ভিত্তিতে। যেমন এক কবি বলেন,

غنى النفس لمن يعقل ... خير من غنى المال

وفضل النفس في الأنفس ... وليس الفضل في الحال

অর্থঃ জ্ঞানীদের নিকট মনের সচ্ছলতা মালের সচ্ছলতা হতে উত্তম
নফসের শ্রেষ্ঠত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি – অবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব নয়

চতুর্থতঃ সে তাদের ধোঁকা দেয় মাল খরচ করার ক্ষেত্রে। ফলে তাদের অনেকেই তা খরচের ক্ষেত্রে অপচয় ও সীমালঙ্ঘন করে। কখনো সে অপচয় করে প্রয়োজনাধিক ভবন নির্মাণ, দেয়াল কারুকার্য করন, ঘরের শোভা বর্ধন ও চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে।

কখনো সে অপচয় করে এমন পোষাক ক্রয়ের ক্ষেত্রে, যা তাকে নিয়ে যায় অহমিকা ও দাম্ভিকতার দিকে।

আবার কখনো সে অপচয় করে প্রয়োজনাধিক এমন খাবার তৈয়ারের ক্ষেত্রে, যা তাকে নিয়ে যায় সীমালঙ্ঘনের দিকে।

এসব কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা হারাম কিংবা মাকরুহ থেকে মুক্ত নয়। এসব কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই সে কেয়ামত দিবসে জিজ্ঞাসিত হবে।

এক হাদীসে আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يا أبن آدم لا تزول قدماك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حتى تسأل عن أربع عمرك فيما أفنيته وجسدك فيما أبليته ومالك من أين اكتسبته وأين أنفقته"

অর্থঃ হে আদম সন্তান! তুমি কেয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে চার প্রশ্নের উত্তর দেয়া পর্যন্ত তোমার পাদ্বয় কিছুতেই নড়াতে পারবে না। তোমাকে প্রশ্ন করা হবে তোমার বয়স সম্পর্কে, কিভাবে তা শেষ করেছো – তোমার দেহ সম্পর্কে, কোথায় তা ক্ষয় করেছো – তোমার

মাল সম্পর্কে, কিভাবে তা আয় করেছো এবং কোথায় তা ব্যয় করেছো।

তাদের কেউ তা ব্যয় করে মসজিদ ও সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে, তবে তার উদ্দেশ্য হয় আত্মপ্রদর্শন, খ্যাতি অর্জন ও লোকসমাজে আলোচনা দীর্ঘায়িত করন। তাই সে নির্মিত ভবনে তার নাম অঙ্কন করে। যদি তার এ কাজের উদ্দেশ্য হতো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তাহলে তো আল্লাহ জেনেছেন – এতেই সে তুষ্ট হতো। না সে নাম অঙ্কনের উদ্যোগ নিত না তাতে সমর্থন জানাতো। এমন ব্যক্তিকে নাম অঙ্কন ব্যতীত যদি কেউ একটি দেয়াল নির্মাণের জন্যও পিড়াপিড়ি করে, তাহলে সে তা কখনোই নির্মাণ করবে না।

এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ঐসব লোক, যারা খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে মসজিদ আলোকিত করতে রমযানে প্রচুর মোমবাতি মসজিদে দান করে, অথচ বছরের এগারোমাস তাদের মসজিদ থাকে আলোশূন্য। তাদের এমনটি করার কারণ হলো, রমযান ব্যতীত অন্য সময়ে দু'চারটি মোম দান করা প্রশংসার ক্ষেত্রে সেই প্রভাব ফেলে না, রমযানে একটি মোম দান করলে যা হয়ে থাকে।

আবার কখনো তারা মসজিদে এতো অধিক আলোকসজ্জা করে থাকে যা শরীয়তে নিষিদ্ধ অপচয়ের স্তরে উন্নিত হয়। তবে রিয়াতো রিয়াকারীদের মাঝে তার কাজ চালিয়েই যাবে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল যখন মসজিদে বের হতেন তখন বাতি হাতে বের হতেন। যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বাতি রেখে নামাজ পড়তেন।

তাদের কতকের অবস্থা এমন, যখন তারা কোন ফকিরকে দান করে তখন মানুষকে দেখিয়ে দান করে। ফলে এভাবে তাদের দান করা দু'টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেঃ- মানুষের প্রশংসা অর্জন এবং ফকিরকে অপদস্থ করন।

তাদের কতক এমনও আছে, যারা লোক দেখিয়ে ফকিরকে এমন দীনার দান করে, যার ওজন দুই কিরাত সমপরিমাণ। আবার কখনো তা এতই নিম্নমানের হয় যে, তা চালানো ফকিরের পক্ষে দুষ্কর। তারা এভাবে

দান করার উদ্দেশ্য হলো, লোকে যেন এ কথা বলে যে, অমুক অমুককে এক দীনার দান করেছে।

এর বিপরীত আমাদের পূর্বসূরী সালেহীনদের একদল এমন ছিলেন, যারা একটি ছোট কাগজে এমন ভারী দীনার পেঁচাতেন, যার ওজন দের দীনার। অতঃপর গোপনে তা ফকীরের হাতে দান করতেন। যখন ফকীর তা ছোট কাগজে মোড়ানো দেখতো তখন ধারণা করতো যে, তা মনে হয় দীনারের একটি অংশ। যখন তা স্পর্শ করতো তখন তা একটি পূর্ণ দীনার বুঝতে পেরে খুশি হতো। যখন তা খুলতো তখন ধারণা করতো যে, তা বুঝি ওজনে হাল্কা। যখন তা দেখতো তখন ভারি মনে করে ধারণা করতে, তা মনে হয় এক দীনার সমপরিমাণ। যখন তা ওজন করতো তখন এক দীনারের বেশি দেখে খুশিতে আত্মহারা হতো। ফলে উল্লেখিত প্রতিটি স্তরে দানকারীর জন্য সওয়াবের পরিমাণ বৃদ্ধি পেত।

তাদের কতক এমনও আছে, যারা নিকটাত্মীয়কে দান না করে অপরিচিত লোককে দান করে। অথচ নিকটাত্মীয়রাই দানের সর্বাধিক হকদার।

এক হাদীসে সোলায়মান বিন আমের (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

عن سليمان بن عامر قال سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:

"الصدقة على المسلمين صدقة والصدقة على ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة"

অনাত্মীয় মুসলমানদের দান করলে শুধু সদকার সওয়াব অর্জিত হয়, আর নিকটাত্মীয়দের দান করলে দু'ধরনের সওয়াব অর্জিত হয় – ১/ সদকা ২/ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

তাদের কতক এমনও আছে, নিকটাত্মীয়কে দান করার ফযীলত যার জানা আছে। তবে উভয়ের মাঝে দুনিয়াবী শত্রুতা থাকার দরুন সে তার আত্মীয়ের অভাব সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও তার প্রতি

সহানুভূতি প্রকাশে বিরত থাকে। অথচ তাকে দান করে যদি তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতো তাহলে তার তিন ধরনের সওয়াব অর্জিত হতোঃ- ১/ সদকার সওয়াব ২/ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার সওয়াব ৩/ নফসের বিরুদ্ধাচরণের সওয়াব।

এক হাদীসে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح".

ভালোভাবে জেনে রাখ যে, শত্রুআত্মীয়কে দান করাই সর্বোত্তম সদকা।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ সদকা গ্রহণযোগ্য ও সর্বোত্তম হওয়ার কারণ হলো, এ সদকার মাঝে নফসের বিরুদ্ধাচরণ শামিল হয়। আর পছন্দনীয় নিকটাত্মীয়কে দান করলেতো নফসের চাহিদাই পুরণ হয়।

তাদের এক দলের অবস্থা এমন, যারা মাত্রাতিরিক্ত সদকার দরুন ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে নিজ পরিবারকে সঙ্কটের সম্মুখীন করে। অথচ এক হাদীসে জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول"

সর্বোত্তম সদকা সেটাই, যা সচ্ছলাবস্থায় দেয়া হয়, আর সদকা সর্ব প্রথম তোমার পরিবারকে দাও।

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা.) বলেন,

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تصدقوا فقال رجل عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي دينار أخر قال تصدق به على ولدك قال

عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به"

তোমরা সদকা করো। তখন এক লোক বললো, আমার নিকট একটি দীনার আছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তা নিজের উপর সদকা করো। লোকটি বললো, আমার নিকট আরেকটি দীনার আছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা তোমার স্ত্রীর উপর সদকা করো। লোকটি বললো, আমার নিকট আরেকটি দীনার আছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা তোমার সন্তানের উপর সদকা করো। লোকটি বললো, আমার নিকট আরেকটি দীনার আছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা তোমার খাদেমের উপর সদকা করো। লোকটি বললো, আমার নিকট আরেকটি দীনার আছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে ব্যাপারে তুমিই ভালো জান।

তাদের কতকের অবস্থা এমন, যারা হজ্জের ক্ষেত্রে খরচ করে। আর ইবলিছ তাদের নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে বলে, হজ্জতো এক পূণ্যময় কাজ। অথচ তার উদ্দেশ্য হয় আত্মপ্রদর্শন, কিছুকাল অবকাশ যাপন ও মানুষের প্রশংসা অর্জন।

এক লোক বিশর হাফীকে বললো, আমি হজ্জের জন্য দু'হাজার দেরহাম প্রস্তুত করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ইতিপূর্বে হজ্জ করেছো? লোকটি বললো, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করো। লোকটি বললো, হজ্জের প্রতি যে আমার মন ব্যাকুল হয়ে আছে। তিনি বললেন, তোমার উদ্দেশ্য হলো, মক্কা ভ্রমণ করে ফিরে আসা এবং লোকদের থেকে এ প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করা যে, অমুকতো পুনরায় হজ্জ করেছে।

তাদের কতক এমনও আছে, যারা মালের ব্যাপারে অসিয়তের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে ওয়ারিশদের বঞ্চিত করে। আর সে মনে করে যে, তার মালে সে যেভাবে খুশি হস্তক্ষেপের অধিকার রাখে। আর সে এ

বিষয় বিস্মৃত হয় যে, মুমূর্ষু অবস্থায় মালের সাথে ওয়ারিশদের হক সম্পৃক্ত হয়। এক সনদে আবু উমামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن أبي امامة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "من خاف عند الوصية قذف في الوباء" والوباء واد في جهنم

যে ব্যক্তি অসিয়তের সময় মৃত্যুর আশঙ্কা করবে, তাকে ওবায় নিক্ষেপ করা হবে। ওবা হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকা।

খাইছামার সূত্রে আ'মাশ বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وعن الأعمش عن خيثمة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إن الشيطان يقول ما غلبني عليه ابن آدم فلن يغلبني على ثلاث آمره بأخذ المال من غير حقه وآمره بانفاقه في غير حقه ومنعه من حقه".

শয়তান বলে, বনী আদম তিনটি বিষয়ে কিছুতেই আমাকে পরাজিত করতে পারবে না– ১/ আমি তাকে অন্যের হক সম্পৃক্ত মাল গ্রহণের নির্দেশ দিব ২/ আমি তাকে অন্যের হক সম্পৃক্ত মাল খরচের নির্দেশ দিব ৩/ আমি তাকে অন্যের হক গ্রহণে বাঁধা প্রদানের নির্দেশ দিব।

ইবলিছ দরিদ্রদেরকে নেক সুরতে ধোঁকা দেয়। ফলে তাদের কতক সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রতা প্রকাশ করে। যদি সে মানুষের নিকট প্রার্থনার পাশাপাশি তাদের মালও গ্রহণ করে তাহলে সে জাহান্নামের আগুন বৃদ্ধি করলো।

হযরত আবু যুরআ (রা.) আবু হুরাইরার (রা.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل منه أو ليستكثر"

যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধির আশায় মানুষের নিকট প্রার্থনা করে, সেতো প্রকারান্তরে জাহান্নামের আগুন তালাশ করলো। সুতরাং সে ইচ্ছা করলে তা কমাতেও পারে, ইচ্ছা করলে বাড়াতেও পারে।

আর যদি এ লোক প্রার্থনার পর মানুষের মাল গ্রহণ না করে, বরং তার উদ্দেশ্য যদি হয় দরিদ্রতা প্রকাশ করে মানুষ থেকে জাহেদ উপাধি অর্জন করা, তাহলে সেতো রিয়া করলো।

আর যদি সে মাল খরচের ভয়ে দরিদ্রতা প্রকাশ করে আল্লাহর নেয়ামত গোপন করে, তাহলেতো সে কৃপণতার পাশাপাশি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলো।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে তুচ্ছ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি মাল আছে? লোকটি বললো, হাঁ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে আল্লাহর নেয়ামতের নিদর্শন যেন তোমার গায়ে পরিলক্ষিত হয়।

আর যদি বাস্তবেই সে মাল গ্রহণের হকদার দরিদ্র হয়, তাহলে তার জন্য মুস্তাহাব হলো, দরিদ্রতা গোপন করে সৌন্দর্য প্রকাশ করা। আমাদের পূর্বসূরীদের কেউ দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও নিজে কোন বাড়ির মালিক বুঝানোর উদ্দেশ্যে চাবি নিয়ে ঘুড়তো, অথচ তার রাত্রি যাপনের কেন্দ্র হত বিভিন্ন মসজিদ।

ইবলিস দরিদ্রদের নেক সুরতে ধোঁকা দেয়ার আরেক সুরত হলো, সে নিজেকে ধনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। যেহেতু সে ঐ বিষয়ে অনাগ্রহী, ধনী যে বিষয়ে আগ্রহী। অথচ এটা এক চরম ভুল। কেননা; থাকা না থাকার সাথে শ্রেষ্ঠত্বের কোন সম্পর্ক নেই, বরং তা এক ভিন্ন বিষয়।

ইবলিছ জনসাধারণের অধিকাংশকে নেক সুরতে ধোঁকা দেয়ার আরেক পদ্ধতি হলো, তারা স্বাভাবিক রীতি অনুসারে জীবন-যাপন করা পছন্দ করে। অথচ তাদের ধ্বংসের এটাই বৃহৎ কারণ। আমরা পাঠক সমাজের সামনে তাদের রীতি-নীতির কিছু উদাহরণ নিম্নে পেশ করছি। তাদের কতকের অবস্থা এমন, যারা সকল বিষয়ে তাদের পিতৃপুরুষের

অনুসরণ করে। তাদের মনোবিশ্বাসে ইসলাম সেটাই, যা তাদের পিতৃপুরুষেরা সামাজিক প্রথা অনুসারে পালন করেছে। সে এ বিষয়ে লক্ষ করে না যে, তার পিতৃপুরুষ কি সঠিকের উপর ছিলো না ভুলের উপর। যদি এমনই হয়, তাহলে এমন মুসলমানের মাঝে আর ইহুদী, নাসারা ও জাহেলী সমাজের মাঝে কী পার্থক্য রইলো! কেননা তারাওতো তাদের পিতৃপুরুষের অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করেছে। তদ্রূপ এসব মুসলমানরাও নামাজ, রোজাসহ যাবতীয় এবাদতে তাদের পিতৃপুরুষের প্রথা অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করে।

আপনি তাদের কাউকে দেখবেন, জীবনের দীর্ঘকাল সে ঐ পদ্ধতিতে নামাজ পড়ে যেভাবে লোকদেরকে নামাজ পড়তে দেখে, অথচ সম্ভবত সে না পারে সুরা ফাতিহা সঠিকভাবে পড়তে, আর না চেষ্টা করে নামাজের ওয়াজিবসমূহ ভালোভাবে জানতে। আর এসব বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শনের একমাত্র কারণ, ধর্মের বিধি-বিধান তার নিকট তুচ্ছ। অথচ এই ব্যক্তি যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোন দেশ সফরের ইচ্ছা করে, তাহলে সে অবশ্যই সফরের পূর্বে ব্যবসায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সে দেশের লেনদেন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। আর তা এ কারণেই যে, অর্থ-সম্পদ তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও তাদের কাউকে দেখবেন যে, ইমামের পূর্বে রুকু করছে, ইমামের পূর্বে সিজদা করছে। অথচ তার জানা নেই যে, যদি সে ইমামের পূর্বে রুকু করে, তাহলে সে এক রোকনে ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করলো, আর যদি সে ইমামের পূর্বে রুকু হইতে ওঠে, তাহলে সে দুই রোকনে ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করলো, ফলে তার নামাজও নষ্ট হলো।

আমি তাদের একদলকে দেখেছি, যারা ইমামের সাথে সালাম ফিরায়, অথচ তাদের জিম্মায় ওয়াজিব তাশাহ্হুদের কিছু অংশ বাকি থাকে, যার দায়ভার ইমাম গ্রহণ করে না, ফলে তার নামাজ বাতিল হিসাবে গণ্য হয়।

তাদের কতকের অবস্থা এমন, যারা ফরয তরক করে বেশি পরিমাণে নফল পড়ে। ওজুর সময় পায়ের গোড়ালির ন্যায় দেহের অঙ্গবিশেষ ধুতে শিথিলতা প্রদর্শন করে। আবার কখনো এমন আংটি হাতে ওজু করে, যা হাতের আঙ্গুলের সাথে মিশে আছে, ফলে ওজুর সময় আংটি

নাড়াচাড়া না দেয়ার দরুন পানি আংটির নিচে পৌঁছায় না, ফলে তার ওজুও সঠিক হয় না।

আর তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের অবস্থা হলো, তাদের কেনা-বেচার অধিকাংশ চুক্তি শরীয়ত সম্মত নয়। তারা ক্রয়-বিক্রয়ের শরঈ নীতিমালাও জানে না। অবসর সময়ে কোন অভিজ্ঞ আলেমের স্বরণাপন্নও তারা হয় না। আর তা এ কারণেই যে, শরীয়তের নীতিমালা মেনে চলা তাদের কাছে এক সাধারণ বিষয়।

তাদের এমন লেনদেন খুব কমই হয়, যাতে ধোঁকার সংমিশ্রণ নেই। পণ্যের দোষ গোপন করাতো তাদের স্বভাবগত এক রীতি।

তাদের স্বভাবগত রীতিসমূহের একটি এটাও যে, তারা রমযানে নফলের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ফরযের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করে, হারাম মাল দ্বারা ইফতার করে, মানুষের দোষ চর্চায় লিপ্ত থাকে এবং স্বভাবগত রীতি মোতাবেক তৃপ্তিসহকারে ইফতার করে।

তাদের প্রচলিত স্বভাবগত রীতিসমূহের একটি এটাও যে, তারা গণক, জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তার কথা বিশ্বাস করে। আর মানুষের মাঝে এর প্রচলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। নেতৃস্থানীয় লোকেরও এ প্রথা অনুসরণ করে। আপনি তাদের অধিকাংশকেই দেখবেন যে, বিদেশ ভ্রমণ, পোষাক পরিবর্তন করা ও চিকিৎসা গ্রহণের পূর্বে জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করছে এবং তার কথা মোতাবেক কাজ করছে।

বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

وفي الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه سأل عن الكهان فقال: "ليسوا بشيء" فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فينقرها في أذن وليه نقر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة".

অর্থঃ তারা কিছুই নয়, তখন সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারাতো কখনো এমন কথাও বলে, যা বাস্তবতার সাথে মিলে যায়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেই সত্য কথাকে জীনেরা সংগ্রহ করে মানুষরূপী তার শয়তান বন্ধুর কানে মুরগীর ঠোকরের ন্যায় টোকা মেরে ঢুকিয়ে দেয়, আর সে তার সাথে শতাধিক মিথ্যা যোগ করে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وفي صحيح مسلم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"

অর্থঃ জ্যোতিষীর নিকট যে কিছু জিজ্ঞেস করবে তার চল্লিশ রাতের নামাজ কবুল হবে না।

আবু দাউদ শরীফের হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برىء مما أنزل على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

অর্থঃ যে ব্যক্তি গণকের কাছে এসে তার কথাকে সত্যায়ন করলো, মুহাম্মদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

তাদের স্বভাবগত রীতির আরেকটি হলো, রেশমী কাপড় পরিধান করা এবং সোনার আংটি ব্যবহার করা।

তাদের কেউ রেশমী কাপড় পরিধানে সতর্কতা অবলম্বন করে, অতঃপর তা আবার বিশেষ দিনে পরিধান করে। উদাহরণ স্বরূপঃ যদি সে জুমআর খতিব হয় তাহলে জুমআর দিনে তা পরিধান করে।

তাদের স্বভাবগত রীতির আরেকটি হলো, তারা মন্দকাজে বাঁধাদান পরিহার করে। ফলে তাদের কেউ যদি তার ভাই কিংবা নিকটতম

কাউকে মদপান কিংবা রেশমী পোষাক পরিধান করতে দেখে, তাহলে না তাকে এ কাজ থেকে নিষেধ করে না তার মাঝে কোন পরিবর্তন ঘটে। বরং পূর্বের মতোই সে তার সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ওঠা-বসা করে।

তাদের স্বভাবগত রীতির আরেকটি হলো, তারা ঘরের দরজা সম্মুখস্থ বসার বেঞ্চ বানায়, যা পথচারীদের চলার পথ সংকীর্ণ করে। আবার কখনো তার দরজার সামনে বৃষ্টির পানি জমা হয় এবং ক্রমশঃ তা বৃদ্ধি পায়, অথচ তা দূর করা তার উপর ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও সে তা দূর করে না। ফলে তা মুসলমানের কষ্টের কারণ হওয়ায় সে গুনাহের অংশীদার হয়।

তাদের স্বভাবগত রীতির আরেকটি হলো, তারা স্ত্রীর হক আদায়ে অবহেলা করে। আবার কখনো তারা স্ত্রীকে তার পাওনা মোহর মাফ করাতে বাধ্য করে, আর মূর্খ স্বামী ধারণা করে যে, তার কথায় বাধ্য হয়ে স্ত্রী তা মাফ করাতে মোহর আদায়ের দায় থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়েছে। আর যদি কারো দুই স্ত্রী থাকে, তাহলে সে এক স্ত্রীর চে' অন্য স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়, ফলে সে তার প্রতি অবহেলা করে বণ্টনে সীমালঙ্ঘন করে। আর বিষয়টিকে সে একেবারেই সাধারণ মনে করে। এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال "من كانت له امرأتان يميل إلى أحديهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر احدى شقيه ساقطا أو مائلا"

যে ব্যক্তি দু' স্ত্রীর মালিক, যদি সে এক স্ত্রীর চেয়ে অন্য স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কেয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার অর্ধেকাংশ থাকবে কুজো অথবা মাটির দিকে ঝুলন্ত।

তাদের প্রচলিত অভ্যাসের আরেকটি হলো, তারা মিথ্যা দলীল পেশ করার মাধ্যমে বিচারকের নিকট অন্যের মাল নিজের পক্ষে সাব্যস্ত

করে। আর সে ধারণা করে যে, বিচারক অন্যের হকের মালিকানা তার পক্ষে ফায়সালা করার দ্বারা প্রকৃত মালিকের হক রহিত হয়েছে। অথচ তার জানা নেই যে, কারো হক রহিত করার অধিকার বিচারক রাখে না।

তাদের স্বভাবগত রীতির আরেকটি হলো, যদি সারা দিনব্যাপী কাজের জন্য তাদের কাউকে নিয়োগ দেয়া হয় তাহলে সে প্রচুর সময় নষ্ট করে। হয় তা নষ্ট করে মন্থর গতিতে কাজ করার দ্বারা, অথবা অলসতার দ্বারা, কিংবা কাজের যন্ত্র ঠিক করার বাহানায়। যেমন কাঠমিস্ত্রি কুঠার ধার করা, আর করাতি করাত ধার করার বাহানায় সময় নষ্ট করে। এ জাতীয় যত সুরত আছে এর সবই আমানতের খেয়ানত। তবে তা যদি পরিমাণে এত অল্প হয় যার প্রচলন সমাজে আছে, তবে তা ক্ষমার যোগ্য।

তাদের অধিকাংশের অবস্থা এমন, যারা নামাজ ফওত করে বলে, আমিতো অমুকের ভাড়াকৃত চাকর। অথচ তার জানা নেই যে, নামাজের সময় ভাড়া চুক্তির আওতাভুক্ত নয়।

তাদের স্বভাবগত রীতির আরেকটি হলো, তারা কফিনে ভরেই মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে, অথচ এটা এক মাকরূহ কাজ। এমনকি কাফনের ক্ষেত্রেও অতিরঞ্জন করে গর্ব করা উচিৎ নয়, বরং মধ্যমানের কাপড় দ্বারাই কাফন পরানো উচিৎ।

আবার কখনো তারা মৃত ব্যক্তির সাথে কাপড়ের গাইট দিয়ে দেয়, যা পরিষ্কার হারাম। কেননা তা মাল নষ্ট করার শামিল।

তারা মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারী ভাড়া করে, অথচ সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وفي صحيح مسلم أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب"

অর্থঃ যদি বিলাপকারিণী মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তাহলে কেয়ামতের দিন তাকে উপস্থিত করে আলকাতরার জামা ও খোস-পাঁচড়ার বর্ম পরানো হবে।

তাদের স্বভাবগত রীতির আরেকটি হলো, তারা গালে চড় মারে এবং কাপড় ছিড়ে টুকরো টুকরো করে। এমনটি বিশেষতঃ মহিলারা করে। বুখারী, মুসলিমের হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وفي الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعى بدعوى الجاهلية"

অর্থঃ ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে জামা বিদীর্ণ করে, গালে চড় মারে এবং জাহেলী যুগের দোয়ার ন্যায় দোয়া করে।

যদি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে তারা কাপড় বিদীর্ণ করতে দেখে তাহলে তারা তাকে নিষেধ করে না। বরং কখনো তো এমনও হয়, যদি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কাপড় বিদীর্ণ করা পরিহার করে, তাহলে তারা তার নিন্দা করে বলে, বিপদ তার মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি।

তাদের স্বভাবগত রীতির আরেকটি হলো, যদি কারো আপনজন মারা যায় তাহলে এক মাস কিংবা ছয় মাসব্যাপী তারা নিম্নমানের কাপড় পরিধান করে, এমনকি এ সময় তারা কোন উঁচু স্থানে ঘুমায় না।

তাদের স্বভাবগত রীতির আরেকটি হলো, তারা শাবানের পনের তারিখ দিবাগত রাতে কবর যিয়ারত করে, কবরের নিকট বাতি প্রজ্জালন করে এবং মহান ব্যক্তির কবর থেকে মাটি সংগ্রহ করে।

আল্লামা ইবনে আকীল বলেন, যখন মূর্খদের জন্য শরীয়তের বিধি-নিষেধ মানা কষ্টকর হলো, তখন তারা শরীয়তের আদেশ-নিষেধ থেকে বিমুখ হয়ে এমন কিছু বিষয়ের সম্মান প্রদর্শনে মনোনিবেশ করলো, যা তারা নিজেরাই রচনা করেছে। ফলে তা পালন করা তাদের জন্য সহজ হয়েছে। যেহেতু তা পালন করা, অন্যের আদেশ পালনে বাধ্য করে না। তিনি বলেন, এসব নীতি নির্ধারণের কারণে তারা আমার নিকট কাফের হিসাবে গণ্য।

তাদের নীতি সমূহের আরেকটি হলো, শরীয়ত নিষিদ্ধ পন্থায় কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। যেমন কবরে আগুন প্রজ্জ্বালন করা, কবর চুমু

দেয়া, মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধনের উদ্দেশ্যে কবরে সাইনবোর্ড স্থাপন করে তাতে লেখা, হে আমার মুনিব! আপনি আমার অমুক অমুক কাজ সম্পাদন করে দিন।

বরকত লাভের উদ্দেশ্যে কবরের মাটি সংগ্রহ করা, কবরের উপর সুগন্ধি ছিটিয়ে দেয়া, কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা এবং লাত-ওজ্জার পূজারীদের অনুসরণে গাছের উপর কাপড়ের টুকরা নিক্ষেপ করা। আপনি তাদের মাঝে এমন কাউকে পাবেন না, যে যাকাতের মাসআলা ভালোভাবে জানে এবং যাকাতের আবশ্যিক বিধি-বিধান সম্পর্কে যাকে জিজ্ঞেস করা যায়।

শয়তান কর্তৃক মহিলাদেরকে নেক সুরতে ধোঁকা দানের বিবরণ

শয়তান মহিলাদেরকে অগণিত পন্থায় নেক সুরতে ধোঁকা দেয়। আমি মহিলাদের জন্য এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছি, যাতে মহিলাদের এবাদতসহ যাবতীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তবে এখানে শুধু মহিলাদেরকে শয়তান কর্তৃক নেক সুরতে ধোঁকা দানের কিছু বিবরণ তুলে ধরবো।

শয়তান মহিলাদেরকে যতভাবে নেক সুরতে ধোঁকা দেয় তার একটি হলো, মহিলা যদি জাওয়ালের পর হায়েজ থেকে পবিত্র হয় তাহলে সে আসরের পর গোসল করে শুধুমাত্র আসরের নামাজ পড়ে, অথচ তার উপর যে যোহর ফরয হয়েছে তা তার জানা নেই। আর যদি রাতে কারো উপর গোসল ফরয হয় তাহলে সে বিলম্ব করে সূর্যোদয়ের পর গোসল করে। যখন গোসলখানায় প্রবেশ করে তখন কাপড় বিহীন প্রবেশ করে। তারা কখনো কখনো বলে, আমি, আমার বোন, আমার মা, আমার চাকরাণী, – এরা সকলে আমার মতোই মহিলা, তাহলে কার থেকে আমি পর্দা করবো! অথচ তার জানা নেই যে, সে যা করছে তা সম্পূর্ণই হারাম। কেননা ওজর বিহীন ফরজ গোসল সূর্যোদয় পর্যন্ত বিলম্ব করা শরীয়তে বৈধ নয়। আর মহিলার জন্য বৈধ নয় যে, সে অন্য

মহিলার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেহাংশ অবলোকন করবে, যদিও তারা সম্পর্কে মা-মেয়ে হোক। তবে মেয়ে যদি খুব ছোট হয় তাহলে ভিন্ন কথা। মেয়ে যদি সাত বছর বয়সে উপনীত হয় তাহলে সতরের ক্ষেত্রে উভয় থেকে উভয়ের পর্দা করা ওয়াজিব।

মহিলাদের কতক এমন রয়েছে, যারা দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বসে নামাজ পড়ে। অথচ তার জানা নেই যে, দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য বসে নামাজ পড়া বৈধ নয়, বরং এমন ব্যক্তির বসে নামাজ বাতিল হিসাবে গণ্য হয়।

আবার কখনো তারা শিশুর প্রস্রাব কাপড়ে লাগার ওজরে নামাজ থেকে বিরত থাকে, অথচ সে তা ধৌত করতে সক্ষম। যদি এই মহিলাই রাস্তায় বের হওয়ার ইচ্ছা করে তাহলে কাপড় ধার করে হলেও তার জন্য সে প্রস্তুত হবে। নামাজ তাদের নিকট গুরুত্বহীন হওয়ার কারণেই তারা এমনটি করার সাহস পায়।

তাদের কতক এমনও আছে, যারা নামাজের আবশ্যিক বিধি-বিধান না জানা সত্ত্বেও অন্যের কাছে তা জিজ্ঞেস করে না। আবার নামাজের সময় দেহের এ পরিমাণ অংশ খোলা রাখে যা নামাজ বাতিল হওয়ার কারণ, অথচ সে এটাকে সাধারণ মনে করে।

কতক মহিলা এমনও আছে, যারা তুচ্ছ জ্ঞান করে পেটের বাচ্চা ফেলে দেয়, অথচ তার জানা নেই যে, সে এ কর্মের দ্বারা মুসলিম হত্যার শামিল হচ্ছে। এ কাজ যে করে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। আর তা হচ্ছে, প্রথমে আল্লাহর নিকট তাওবা করা, অতঃপর ওয়ারিশদের নিকট তার রক্তমূল্য আদায় করা। যার পরিমাণ হলো, পিতা অথবা মাতার দিয়াতের যে মূল্য তার বিশমাংশ। কিন্তু ওয়ারিশ সূত্রে মা সে দিয়াতের অংশ গ্রহণ করবে না। অতঃপর সে একটি গোলাম আযাদ করবে! যদি গোলাম আযাদে সক্ষম না হয় তাহলে একাধারে দুইমাস রোযা রাখবে।

মহিলাদের কতক এমনও আছে, যারা স্বামীর সাথে কষ্টদায়ক আচরণ করে। আবার কখনো মন্দ ভাষায় তার পরিচয় উল্লেখ করে বলে, এ

আমার সন্তানের পিতা। আবার কখনো স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হয়ে বলে, আমি তো কোন অন্যায় কাজে বের হই নি। অথচ তার জানা নেই যে, স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়াই অন্যায়। শুধু তাই নয়, মহিলাদের একা ঘর থেকে বের হওয়াটাও ফেৎনার কারণ।

মহিলাদের কতক এমন রয়েছে, যারা সর্বদা কবরের নিকট পড়ে থাকে এবং স্বামী ছাড়া অন্যের মৃত্যুতে শোক পালন করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"

অর্থঃ যে মহিলা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার জন্য বৈধ নয়, স্বামী ছাড়া অন্যের মৃত্যুতে শোক পালন করা, তবে স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক প্রকাশ করা যায়।

মহিলাদের কতক এমনও আছে, স্বামী তাকে বিছানায় আহ্বান করলে সে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। আর সে ধারণা করে যে, এমন বিরুদ্ধাচরণ নাফরমানী নয়। অথচ তা শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং এমন মহিলার উপর আল্লাহর ফেরেশতারা লা'নত করে। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فباتت وهو عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح" أخرجاه في الصحيحين

অর্থঃ যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে বিছানায় আসার আহ্বান করে, অতঃপর স্ত্রী যদি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে স্বামীর অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও অন্যত্র রাত্রি যাপন করে, তাহলে তার উপর ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত লা'নত করে। বুখারী ও মুসলিম

মহিলাদের কতক এমনও আছে, যারা স্বামীর মাল ব্যাবহারে সীমালঙ্ঘন করে, অথচ মহিলাদের জন্য বৈধ নয় যে, স্বামীর অনুমতি কিংবা সন্তুষ্টি ছাড়া ঘর থেকে মাল বের করবে।

লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের দরুন সুফিদের উপর শয়তান কর্তৃক নেক সুরতে ধোঁকা দানের বিবরণ।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, পূর্ববর্তী নেককার লোকেরা ইলম ও এবাদতে ব্যস্ততার দরুন লোকজন থেকে বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বকে প্রাধান্য দিতেন। তবে লোকজন থেকে বিচ্ছিন্নতা তাদেরকে জুমআর নামাজে সমবেত হওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা, অসুস্থ ব্যক্তির যিয়ারত করা, মৃত ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়া এবং হকদারের হক আদায়ে বাঁধা দান করে নি। বরং তা ছিলো শুধু মন্দকাজ ও মন্দ লোকদের থেকে দূরে থাকার বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু ইবলিছ পরবর্তীতে সুফিদের এক দলের উপর নেক সুরতে ধোঁকা দানের মিশন পরিচালনা করেছে। ফলে তাদের কেউ লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ে অবস্থান শুরু করে। সে একাকী রাত কাটায় এবং একাকী সকাল যাপন করে। ফলে জুমআয় অংশ গ্রহণ করা, নামাজের জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত শরীক হওয়া এবং আহলে ইলম ওলামায়ে কেরামের সংস্পর্শে আসা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

তাদের অধিকাংশের অবস্থা এমন, যারা লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দরিদ্র সুফিদের আশ্রয়কেন্দ্রে সমবেত হয়, ফলে মসজিদে উপস্থিত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা আরামের বিছানাকে নিজেদের আবাসস্থল বানিয়ে রুজি উপার্জন ছেড়ে দেয়।

আবু হামেদ গাযালী তার কিতাব এহইয়াউ উলুমিদ্দীনে উল্লেখ করেন, সাধনার উদ্দেশ্য হলো, অন্তর দুনিয়ার চিন্তা হতে খালি করা। আর তা ঐ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না কোন অন্ধকার নির্জন স্থানে অবস্থান করা

হয়। তিনি আরো বলেন, যদি কেউ এমন অন্ধকার স্থান না পায় তাহলে সে নিজ জুব্বার মাঝে মাথা লুকিয়ে নিবে, অথবা চাদর কিংবা লুঙ্গি দ্বারা সারা দেহ ঢেকে নিবে। তাহলে এমন অবস্থায় সে আল্লাহ তায়ালার আহ্বান শুনতে পারবে এবং আল্লাহর উপস্থিতির তাজাল্লি দেখতে পাবে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, লক্ষ করুন এই ধারাবাহিক বিন্যাসের প্রতি। আমি বিস্মিত হই যে, কিভাবে একজন বিজ্ঞ আলেম থেকে এমন কথা প্রকাশ পায়! আর তাকে এ সংবাদ কে দিলো যে, সে যা শুনতে পায় তা আল্লাহর আহ্বান, আর যা দেখতে পায় তা আল্লাহর তাজাল্লী! আর এ বিষয়ে নিশ্চিত সে কিভাবে হলো যে, সে যা শুনতে ও দেখতে পায় তা এক প্রকার ওসওয়াসা ও ভ্রান্ত ধারণা নয়! এমন বিষয়তো ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রকাশ পায়, যে খাবার অল্প পরিমাণে গ্রহণ করে। কেননা এমন ব্যক্তির উপর মালিখুলিয়া[১] রোগ প্রবল হয়। অবশ্য কোন কোন মানুষ এমন অবস্থায় ওসওয়াসা থেকে মুক্ত হয়, তবে সে যখন কাপড় দ্বারা চেহারা ঢেকে চোখ বন্ধ করে, তখন এসব বিষয়ের ধারণা তার মাঝে প্রবল হয়। কেননা মানুষের মস্তিষ্কে তিন ধরনের শক্তি বিরাজ করে। এক ধরনের শক্তি দ্বারা সে ধারণা করে, আরেক ধরনের শক্তি দ্বারা সে চিন্তা করে, আরেক ধরনের শক্তি দ্বারা সে মুখস্থ করে। মানুষের মস্তিষ্কের অগ্রভাগে যে দু'টি খালি স্থান রয়েছে, তাতে ধারণা শক্তির অবস্থান, আর মস্তিষ্কের মধ্যভাগে যে খালি স্থান রয়েছে, তাতে চিন্তা শক্তির অবস্থান, আর মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে যে খালি স্থান রয়েছে, তাতে মুখস্থ শক্তির অবস্থান। সুতরাং মানুষ যখন অন্ধকার স্থানে চোখ বন্ধ করে, তখন চিন্তাশক্তি ও ধারণাশক্তি ঘুরে বেড়ায়, ফলে সে বিভিন্ন ছায়ামূর্তি দেখে ধারণা করে যে, এগুলো আল্লাহর নূরের তাজাল্লী। আমরা এমন ওসওয়াসা ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

---

[১] তা এমন রোগ যার প্রভাবে আকল বিকৃত হয়, চেহারা সবুজ হয়, চোখ গর্তে ঢুকে যায়, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় এবং দুঃখ-চিন্তা বেড়ে যায়।

ওছমান বিন আদমী (রহ.) বলেন, আবু ওবাইদ তস্তরীর অভ্যাস ছিলো, যখন রমযানের প্রথম দিন আগত হতো তখন নিজ গৃহে প্রবেশ করে স্ত্রীকে বলতেন, ঘরের দরজা বন্ধ করো, প্রতি রাতে পাত্রে করে একটি রুটি আমার কামরায় নিক্ষেপ করো। যখন ঈদের দিন আগত হতো তখন স্ত্রী কামরায় প্রবেশ করে কামরার এক কোনে ত্রিশটি রুটি দেখতে পেত। তিনি রমযানের পুরো মাসে না খেয়েছেন, না পান করেছেন, আর না নামাজের জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। বরং এক ওজু দিয়েই রমযানের পুরো মাস কাটিয়ে দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ ঘটনাটি আমার নিকট দু' কারণে শুদ্ধ নয়ঃ- প্রথমতঃ এক মাসব্যাপী কোন মানুষ ঘুম, প্রস্রাব, পায়খানা কিংবা বায়ু বের হওয়ার কারণে হাদাছগ্রস্ত না হওয়া। দ্বিতীয়তঃ জুমআর নামাজ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাতে শরীক হওয়া ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও তাতে শরীক না হওয়া।

আর যদি ঘটনাটি সত্য হয় তাহলে তো এটা পরিস্কার যে, ইবলিছ তার উপর নেক সুরতে ধোঁকা দেয়ার মিশন সফল ভাবেই বাস্তবায়ন করেছে।

একাকীত্বের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, যে একাকীত্ব মানুষকে ইলম অর্জন ও শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখে তা শরীয়তে নিষিদ্ধ। হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন,

عن أبي امامة قال خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سرية من سراياه قال فمر رجل بغار فيه شيء من ماء قال فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه وفيه شيء من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى عن الدنيا ثم قال لو أني أتيت نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكرت ذلك له فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل فأتاه فقال يا نبي الله اني

مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى عن الدنيا قال فقال نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اني لن أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة".

অর্থঃ আমরা এক অভিযানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হয়েছি। তখন এক ব্যক্তি কোন এক গুহা অতিক্রমকালে তাতে কিছু পানি দেখে সে মনে মনে ভাবলো, এ গুহায় অবস্থান করলে তাতে যা রয়েছে জীবন ধারণের জন্য খাদ্য হিসাবে তাই যথেষ্ট। আর গুহায় অবস্থিত পানি থেকেই তার চারপাশের শাক-সবজি সিঞ্চিত হতো। তাই সে ভাবলো, গুহায় অবস্থান করে গুহার সবজি-পানীয় খেয়ে জীবন ধারণ করলেই দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা যাবে। অতঃপর সে বললো, আমি যদি আল্লাহর নবীর নিকট গিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করি এবং তিনিও আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি তা করবো, নচেৎ তা হতে বিরত থাকবো। তখন সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমি এক গুহা অতিক্রম করেছি, তাতে যে পানি ও সবজি রয়েছে তা আমার দৈনন্দিন খাদ্য হিসাবে যথেষ্ট। তাই আমার নফস তাতে অবস্থান করে দুনিয়া হতে বিমুখ হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তখন আল্লাহর নবী বললেন, আমি না ইহুদী ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, আর না নাসরানী ধর্ম নিয়ে, বরং আমি প্রেরিত হয়েছি মহান এবং উদার ধর্ম ইসলাম নিয়ে। ঐ সত্তার কসম; যার হাতে আমি মুহাম্মদের জান, আল্লাহর পথে এক সকাল কিংবা এক বিকাল ব্যয় করা, দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা রয়েছে তা হতে উত্তম। তোমাদের কেউ জামাতের সাথে নামাজ পড়া একাকী ষাট বছর নামাজ পড়া হতে উত্তম।

বিনয়ের ভান ও মাথা নত করার ক্ষেত্রে সুফিদের উপর শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা দানের বিবরণ।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, যদি অন্তরে আল্লাহর ভয় বদ্ধমূল হয়, তাহলে অবশ্যই দেহে বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। এমন ব্যক্তি কখনোই তা চাপা দিতে সক্ষম নয়। তাই আপনি এমন ব্যক্তিকে দেখবেন মাথা অবনমিত, ভদ্র এবং বিনয়াবনত। অবশ্য আমাদের পূর্বসূরীদের থেকে এ জাতীয় কিছু প্রকাশ পেলে তারা তা লুকানোর চেষ্টা করতেন। মুহাম্মদ বিন সীরীন দিনে হাসতেন আর রাতে কাঁদতেন। অবশ্য আমরা আলেম সমাজকে জনসাধারণের মাঝে বেশি প্রফুল্ল হওয়ার নির্দেশ দিব না। কেননা অনেক ক্ষেত্রে তাদের জন্য তা কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। রাসুলের সাহাবী হযরত আলী (রা.) বলেন,

عن علي رضي الله عنه إذا ذكرتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك فتمجه القلوب

অর্থঃ যখন তোমরা ইলমী আলোচনা করো তখন সংযত হয়ে করো, আলোচনার সাথে হাসির সংমিশ্রণ ঘটিও না – তাহলে মানুষের অন্তর তা গ্রহণ না করে নিক্ষেপ করবে।

আর এ জাতীয় বিষয় রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আলেম যদি বৈধ বিষয়ে উদার হয় তাহলে সাধারণ লোকের অন্তর আলেমের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়। তাই আলেমের উচিৎ, সাধারণ লোকের সাথে সংযত ও ভদ্রভাবে মিলিত হওয়া।

তবে শরীয়তে নিন্দার বিষয় হলো, বিনয় ও ক্রন্দনের ভান করা এবং ইচ্ছা করে মাথা নত রাখা – যেন মানুষ তাকে দুনিয়াবিমুখ মনে করে মুসাফাহা এবং হাত চুম্বনের জন্য প্রস্তুত হয়।

আবার এমন ব্যক্তিকে যদি বলা হয়, আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন, তাহলে সাথে সাথেই সে দোয়ার জন্য প্রস্তুত হয়; যেন সে আসমান থেকে দোয়ার ফায়সালা নামিয়েই ক্ষান্ত হবে।

কোন একজন ইবরাহিম নাখঈকে (রহ.) বললো, আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন, তখন তিনি তা অপছন্দ করেন এবং ক্ষুব্ধ হন।

বিনয় ও লজ্জার ভানকারীদের কতক এমনও আছে, যারা আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকায় না। অথচ তাদের জানা নেই যে, এটা কোন ফযিলতের বিষয় নয়। কেননা কোন বিনয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিনয়ের উর্ধ্বে নয়। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে আবু মুসা আশআরী (রা.) বলেন,

وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء وفي هذا الحديث دليل على استحباب النظر إلى السماء لأجل الاعتبار بآياتها وقد قال الله تعالى: {أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا} وقال {قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক পরিমাণে আকাশের দিকে তাকাতেন।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, আকাশের দিকে তাকানো মুস্তাহাব। কেননা আকাশে শিক্ষণীয় আল্লাহর অগণিত নিদর্শন রয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেন, তারা কি নিজেদের উপর অবস্থিত আকাশের প্রতি লক্ষ করে না, কিভাবে আমি তা সৃষ্টি করেছি। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে তা তোমরা অবলোকন করো।

উল্লেখিত আয়াতদ্বয় সুফিদের কিছু কর্মের প্রত্যাখ্যান করে। কেননা কতক সুফির অবস্থা এমন, বছরের পর বছর তারা আকাশের দিকে তাকায় না। তারা যদি জানতো যে, আল্লাহর বিষয়ে লজ্জাবনত হওয়ার ক্ষেত্রে মাথা নিচু করা এবং উঁচু করা সমান, তাহলে তারা তা কখনোই করতো না। তবে ইবলিছ তাদেরকে যে বিষয়ে লিপ্ত করেছে, তা মূর্খদের সাথে খেল-তামাসা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তবে আলেমদের

থেকে সে বহুদূরে অবস্থান করে এবং তাদের বিষয়ে সে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। কেননা তারা ইবলিছের সকল বিষয় জানে এবং তার চক্রান্তের কৌশলসমূহ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে।

আবু ছালামা বিন আবদুর রহমান বলেন,

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منحرفين ولا متماوتين وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم

অর্থঃ রাসুলের (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবারা না অস্বাভাবিক ছিলেন না মনমরা ছিলেন, বরং তারা নিজেদের মজলিসে কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহেলী যুগে নিজেদের অবস্থা আলোচনা করতেন।

অন্য রেওয়ায়েতে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ কুরশি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا على نفاق.

অর্থঃ ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এক যুবককে মাথা নত করে থাকাবস্থায় দেখে বললেন, হে যুবক! মাথা উঁচু করো। কেননা মাথা নিচু করে থাকা তোমার অন্তরের বিনয় বৃদ্ধি করবে না। যে ব্যক্তি মানুষের সামনে এমন বিনয় প্রকাশ করবে যা তার অন্তরে নেই, তাহলে সে নিফাকের উপর নিফাক প্রকাশ করলো।

কাহমাছ বিন হুছাইন বলেন, এক ব্যক্তি ওমর বিন খাত্তাবের (রা.) সামনে দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে দুঃখের ভান করলে ওমর (রা.) তাকে ঘুষি মারেন।

আছেম বিন কুলাইব জুরমী (রহ.) বলেন,

عن عاصم بن كليب الجرمي قال لقي أبي عبد الرحمن بن الأسود وهو يمشي وكان إذا مشى يمشي جنب الحائط متخشعا هكذا وأمال أبو بكر عنقه شيئا فقال أبي مالك إذا مشيت مشيت إلى جنب الحائط أما والله ان عمر إذا مشى لشديد الوطء على الأرض جهوري الصوت.

অর্থঃ আমার বাবা আবদুর রহমান বিন আসওয়াদের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করেন, যখন তিনি হাঁটছিলেন। আর আবদুর রহমানের অভ্যাস হলো, তিনি যখন হাঁটতেন তখন দেয়ালের পাশ দিয়ে ঘাড় ঝুকিয়ে হাঁটতেন। তখন আমার বাবা বললেন, আমি লক্ষ করলাম যে, আপনি যখন হাঁটেন তখন দেয়ালের পাশ ঘেষে হাঁটেন। জেনে রাখুন, আল্লাহর কসম করে বলছি; ওমর (রা.) যখন হাঁটতেন তখন এত দ্রুত হাঁটতেন যে, হাঁটার আওয়াজ স্পষ্ট শুনা যেত।

সুলাইমান বিন আবু খাইছামা (রহ.) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن سليمان بن أبي خيثمة عن أبيه قال قالت الشفا بنت عبد الله ورأت فتيانا يقصرون في المشي ويتكلمون رويدا فقالت ما هذا قالوا نساك قالت كان والله عمر إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وهو الناسك حقا.

অর্থঃ শাফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.) কিছু যুবককে ছোট পায়ে হাঁটতে এবং নিচু আওয়াজে কথা বলতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা? তখন বলা হলো, এরা খুব ধার্মিক। তিনি তখন বললেন, আল্লাহর কসম; ওমর যখন কথা বলতেন তখন শুনিয়ে বলতেন, যখন হাঁটতের তখন দ্রুত হাঁটতেন, আর যখন কাউকে প্রহার করতেন তখন এমনভাবে করতেন, যেন সে ব্যাথা পায়। অথচ তিনি ছিলেন প্রকৃত ধার্মিক।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমাদের পূর্বসূরীরা তাদের প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখতেন। তারা কৃত্রিমতা পরিহার করতে কৃত্রিমতার পথ অবলম্বন করতেন।

আইয়ুব সাখতিয়ানী (রহ.) নিজের অবস্থা ঢাকার জন্য কাপড় কিছুটা লম্বা রাখতেন।

সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলতেন, আমার যে আমল প্রকাশ পেয়েছে তা আমি অভ্যাসে পরিণত করবো না।

তিনি তার এক শিষ্যকে লোক সম্মুখে নামাজ পড়তে দেখে বলেন, তোমাকে লোক দেখিয়ে নামাজ পড়তে কোন জিনিস উদ্বুদ্ধ করলো!

মুহাম্মদ বিন যিয়াদ (রহ.) বলেন, আবু উমামা (রা.) এক ব্যক্তিকে সিজদারত অবস্থায় অতিক্রমকালে বললেন, যদি এ সিজদা তোমার ঘরে হত তাহলে কতইনা উত্তম হত!

হুছাইন বিন আম্মার (রহ.) বলেন, এক ব্যক্তি হাসান বিন আম্মারার মজলিসে আহ শব্দ উচ্চারণ করলে হাসান তার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে বললেন, কে এই ব্যক্তি? তখন আমাদের ধারণা হলো যে, তিনি যদি তাকে চিনতেন তাহলে পাকড়াওয়ের নির্দেশ দিতেন।

ইমাম শাফেঈ বলেন,

ودع الذين اذا أتوك تنسكوا... واذا خلوا فهم ذئاب خفاف

অর্থঃ তুমি ঐ ব্যক্তিদের সংশ্রব পরিহার করো, যারা তোমার কাছে আসলে ধার্মিকতার ভান করে, আর যখন চলে যায় তখন তারা হয় হিংস্র নেকড়ে।

ইবরাহিম বিন সাঈদ বলেন, আমি একদিন খলিফা মামুনের মাথার নিকট দাঁড়ানো ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে ইবরাহিম! আমি বললাম লাব্বাইক। তিনি বললেন, দশটি নেক আমল এমন রয়েছে, যা আল্লাহর দরবারে ওঠে না এবং আল্লাহ তা কবুল করেন না। আমি বললাম হে আমিরুল মুমিনীন! সেগুলো কি? তিনি বললেন, মিম্বারে বসে ইবরাহিমের ক্রন্দন, আবদুর রহমান বিন ইসহাকের বিনয়, ইবনে সামাআর অনাড়ম্বর জীবন-যাপন, খাইউয়ার রাতের নামাজ,

আব্বাসের দ্বি-প্রহরের নামাজ, ইবনে সিনদীর সোমবার ও বৃহস্পতি বারের রোযা, আবু রজার হাদীস, হাজেবীর ঘটনা, হাফসুইয়ার সদকা, এবং ইয়ালা ইবনে কুরাইশের উদ্দেশ্যে লেখা শামীর কিতাব।

বিবাহ বর্জনের ক্ষেত্রে শয়তান কর্তৃক সুফিদেরকে নেক সুরতে ধোঁকা দানের বিবরণ

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা হলে বিবাহ করা ওয়াজিব। যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকে তাহলে অধিকাংশ ফুকাহার মতানুসারে বিবাহ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, এমন অবস্থায় বিবাহ সকল নফল এবাদত হতে উত্তম। কেননা তা সন্তানের অস্তিত্ব লাভের মাধ্যম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

قال عليه الصلاة والسلام: "تناكحوا تناسلوا" وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني".

অর্থঃ তোমরা বিবাহের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিয়ে বংশ বিস্তার করো।

অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

বিবাহ আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়।

হযরত স'াদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন,

عن سعد بن أبي وقاص قال لقد رد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له في ذلك لاختصينا

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওসমান বিন মাযউনের অবিবাহিত থাকার আবদার ফিরিয়ে দিয়েছেন। যদি তাকে অনুমতি দেয়া হত তাহলে আমরা পুরুষত্বহীন হয়ে যেতাম।

অন্য হাদীসে আনাছ বিন মালেক (রা.) বলেন,

عن أنس بن مالك أن نفرا من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سألوا أزواج النبي عليه السلام عن عمله في السر فأخبروهم فقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام الليل على فراش وقال بعضهم أصوم ولا أفطر فحمد الله النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه ثم قال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني"

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদল সাহাবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের নিকট তার গোপন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তারা তাদের সে বিষয়ে অবহিত করলে তাদের কতক বললো, আমি গোস্ত খাব না। কতক বললো, আমি মেয়ে লোক বিয়ে করবো না। আর কেউ বললো, আমি রাতে বিছানায় ঘুমাবো না। আর কতক বললো, আমি সব সময় রোযা রাখবো, কখনো রোযা ভাংবো না। তখন এসব শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, লোকদের কি হলো যে, তারা এসব কথা বলছে! আমিতো নামাজ পড়ি এবং রাতে ঘুমাই, রোজা রাখি, রোজা হতে বিরত থাকি এবং মেয়েলোকদের বিবাহ করি। এগুলো আমার সুন্নাত, সুতরাং যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়।

সাঈদ বিন ওবাইদ (রহ.) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এই উম্মতের কল্যাণের একটি দিক এটাও যে, তাদের মেয়েরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ওসমান বিন খালেদ তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, শাদ্দাদ বিন আওছ বলেছেন, তোমরা আমাকে বিবাহ করাও। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অসিয়ত করেছেন যে, আমি যেন অবিবাহিত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ না করি।

হযরত আবু যর (রা.) বলেন,

عن أبي ذر قال دخل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي الهلالي فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا عكاف هل لك من زوجة قال لا قال ولا جارية قال لا قال وأنت موسر بخير قال وأنا موسر قال أنت إذا من إخوان الشياطين لو كنت من النصارى لكنت من رهبانهم إن سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم فما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من ترك النساء"

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উকাফ বিন বিশর তামিমী নামে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন হে উকাফ, তোমার কি স্ত্রী আছে? সে উত্তরে বললো, না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কি বাঁদী আছে? সে বললো, না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি ভালোভাবে সচ্ছল? সে উত্তরে বললো, হাঁ। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি তো শয়তানের ভাই। তুমি যদি নাসারাদের দলভুক্ত হতে তাহলে তাদের পাদ্রী হয়ে যেতে। নিশ্চয় বিবাহ আমাদের সুন্নাত। অবিবাহিত ব্যক্তিরাই তোমাদের মাঝে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। তোমাদের মৃতদের মাঝেও অবিবাহিতরাই জঘন্যতম। নেককারদের মাঝে হামলা চালাতে বিবাহ বর্জনের চেয়ে বড় হাতিয়ার শয়তানের নিকট দ্বিতীয়টি নেই।

হযরত আতা বিন আবী রিবাহ আবু হুরাইরার (রা.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء

المتشبهات بالرجال والمتبتلين من الرجال الذين يقولون لا نتزوج والمتبتلات من النساء اللاتي يقلن ذلك

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়ে সদৃশ ঐসব পুরুষদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন, যারা মেয়েদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং ঐসব মেয়েদের প্রতি অভিসম্পাত করছেন, যারা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তিনি অবিবাহিত ঐসব পুরুষদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন যারা বলে যে, আমরা বিবাহ করবো না এবং অবিবাহিতা ঐসব নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন যারা বলে যে, আমরা বিবাহ করবো না।

আবু বকর মারুযী বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রহ.) বলতে শুনেছি,

عن أبي بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله احمد بن حنبل يقول ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أربع عشرة امرأة ومات عن تسع ثم قال لو كان بشر بن الحارث تزوج كان قد تم أمره كله لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجوا ولم يكن كذا ولم يكن كذا وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وما عندهم شيء وكان يختار النكاح ويحث عليه وينهى عن التبتل فمن رغب عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو على غير الحق ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له و قال ابراهيم بن آدم لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا.

অর্থঃ অবিবাহিত থাকার কোন বিশেষত্ব ইসলামে নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দটি বিয়ে করেছেন এবং নয় জন স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিশর বিন হারেছ যদি বিয়ে

করতো তাহলে তার সকল বিষয় পূর্ণ হত। লোকেরা যদি বিয়ে বর্জন করে তাহলে তারা জিহাদ করতে পারবে না, হজ্জ করতে পারবে না এবং তারা বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। নবী জীবনে এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যে, তিনি স্ব-পরিবারে খাদ্যবিহীন সকাল যাপন করেছেন। তিনি বিবাহ পছন্দ করতেন এবং সে ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন, কিন্তু অবিবাহিত থাকতে নিষেধ করতেন। সুতরাং রাসুলের কাজ থেকে যে বিমুখ হবে সে হকের উপর নেই।

আইয়ুব (আ.) দুঃখের সময় বিবাহ করেছেন এবং তার সন্তানও হয়েছে।

ইবরাহিম বিন আদাম বলেন, রুটির জন্য পিতার সামনে পুত্রের ক্রন্দন বহু নেক কাজ থেকেও উত্তম।

ইবলিছ বহু সুফির উপর নেক সুরতে ধোঁকা দানের মিশন চালিয়ে তাদেরকে বিবাহ থেকে বিরত রেখেছে। ফলে তাদের পূর্ববর্তীরা এবাদতের ব্যস্ততার দরুন তা বর্জন করেছে এবং বিবাহকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে অন্তরায় মনে করেছে। এসব সুফিদের বিবাহের প্রয়োজন কিংবা বিবাহের প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা বিবাহ থেকে বিরত থেকে নিজেদের দেহ ও ধর্মের ক্ষতি করেছে। আর বিবাহের প্রয়োজন যাদের ছিলো না তারা বিবাহের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বুখারী, মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال "وفي بضع أحدكم صدقة" قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر" قالوا نعم قال: "وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" ثم قال: "أفتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير"

অর্থঃ তোমাদের প্রত্যেকের গোস্ত খণ্ডেও সদকা রয়েছে। সাহাবারা বললেন, আমাদের কেউ যদি তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে তাহলে

তাতেও কি তার সওয়াব হবে! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আচ্ছা বলো তো; যদি সে তার চাহিদা হারাম পন্থায় পুরা করে তাহলে কি তার গুনাহ হবে? তারা বললেন, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অনুরূপভাবে যদি সে তার চাহিদা হালাল পন্থায় পুরা করে তাহলে তার সওয়াব হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি গুনাহের হিসাব করো নেকির হিসাব করো না!

সুফিদের কতক বলে, বিবাহ স্ত্রীর ভরণ-পোষণকে আবশ্যক করে, আর ভরণ-পোষণের জন্য উপার্জন করা আবশ্যক, আর উপার্জনতো এক কঠিন কাজ।

তাদের এ কথা উপার্জনের কষ্ট হতে মুক্ত থেকে বিলাসী জীবন-যাপনে তাদের আকাঙ্খার উপর দালালত করে। অথচ বুখারী, মুসলিমের হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন,

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار أنفقته في الصدقة ودينار أنفقته على عيالك أفضلها الدينار الذي أنفقته على عيالك"

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি যে দীনার আল্লাহর পথে খরচ করো, যে দীনার গোলামের জন্য খরচ করো, যে দীনার সদকা স্বরূপ খরচ করো, এবং যে দীনার তোমার পরিবারের জন্য খরচ করো – এর মধ্যে সর্বোত্তম সেই দীনার যা তোমার পরিবারের জন্য খরচ করেছো।

সুফিদের কতক বলে, বিবাহ দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে, তাই বিবাহ থেকে বিরত থাকা উত্তম।

সুফি আবু সুলাইমান দারানী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি হাদীস অন্বেষণ করে অথবা রিজিক অন্বেষণে সফর করে কিংবা বিবাহ করে তাহলে সে

দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হলো।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ ব্যক্তির পুরো কথাই শরীয়ত বিরোধী। কিভাবে হাদীস অন্বেষণ থেকে বিরত থাকবে, অথচ ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন! কেনই বা রিজিক অন্বেষণ করবে না, অথচ ওমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেছেন,

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أموت من سعي على رجلي أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله

আমি নিজেকে অন্যের দ্বারস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পদব্রজে রিজিক অন্বেষণের চেষ্টায় মৃত্যুবরণ করা, আমার নিকট আল্লাহর পথে জিহাদ করে মৃত্যুবরণ করা থেকে উত্তম।

আর বিবাহ বন্ধনে কেনইবা আবদ্ধ হবে না, অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "تناكحوا تناسلوا" তোমরা বিয়ে করে সন্তান জন্ম দেয়ার মাধ্যমে বংশ বিস্তারের ধারা অব্যাহত রাখ। সুতরাং উল্লেখিত দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তাদের এসব কথা-কাজ সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী।

তবে যারা পরবর্তীকালের জাহেদ, তাদের বিবাহ থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ থেকে জাহেদ উপাধি লাভ করা। আর সাধারণ লোকতো সুফিদের তখনই মহান মনে করে যখন তারা স্ত্রী শূন্য হয়। ফলে তারা বলে, ইনিতো এমন ব্যক্তি, যে কোন মহিলার সঙ্গলাভ করে নি। অথচ তাদের জানা নেই যে, এ তো এমন সন্যাস ধর্ম, যা আমাদের শরীয়তে নেই।

আবু হামেদ গাযালী (রহ.) বলেন, মুরীদের জন্য উচিৎ নয় যে, সে নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে। কেননা বিবাহ সুলুকের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং স্ত্রীর প্রতি আসক্ত করে। আর যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি আসক্ত হয় সে আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমি গাযালীর (রহ.) কথায় বিস্মিত হই। আপনি কি মনে করেন যে, যে ব্যক্তি নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা, সন্তান গ্রহণ কিংবা তার স্ত্রীর চারিত্রিক পবিত্রতা চায় সে যে সুলুকের পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি – এ কথাটি আবু হামেদ গাযালীর জানা নেই! নাকি সে স্ত্রীর প্রতি স্বভাবগত ভালোবাসাকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে অন্তরায় মনে করে! অথচ আল্লাহ পাক কোরআনে মানুষের প্রতি তার অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করে বলেন,

وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

অর্থঃ তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জীবনসঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যেন তার কাছে তোমরা প্রশান্তি লাভ করো। আর তোমাদের একের প্রতি অন্যের ভালোবাসা ও দয়া তিনিই দান করেছেন।

এক বিশুদ্ধ সনদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জাবের বিন আবদুল্লাহর (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাবের বিন আবদুল্লাহকে সম্বোধন করে বলেন,

وفي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك"

অর্থঃ তুমি যদি কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে তাহলে তার সাথে আনন্দ করতে এবং সেও তোমার সাথে আনন্দ করতো।

আপনার কি জানা নেই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতেন এবং আয়েশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন! তাহলে কি আল্লাহর সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিলো না! মূলতঃ শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই তারা এসব বলে থাকে।

বিবাহ বর্জনকারীদের জন্য সতর্কবাণী

ভালো করে শুনুন, যখন সুফীদের যুবকরা দীর্ঘদিন বিবাহ থেকে বিরত রয়েছে তখন তিন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

প্রথম ক্ষতিঃ দীর্ঘদিন ধাতু আটকে রাখার কারণে অসুস্থতা।

মানুষ যখন দীর্ঘদিন সহবাস থেকে বিরত থাকে এবং দেহের মাঝে ধাতু আটকে থাকে তখন তা ধীরে ধীরে মস্তিস্কে ওঠে। আবু বকর মুহাম্মদ বিন যাকারিয়া রাজি বলেন, আমি এমন সম্প্রদায়কে চিনি যারা অধিক শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু যখন তারা দার্শনিকের ভাব নিয়ে সহবাস থেকে বিরত থাকে তখন তাদের দেহ শীতল হয়ে যায়, নড়াচড়া কষ্টকর হয়ে যায়, বিনা কারণে তারা হতাশায় ভোগে, তাদের মাঝে মালিখুলিয়া রোগ পরিলক্ষিত হয়, তাদের খাওয়ার রুচি কমে যায় এবং হজমশক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

তিনি আরো বলেন, আমি এমন ব্যক্তিকে দেখেছি যে সহবাস বর্জন করলে খাওয়ার রুচি হারিয়ে ফেলে, ফলে সে অল্প আহার সত্ত্বেও তা হজম করতে না পেরে বমি করে ফেলে দেয়। যখন সে পূর্বের স্বভাব অনুযায়ী সহবাসে ফিরে আসে তখন সে দ্রুত এসব সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করে।

দ্বিতীয় ক্ষতিঃ তারা নিষিদ্ধ বস্তুর পিছু ছোটে।

তাদের এক দলের অবস্থা এমন, যারা দীর্ঘদিন সহবাস বর্জনের উপর অটল থেকে ধাতু বেশি পরিমাণে জমা হওয়ার দরুন তাদের যৌন উত্তেজনা এত বৃদ্ধি পায় যে, তারা যে পরিমাণ সহবাস থেকে বিরত রয়েছে তার চে' অধিক পরিমাণে মহিলাদের সঙ্গলাভ এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় জড়িয়ে পড়ে । ফলে তাদের অবস্থা হয় ঐ ব্যক্তির মতো, যে দীর্ঘদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর এ পরিমাণ খাবার একসাথে ভক্ষণ করে ক্ষুধার্তকালিন সময়ে যা থেকে সে বিরত রয়েছে।

তৃতীয় ক্ষতিঃ বিবাহ থেকে বিরত থাকা দাড়ী বিহীন বালকদের সঙ্গলাভের প্রতি আকৃষ্ট করে।

তাদের এক দলের অবস্থা এমন, যারা নিজেদেরকে বিবাহ থেকে বিরত রাখলে তাদের দেহে আবদ্ধ ধাতু তাদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করলে তারা বালকদের পিছে ঘুরতে থাকে।

তাদের এক দলের অবস্থা এমন, যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বলে, আমরা প্রবৃত্তির তাড়নায় বিবাহ করি না। যদি তারা এ কথার উদ্দেশ্য এটা নেয় যে, বিবাহের বৃহত্তম উদ্দেশ্য হলো সুন্নাতের উপর আমল করা - তাহলে তাদের কথা যথার্থ। আর যদি তারা দাবি করে যে, বিবাহের প্রতি তাদের মোটেও আগ্রহ নেই তাহলে তা এক সু-স্পষ্ট অসম্ভব বিষয়।

আরেকদল মূর্খের অবস্থা এমন, যারা মূর্খতার ডানায় ভর করে নিজেদের যৌনাঙ্গ কর্তন করে প্রত্যয়ের সাথে বলে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি লজ্জাবনত হয়ে এমনটি করেছি। অথচ তাদের জানা নেই যে, তারা যা করেছে তা এক চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা। কেননা আল্লাহ তায়ালা এ অঙ্গের মাধ্যমেই নারীদের উপর পুরুষকে মর্যাদাবান করেছেন এবং সন্তান উৎপাদনের মাধ্যম স্বরূপ তাদেরকে তা দান করেছেন। অনন্তর যৌনাঙ্গ কর্তন তাদের মন থেকে বিবাহের আকাঙ্খা দূর করে না, ফলে তা কর্তন করে তাদের উদ্দেশ্যও হাসিল হয় না।

সন্তান অন্বেষণ না করার ক্ষেত্রে সুফিদেরকে শয়তান নেক সুরতে ধোঁকা দানের বিবরণ

আহমদ বিন আবুল হাওয়ারী বলেন, আমি আবু সুলাইমান দারানীকে বলতে শুনেছি, যে সন্তান অন্বেষণ করে সে নির্বোধ, কেননা সন্তান না তার দুনিয়ার কাজে আসে না আখেরাতের কাজে। যদি সে খাবার খেতে চায় কিংবা ঘুমাতে চায় অথবা সহবাস করতে চায় তাহলে সন্তান তার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, আর যদি সে আল্লাহর এবাদত করতে চায় তাহলে সন্তান তাকে বাঁধাগ্রস্ত করে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এতো এক মহা ভুল। আর তা ভুল হওয়ার ব্যাখ্যা হলো, যেহেতু দুনিয়া সৃষ্টি দ্বারা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখা, আর মানুষও এমন সৃষ্ট জীব, যে স্বল্পকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকে, তাই আল্লাহ মানুষ থেকে তার অনুরূপ সৃষ্টির নেযাম চালু করে মানুষ সৃষ্টির মাধ্যম গ্রহণে তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। কখনো তাকে উদ্বুদ্ধ করেন স্বভাবের দিক থেকে আর কখনো উদ্বুদ্ধ করেন শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে। স্বভাবের দিক থেকে উদ্বুদ্ধ করেন মনে শাহওয়াতের আগুন প্রজ্বলিত করে, আর শরীয়তের দিক থেকে উদ্বুদ্ধ করেন বিভিন্ন বিধান বর্ণনা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

অর্থঃ তোমরা তোমাদের মধ্যকার বিধবা ও নেককার গোলামদের বিবাহ দাও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"تناكحوا تناسلوا فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط"

অর্থঃ তোমরা বিবাহের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিয়ে বংশ বিস্তার করো, যদিও তা অকালপ্রসূতভ্রূণ দ্বারা হোক, কেননা আমি কেয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবো।

স্বয়ং নবীরাও সন্তান অন্বেষণ করেছেন। তাদের কথা বিবৃত করে আল্লাহ বলেন,

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

অর্থঃ প্রভু হে! আপনার পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র বংশধর দান করুন, নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي

অর্থঃ প্রভু হে! আমাকে নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী বানান এবং আমার বংশধর হতেও অনুরূপ ব্যক্তি পয়দা করুন। এরূপ অগণিত আয়াত কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি নেককার লোকদের অস্তিত্ব লাভের একমাত্র মাধ্যম বিবাহ। কোন কোন সহবাসতো এমনও হয় যা থেকে ইমাম শাফেয়ী (রহ.), আহমদ বিন হাম্বলের (রহ.) মতো এমন মহামানব জন্মগ্রহণ করে, যাদের জন্মদান হাজার বছর এবাদত থেকেও উত্তম।

হাদীস শরীফে এমনও আছে, যারা স্ত্রী সহবাস করে, সন্তান-সন্ততি এবং পরিবার-পরিজনের উপর খরচ করে, পিতার জীবদ্দশায় যার সন্তান মৃত্যুবরণ করে কিংবা সন্তান জীবিত রেখে যে পিতা মৃত্যু বরণ করে – এরা সবাই প্রতিদান প্রাপ্ত। সুতরাং যে সন্তান অন্বেষণ এবং বিবাহ থেকে বিমুখ হয় সে তো সুন্নাত ও মুস্তাহাবের বিরোধিতা করে মহা প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হয়। আর যারা এমনটি করে তারা মূলতঃ কষ্টমুক্ত বিলাসী জীবন কামনা করে।

খুলদী বলেন, আমি জুনাইদ বাগদাদীকে বলতে শুনেছি,

الأولاد عقوبة شهوة الحلال فما ظنكم بعقوبة شهوة الحرام

সন্তান-সন্ততি মূলতঃ বৈধ কামনার শাস্তি, সুতরাং অবৈধ কামনার শাস্তির ব্যাপারে তোমাদের কী ধারনা!

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, জুনায়েদের (রহ.) কথা সঠিক নয় বরং তা এক ভুল মন্তব্য, কেননা বৈধ বিষয়কে শাস্তি আখ্যায়িত করা সঠিক নয়। কারণ; শরীয়ত এমন কিছুকে বৈধ করে না যা থেকে উৎপন্ন বস্তু শাস্তির কারণ হবে, আর এমন বিষয়ে উৎসাহিতও করে না যা বাস্তবায়নকারী ছাওয়াব বঞ্চিত হবে।

সফর এবং ভ্রমণের ক্ষেত্রে সুফিদেরকে শয়তান নেক সুরতে ধোঁকা দেয়ার বিবরণ

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ভ্রমণের ব্যাপারে ইবলিছ বহু লোককে নেক সুরতে ধোঁকা দিয়েছে। ফলে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে এমন

ভ্রমণের ব্যাপারে, না ছিলো যার স্থান নির্দিষ্ট আর না ছিলো তাদের ইলম অন্বেষণের কোন উদ্দেশ্য। বরং তাদের অধিকাংশ পাথেয় বিহীন একাকী ভ্রমণ করে নিজেকে মুতাওয়াক্কিল দাবি করে। তারা এ কাজের দরুন অগণিত ফযিলত থেকে বঞ্চিত এবং ফরয পালনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং আল্লাহর ওলি হিসাবে ধারণা করে। অথচ তাদের জানা নেই যে, তারা এ কাজের দরুন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত উপেক্ষা করে নাফরমানদের কাতারে শামিল হচ্ছে।

অনির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করা নিন্দিত হওয়ার কারণ হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনা প্রয়োজনে যমীনে ভ্রমণ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। দলীল স্বরূপ আমরা মুসলিম বিন তাউসের হাদীস উল্লেখ করছিঃ-

عن مسلم عن طاوس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لا زمام ولا خزام ولا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام

অর্থঃ মুসলিম বিন তাউস বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নাকে রশি বাঁধা, আংটা পড়া, বৈরাগ্যবাদ এবং দেশ ত্যাগ করে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমানোর বিধান ইসলামে নেই।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তার সুনান গ্রন্থে আবু উমামার (রা.) হাদীস বর্ণনা করে বলেন,

وروى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله إئذن لي في السياحة فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله".

অর্থঃ সাহাবী আবু উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে নিরুদ্দেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করুন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করাই আমার উম্মতের নিরুদ্দেশ ভ্রমণ।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমরা ইতিপূর্বে সাহাবী ওসমান বিন মাযউনের (রা.) হাদীস উল্লেখ করেছি, যাতে ওসমান বিন মাযউন (রা.) বলেন,

عن عثمان بن مظعون انه قال يا رسول الله إن نفسي تحدثني بأن أسيح في الأرض فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له: "مهلا يا عثمان فإن سياحة أمتي الغزو في سبيل الله والحج والعمرة"

অর্থঃ হে আল্লাহর রাসুল! আমার মন আমাকে বলে, আমি যেন পৃথিবীতে ভ্রমণ করি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ধীরে হে ওসমান! আল্লাহর পথে জীহাদ এবং হজ্জ, ওমরা পালন করাই আমার উম্মতের ভ্রমণ।

এক বর্ণনায় ইসহাক বিন ইবরাহিম বিন হানী (রহ.) বলেন, একদা ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রহ.) জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার নিকট কোন ব্যক্তি উত্তম? যমীনে ভ্রমণরত এবাদতকারী নাকি নিজ এলাকায় অবস্থানরত এবাদতকারী? তখন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, ভ্রমণের কোন বিশেষত্ব ইসলামে নেই এবং তা নবী-রাসুল এবং নেককারদের কাজও নয়।

আর একাকী ভ্রমণ নিন্দনীয় হওয়ার কারণ হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন ব্যক্তিকে একাকী ভ্রমণ থেকে নিষেধ করেছেন।

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الراكب شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب"

অর্থঃ আমর বিন শুআইব (রহ.) তার পিতা পরম্পরায় দাদার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একাকী ভ্রমণকারী শয়তান, দুই ভ্রমণকারীও শয়তানদ্বয়, আর তিন ভ্রমণকারী কাফেলা।

عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راكب الفلاة وحده.

অর্থঃ আতা বিন আবী রিবাহ আবু হুরাইরার (রা.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মরুভূমিতে একাকী ভ্রমণকারীর প্রতি লা'নত করেছেন।

তাদের কতক এমনও আছে যারা একাকী নৈশ ভ্রমণ করে, অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকেও নিষেধ করেছেন।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل أبدا"

অর্থঃ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লোকেরা যদি একাকী ভ্রমণের ক্ষতি সম্পর্কে জানতো তাহলে কখনোই তারা একাকী নৈশ ভ্রমণ করতো না।

عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أقلو الخروج إذا هدأت الرجل فإن الله تعالى يبث في خلقه ما شاء".

অর্থঃ আতা বিন ইয়াছার জাবের বিন আবদুল্লাহর (রা.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লোক চলাচল থেমে গেলে তোমরা ঘর থেকে বের হওয়া কমিয়ে দাও, কেননা আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টির মাঝে যা ইচ্ছা তা ছড়িয়ে দেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, তাদের কতক এমনও আছে যারা ছফরকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে, কিন্তু ছফর তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "السفر قطعة من العذاب فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله"

অর্থঃ ছফর একটি আযাবখণ্ড, সুতরাং তোমাদের কেউ যখন তার ছফরের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে তখন দ্রুত যেন তার পরিবারের নিকট ফিরে আসে।

অতএব; যে ব্যক্তি ছফরকে তার অভ্যাসে পরিণত করলো সে নিজ জীবনের মূল্যবান সময় বিনষ্ট এবং দৈহিক শাস্তি প্রদানকে একত্রিত করলো, আর এ দুটোই ভ্রান্ত উদ্দেশ্য।

আবুল হাসান মিসরী বলেন, আমি সর্বদাই ইহরামের কাপড় পরিহিত অবস্থায় থাকতাম, যখনই ইহরামের কাপড় দেহ থেকে খুলতাম তখনই আরেকটি ইহরামের কাপড় পরিধান করতাম। আমি প্রতি বছর এক হাজার ফারসাখ ভ্রমণ করতাম। আমার পথচলা ছিলো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

পাথেয় ছাড়া মরুভূমি পাড়ি দেয়ার ক্ষেত্রে সুফিদেরকে শয়তান নেক সুরতে ধোঁকা দেয়ার বিবরণ

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ইবলিস বহু লোকের উপর নেক সুরতে ধোঁকার মিশন পরিচালনা করে তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করেছে যে, পাথেয় বর্জন করাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। এ বিষয়টি ভ্রান্ত হওয়ার বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে এ বিষয়টি সমাজের মূর্খ লোকদের মাঝে প্রসারিত হয়েছে। আরেক দল মূর্খ গল্পকার এমনও আছে যারা তাদের বিষয়টি প্রশংসাকারে বর্ণনা করে। ফলে তাদের বর্ণনা মূর্খ লোকদের অনুরূপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আর তাদের কাজ-কর্ম এবং মূর্খদের নিকট তাদের কাজের প্রশংসা জ্ঞাপন সমাজের পরিবেশ বিশৃঙ্খল করেছে, আর সাধারণ লোকদের নিকট সঠিক পন্থা সুপ্ত রয়েছে। তাদের কর্মপদ্ধতির অগণিত বিবরণ ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে। কয়েকটি ঘটনা উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি।

আলী বিন সাহল মিসরী বলেন, আমাকে ফাতাহ মাওসিলী বলেছেন, আমি একবার হজ্জের সফরে মরুভূমির পথ পাড়ি দিচ্ছিলাম। মরুভূমির

মধ্যস্থলে পৌছে হঠাৎ এক ছোট বালককে দেখে বললাম, কি আশ্চর্য! নির্জন মরুভূমিতে এমন ছোট বালকের অবস্থান! তখন দ্রুতপদে আমি তার নিকট পৌছে তাকে সালাম দিয়ে বললাম, হে ছেলে! তুমি তো এক ছোট বালক, শরীয়তের বিধি-বিধান তোমার উপর ফরয হয়নি। তখন সে আমাকে বললো, চাচাজান! আমার চে' ছোট ব্যক্তিও মৃত্যুবরণ করেছে। আমি তখন বললাম, তোমার জীবন দীর্ঘায়িত হোক; কাবাঘর পর্যন্ত পৌছার পথতো অনেক দীর্ঘ। সে তখন বললো, চাচাজান! আমার কর্তব্য হাঁটা আর আল্লাহর কর্তব্য পৌছে দেয়া। আপনি কি আল্লাহ তায়ালার কালাম পড়েন নি! আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থঃ যারা আমার বিষয়ে চেষ্টা করবে আমি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবো। আমি বললাম, কি ব্যাপার, তোমার সাথে যে পাথেয় এবং বাহন দেখছি না! সে বললো, চাচাজান! আমার পাথেয় আমার একিন, আর আমার বাহন আমার আশা। আমি বললাম, আমি তোমাকে রুটি এবং পানির বিষয়ে জিজ্ঞেস করছি। সে বললো, চাচাজান! আচ্ছা বলুনতো, যদি আপনার কোন ভাই অথবা বন্ধু আপনাকে তার গৃহে দাওয়াত করে তাহলে কি আপনি এ বিষয়টি পছন্দ করবেন যে, আপনার সাথে খাবার বহন করে তার গৃহে পৌছে আপনি তা ভক্ষণ করবেন? আমি বললাম, তোমাকে আমি পাথেয় দিব। তখন সে আমাকে বললো, হে অলস! তুমি আমার থেকে দূর হও। আমার খাবার পানীয় আল্লাহই ব্যবস্থা করবেন। ফাতাহ মাওসিলী বলেন, আমি কোন বালককে তার চে' মুতাওয়াক্কিল দেখি নি এবং কোন প্রাপ্ত বয়স্ক লোককে তার চে' দুনিয়া বিমুখ দেখিনি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ ধরনের ঘটনা ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অথচ মানুষ ধারণা করে যে, এটাই সঠিক। এসব শ্রবণে বড়রা বলে, যদি এমন কাজ ছোটরা করে তাহলে তা সবার আগে আমার করা উচিৎ।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমি বালকের কাজে বিস্মিত নই। আমার বিস্ময় ঐ ব্যক্তির কথায় যে তার সাক্ষাৎ পেয়েছে। সে কেনই তাকে বললো না যে, সে যা করছে তা শরীয়তে নিন্দিত। কিন্তু বড়দের থেকেই যেহেতু এমন কাজ প্রকাশ পেয়েছে তখন ছোটদের কাজে বিস্মিত হওয়ার কি আছে!

মুহাম্মদ বিন হাসান বিন আলী ইয়াযি বলেন, কোন এক জন আবু আবদুল্লাহ জালাকে বললো যে, আপনি ঐসব লোকদের ব্যাপারে কি বলেন, যারা পাথেয় এবং প্রস্তুতি বিহীন মরুভূমির পথে রওনা হয়ে দাবি করে যে, তারা আল্লাহর উপর ভরসাকারী। অতঃপর মরুভূমিতেই তাদের মৃত্যু ঘটে। তিনি বলেন, এটাতো নেককারদের কাজ। যদি তারা মৃত্যুবরণ করে তাহলে ক্ষতিপূরণ হত্যাকারীর উপরেই বর্তাবে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এটা এমন ব্যক্তির ফতোয়া যে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ। যেহেতু ফোকাহায়ে ইসলামের সর্বসম্মতিক্রমে পাথেয় বিহীন মরুভূমিতে প্রবেশ বৈধ নয়। আর যে এমনটি করে ক্ষুধার যাতনায় মৃত্যুবরণ করবে সেতো আল্লাহর নাফরমানীর কারণে জাহান্নামে প্রবেশের উপযুক্ত হবে।

অনুরূপ হুকুম ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে নিজেকে ধ্বংসের সম্মুখীন করবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা প্রাণ সমূহকে আমাদের নিকট আমানত স্বরূপ অর্পণ করে নির্দেশ দিয়েছেন ولا تقتلوا أنفسكم, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না।

আমরা ইতিপূর্বে কষ্টদায়ক বিষয়-বস্তু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছি। সুতরাং যে মুসাফির পাথেয় বিহীন সফর করবে সে তো আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করলো।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, وتزودوا, তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো।

আবু আহমদ কাবীর বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ বিন খফীফকে বলতে শুনেছি, আমি মরুভূমির তৃতীয় সফরে পথ হারিয়ে ফেলি। আর সে সফরে আমি ছিলাম একা। তখন ক্ষুৎ-পিপাসা আমাকে এমনভাবে

আক্রান্ত করে যে, আমার আটটি দাঁত পড়ে যায় এবং সকল চুল এলোমেলো হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছে তা দ্বারা যদিও তার প্রশংসালাভ উদ্দেশ্য, কিন্তু তার ঘটনা বর্ণনা তাকে নিন্দিত করে তুলেছে।

আবুল ফযল ইউছুফ বিন আলী বলখী বলেন, সুফি আবু হামজা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আমাকে বলেছেন, আমি তাওয়াক্কুলে বিশ্বাসী হয়ে পরিতৃপ্ত পেটে মরুভূমির সফরে লজ্জাবোধ করি, যেন আমার তৃপ্তি গ্রহণকৃত পাথেয় হিসাবে পরিগণিত না হয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এসব সুফিরা ধারণা করে যে, আসবাব পরিহারের নাম তাওয়াক্কুল। যদি বিষয়টি এমনই হয় তাহলেতো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুহায় আত্মগোপনকালে যখন পাথেয় নিয়ে বের হয়েছেন তখন তাওয়াক্কুল পরিহারকারী হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। অনুরূপভাবে মুছা আলাইহিস সালাম খিজিরের (আ.) সন্ধানে পাথেয় স্বরূপ মাছ সাথে নিয়ে এবং আসহাবে কাহাফ দেশ ত্যাগের সময় দিরহাম সাথে নিয়ে তাওয়াক্কুল পরিহারকারী হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। আসল কথা হলো, অজ্ঞতার দরুন এসব সুফিদের নিকট তাওয়াক্কুলের অর্থ অস্পষ্ট রয়েছে।

অবশ্য আবু হামেদ গাযালী (রহ.) তাদের পক্ষ নিয়ে ওকালতি করে বলেছেন, দু'টি শর্ত ছাড়া পাথেয় বিহীন মরুভূমির সফর জায়েয নয়। (১) মানুষ নিজের নফসের ব্যাপারে এমন সাধনা করা যাতে এক সপ্তাহ কিংবা তার চে' বেশী সময় অনাহারের উপর ধৈর্য ধারণ তার পক্ষে সম্ভব হয়। (২) ঘাসকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হওয়া। আর এমন কোন মরুভূমি নেই যাতে সপ্তাহকাল পর ঘাস কিংবা লোকালয় খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, উল্লেখিত আলোচনার সর্বনিকৃষ্ট দিক এটাই যে, একজন ফকীহ থেকে এমন কথা প্রকাশ পেয়েছে।

কেননা এমনও হতে পারে যে, মুসাফির কারো সাক্ষাৎ লাভের পূর্বেই সে পথ হারিয়ে ফেলবে, কিংবা এমন রোগাক্রান্ত হবে যে ঘাস তার উপযোগী হবে না, অথবা সে এমন কারো সাক্ষাৎ পাবে যে তাকে আহার করাবে না, আবার এও হতে পারে যে সে এমন সমস্যার সম্মুখীন হবে যাতে সাড়া দেয়ার মত কাউকে পাবে না, আর এটাতো নিশ্চিত যে, একাকীত্বের দরুন তার পক্ষে জামাতে নামাজ আদায় সম্ভবপর হবে না। আর একাকীত্বের বিষয়ে হাদীসের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত বাণী আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

যদি মরুভূমির সফরে কোন নির্দিষ্ট অভ্যাস অথবা কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ কিংবা ঘাস ভক্ষণের উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে মানুষের আহার্যকে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ না করে নিজেকে এমন কষ্টের সম্মুখীন করতে কোন জিনিস তাকে উদ্বুদ্ধ করলো! আর এমন অবস্থার মাঝে কী ফযীলত নিহিত আছে, যাতে জীবনের ঝুঁকি বিদ্যমান? আর ঘাসকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা এটা কি মানুষের কাজ? আমাদের অনুসরণযোগ্য পূর্বসূরীদের কে এমন আছে যে এমনটি করেছে? আর যে ব্যক্তি পাথেয় গ্রহণ ব্যতীত মরুভূমিতে খাবার অন্বেষণ করবে সেতো এমন বিষয়ের তলব করলো যার রীতি-নীতি আল্লাহ নির্ধারণ করেন নি।

আপনি কি দেখেন না যে, মুসা সম্প্রদায় যখন আল্লাহর নিকট সবজি, শসা, রশুন, পেঁয়াজ এবং ডাল প্রার্থনা করলো তখন আল্লাহ মুসার (আ.) নিকট ওহী প্রেরণ করে বললেন, {اهْبِطُوا مِصْرًا} তোমরা শহরে অবতরণ করো। কেননা তোমরা যা অন্বেষণ করছো তাতো শহরে পাবে, মরুভূমিতে তার অন্বেষণ ফলদায়ক হবে না। সুতরাং এসব সূফি সম্প্রদায় নিজেদের নফসের অনুসরণে শরীয়ত, আকল এবং পূর্বসূরীদের আমল পরীপন্থী কর্মপদ্ধতি চালু করে চরম গোমরাহীতে গা ভাসাচ্ছে।

প্রিয় পাঠক! আমরা এখন দলীল ভিত্তিক কোরআন হাদীস এবং পূর্বসূরীদের আমল থেকে এদের কর্মসমূহের অসারতা তুলে ধরছি।

عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون فيأتون إلى مكة فيسألون الناس فأنزل الله عز وجل: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

অর্থঃ আমর বিন দীনার একরামার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইয়ামানবাসী পাথেয় বিহীন হজ্জের সফরে বের হয়ে বলতো, আমরা আল্লাহর উপর ভরসাকারী। অতঃপর তারা হজ্জের সময় মক্কা পৌঁছে মানুষের নিকট সাহায্য চাইতো। তখন আল্লাহ তাদের এ কর্মকে অসার ঘোষণা দিয়ে আয়াত নাযিল করে বলেন,

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।

عن محمد بن موسى الجرجاني قال سألت محمد بن كثير الصنعاني عن الزهاد الذين لا يتزودون ولا ينتعلون ولا يلبسون الخفاف فقال سألتني عن أولاد الشياطين ولم تسألني عن الزهاد فقلت له فأي شيء الزهد قال التمسك بالسنة والتشبيه بأصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থঃ মুহাম্মদ বিন মুসা জুরজানী বলেন, আমি মুহাম্মদ বিন কাছীর সানআনীকে এমন জাহেদদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যারা পাথেয় গ্রহণ করে না এবং জুতা ও মুজা পরিধান করে না। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমিতো আমাকে ইবলিসের সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছো, জাহেদদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো নি। তখন আমি তাকে বললাম, তাহলে কোন জিনিসের নাম যুহদ? তিনি বললেন, সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা।

আহমদ বিন হুসাইন বিন হাস্সান বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রহ.) এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে পাথেয় বিহীন

মরুভূমি সফর করতে চায়। তিনি তখন তার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন; না, না, পাথেও, সাথী-সঙ্গী এবং কাফেলাবদ্ধ ব্যতীত সফর করা উচিৎ না।

আবু বকর মারুযী বলেন, এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রহ.) নিকট এসে বললো, এক লোক সফরের ইচ্ছা করেছে। সুতরাং কোন ধরনের সফর আপনার প্রিয়? পাথেয় সাথে নিয়ে সফর করা নাকি পাথেয় বিহীন আল্লাহর উপর ভরসা করে সফর করা? তখন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)তাকে বললেন, পাথেয় সাথে নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করবে, যেন মানুষের মুখাপেক্ষী না হয়।

ইবরাহিম বিন খলীল বলেন, আমাকে আহমদ বিন নসর বলেছেন, এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রহ.) বললো, এক লোক সাথে কোন পাথেয় না নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে মক্কার উদ্দেশ্যে সফর করতে চায়। তিনি বললেন, তার বিষয়টি আমাকে মুগ্ধ করে না। যদি সে পাথেয় নাই নেয় তাহলে কোথা হইতে সে আহার করবে? আহমদ বিন নসর বললো, সে আল্লাহর উপর ভরসা করবে তাহলে মানুষ তাকে খাদ্য দিবে। আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, যদি মানুষ তাকে না দেয় তাহলে কি সে মানুষের দ্বারস্থ হবে না, যেন মানুষ তাকে দেয়! আমাকে এমন বিষয় মুগ্ধ করে না। আমার জানা মতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা এবং তাদের অনুসরণধন্য তাবেঈদের কেউ এমনটি করে নি।

মুহাম্মদ বিন আলী সিমসার বলেন, মুহাম্মদ বিন মুসা বিন মুসাব্বাস বলেছেন, এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রহ.) জিজ্ঞেস করলো, আমি কি পাথেয় ছাড়া হজ্জ করবো? তিনি বললেন, না। তুমি কাজ করে অর্থ উপার্জন করো। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবাদের হজ্জের সফরে পাথেওসহ বের করেছেন। লোকটি বললো, তাহলে যারা পাথেয় ছাড়া হজ্জ করে তারা কী ভুলের উপর রয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ; তারা ভুলের উপর রয়েছে।

মুহাম্মদ বিন আহমদ জামী বলেন, আমি হুসাইন রাজিকে বলতে শুনেছি, খোরাসানের এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রহ.)

নিকট এসে বললো, হে আবু আবদুল্লাহ! আমার কাছে একটি দিরহাম আছে, আমি তা দিয়ে হজ্জ করতে চাই। তখন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাকে বললেন, তুমি এ দেরহাম দ্বারা শস্যদানা ক্রয় করে বাজারে গিয়ে ব্যবসা করো। যখন তোমার নিকট তিনশ দেরহাম জমা হবে তখন তুমি হজ্জ করো। সে বললো, হে আবু আবদুল্লাহ! আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে হজ্জ করবো। তখন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাকে বললেন, তুমি মরুভূমির সফর একা করবে নাকি মানুষের সাথে করবে? সে বললো, না; আমি বরং মানুষের সাথে সফর করবো। তখন আহমদ (রহ.) তাকে বললেন, তাহলে তুমি মিথ্যাবাদী – আল্লাহর উপর ভরসাকারী নও। সুতরাং তুমি যদি আল্লাহর উপর আস্থার দাবিতে সত্যবাদী হও তাহলে মরুভূমির সফর একা করো – অন্যথায় তোমার প্রকৃত আস্থা মানুষের পকেটের উপর – আল্লাহর উপর নয়।

সফর এবং ভ্রমণের ক্ষেত্রে সুফিদের থেকে শরীয়তবিরোধী যেসব কাজ-কর্ম প্রকাশ পেয়েছে তার বিবরণ

আবু বদর খায়্যাত সুফি বলেন, আমি আবু হামজাকে বলতে শুনেছি, আমি একবার পাথেয় বিহীন আল্লাহর উপর ভরসা করে ছফর করেছি। হঠাৎ আমি এক রাতে ঘুমচোখে পথ চলতে গিয়ে কোন এক অচেনা কুপে পড়ে যাই। তখন তাকিয়ে দেখি আমি কুপের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি, কিন্তু কুপের গভীরতার কারণে তা থেকে বের হতে সক্ষম হই নি। আমি উপায় না পেয়ে সেখানে বসে ছিলাম, হঠাৎ দু' ব্যক্তি কুপের নিকটে এসে একে ওপরকে বললো, আমরা কি এই পরিত্যক্ত কুপটিকে মুসলমানদের চলার পথে এভাবে রেখে চলে যাবো? তখন অপরজন বললো, তাহলে আমরা কি করবো? তখন আমার মন তাদেরকে আহ্বান করতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করলে অদৃশ্য থেকে আমাকে কেউ আওয়াজ দিয়ে বললো, আমার উপর ভরসা করো অথচ আমার পক্ষ থেকে যে পরীক্ষা এসেছে অন্যের কাছে তার অভিযোগ করো! আমি তখন নিরবতা অবলম্বন করলে তারা চলে যায়। কিছুক্ষণ পর তারা এক বস্তু হাতে নিয়ে কুপের নিকটে এসে তা দ্বারা কুপের মুখ বন্ধ করে দেয়।

তখন নফস আমাকে বললো, এখনতো কূপের মুখ বন্ধ হলো এবং তুমিও কারাবদ্ধ হলে। আমার এ অবস্থায় এক দিন এক রাত অতিবাহিত হলে পর দিন অদৃশ্য হতে কেউ আমাকে আওয়াজ দিয়ে আমাকে শক্ত করে আকড়ে ধরে। আমি তখন হস্ত প্রসারিত করলে কোন এক শক্ত বস্তুর উপর পতিত হয়ে তা আকড়ে ধরলে সে আমাকে কূপের উপর উঠিয়ে যমীনে নিক্ষেপ করলে দেখি, যে আমাকে উঠিয়েছে তা এক সিংহ। আমি তা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হলে কেউ আমাকে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ দিয়ে বললো, হে আবু হামজা! আমি তোমাকে বিপদ থেকে বিপদের বস্তু দ্বারা উদ্ধার করেছি এবং ভীতিকর পরিস্থিতি হতে উত্তরণে ভয়ঙ্কর বস্তুকে তোমার সহযোগী বানিয়েছি।

এ ঘটনাটি আরেক সূত্রে এভাবে বর্ণিত হয়েছে; ইবনে মালেকী বলেন, আমাকে আবু হামজা খুরাসানী বলেছেন, আমি এক হজ্জের সফরে পথ চলতে গিয়ে কোন এক কূপে পতিত হই। তখন নফস আমাকে সাহায্য প্রার্থনার আহ্বান জানালে আমি বললাম, আল্লাহর কসম; আমি কারো সাহায্য চাবো না। আমার চিন্তা শেষ না হতেই দু' ব্যক্তি কূপের পথ অতিক্রমকালে একে অপরকে বললো, চলো আমরা রাস্তার ধারে পরিত্যাক্ত এই কূপের মুখ বন্ধ করে দেই। অতঃপর তারা কিছু বাঁশ ও পাতা এনে তা দ্বারা কূপের মুখ বন্ধ করে দেয়। হঠাৎ কোন এক জন্তু এসে কূপের মুখ খুলে পা দ্বয় কূপের মধ্যে নামিয়ে গুন গুন আওয়াজে বললো, আমার পা আকড়ে ধরো। অতঃপর আমি তার পা আকড়ে ধরলে সে আমাকে কূপ থেকে বের করলে দেখি তা এক সিংহ। তখন কেউ আমাকে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ দিয়ে বললো, হে আবু হামজা! আমি তোমাকে বিপদ থেকে বিপদের বস্তু দ্বারা উদ্ধার করেছি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, বর্ণনাকারীগণ কূপে পতিত এই আবু হামজার ব্যাপারে ইখতেলাফ করেছেন। আবু আবদুর রহমান সালামী বলেন, তিনি খুরাসানের অধিবাসী আবু হামজা খুরাসানী, যিনি জুনাইদের (রহ.) শিষ্য ছিলেন। হাফেজ আবু নুআইম বলেন, তিনি বাগদাদের অধিবাসী আবু হামজা বাগদাদী। তার আসল নাম মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম।

আবু হামজা সে বাগদাদের অধিবাসী হোক চাই খোরাসানের অধিবাসী হোক, সে যা করেছে ভুল করেছে এবং নিরবতা অবলম্বন করে নিজেকে ধ্বংসের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে। বরং আওয়াজ দিয়ে কুপের মুখ বন্ধ করা থেকে তাদের বিরত রাখা তার উপর ওয়াজিব ছিলো, যেভাবে তার হত্যাকারীকে তার থেকে প্রতিহত করা তার উপর ওয়াজিব।

'আমি সাহায্য চাইবো না' তার এ কথা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে বলে যে, আমি খানা খাবো না এবং পানিও পান করবো না। এটাতো মূর্খতা এবং দুনিয়াতে জীবন ধারণের যে নেযাম আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন তার বিরোধিতা। কেননা আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টির মাঝে হেকমত নিহিত আছে। তিনি মানুষকে হাত দিয়েছেন তা দ্বারা প্রতিহত করার জন্য, জবান দিয়েছেন তা দ্বারা কথা বলার জন্য, বিবেক দিয়েছেন সৎ পথে চলার এবং অসৎ পথ পরিহার করতে চিন্তা করার জন্য, খাদ্য এবং ঔষধ দিয়েছেন মানুষের উপকারের জন্য। সুতরাং মানুষের উপকারার্থে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার ব্যবহার থেকে যে বিমুখ হবে সে তো আল্লাহর নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করে তার হেকমতকে অকার্যকর ঘোষণা করলো।

যদি কোন মূর্খ বলে যে, আমরা কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করবো, অথচ সৃষ্টির বহু পূর্বেই মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে! আমরা বলবো, আপনি কেনইবা সতর্কতা অবলম্বন করবেন না, অথচ ভাগ্য নির্ধারণকারীই সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন! সুতরাং যিনি ভাগ্য নির্ধারণকারী, সতর্কতা অবলম্বনের আদেশদাতাও তিনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَخُذُوا حِذْرَكُمْ অর্থঃ তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো।

স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রু বাহিনী থেকে আত্মরক্ষার জন্য গুহার অভ্যন্তরে আত্মগোপন করেছেন। মদীনায় হিজরতকালে পথপ্রদর্শকরূপে এক ব্যক্তিকে ভাড়া করেছেন। নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ কথা বলেন নি যে, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে বের হবো। তিনি দেহকে আসবাবের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন কিন্তু মনকে সম্পৃক্ত রেখেছেন আল্লাহর সাথে। আমরা ইতিপূর্বে এ বিষয়ের

বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি। আর আবু হামজার কথা 'আমাকে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ দিয়ে বললো' এটা তার মূর্খ নফসের প্ররোচনা, মূর্খতার কারণে যা তার মনে উদ্রেক হয়ে ধারণা দিয়েছে যে, আসবাব গ্রহণ না করার নামই তাওয়াক্কুল। কেননা শরীয়ত যা থেকে নিষেধ করেছে মানুষ থেকে তার অন্বেষণ কখনোই করে না।

তবে আমরা এ কারণে বিস্মিত হচ্ছি যে, কেন তার নফস হস্ত প্রসারিত করা এবং ঝুলন্ত বস্তু আকড়ে ধরা হতে তাকে নিষেধ করলো না! কেননা এটাওতো তাদের দাবি করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী, যেহেতু তাদের দাবিতে আসবাব পরিহারের নাম তাওয়াক্কুল। আর সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে 'আমি কুপে পড়ে গেছি, আমাকে সাহায্য করুন' তার এ কথা বলা এবং তাকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে যা ঝুলানো হয়েছে তা আকড়ে ধরার মাঝে কি পার্থক্য আছে! বরং এ ক্ষেত্রে ঝুলন্ত বস্তু আকড়ে ধরাতো আসবাব গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর। কেননা কথার চেয়ে কর্মের প্রভাব অধিকতর বেশি। যদি সে আসবাব গ্রহণকে তাওয়াক্কুল পরিপন্থী মনেই করে তাহলে কেন সে ঝুলন্ত বস্তু আকড়ে ধরাকে পরিহার করলো না! যাতে কোন মাধ্যম ছাড়াই তাকে উপরে তোলা হয়। যদি সে বলে, এ বস্তু আল্লাহ আমার জন্য পাঠিয়েছেন তাহলে আমরা বলবো, যারা কুপ অতিক্রম করেছে তাদের কে পাঠিয়েছেন? সাহায্যের আবেদনকারী জিহ্বাকে সৃষ্টি কে করেছেন? সে যদি সাহায্যের আবেদন করতো তাহলে সে ঐ আসবাব ব্যবহারকারী হিসাবে গণ্য হত যাকে আল্লাহ তার উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সে তা ব্যবহার করে নি। বরং নিরবতা অবলম্বন করে তার উপকারার্থে আল্লাহর সৃষ্ট আসবাবকে অকার্যকর ঘোষনা করেছে। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে সে নিন্দার যোগ্য হয়েছে।

যদি সিংহের মাধ্যমে তার নিস্কৃতিলাভের ঘটনাটি সত্য হয় তাহলে আমরা বলবো, কখনো কখনো আল্লাহ তার বান্দার প্রতি সদয় হয়ে এমন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেন। কিন্তু যেহেতু তার কাজ শরীয়তের মুখালিফ ছিলো তাই সে নিন্দিত হয়েছে।

নিম্নে এ জাতীয় কিছু ঘটনা ও তার অসারতা আমরা দলীলসহ উল্লেখ করছি

জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ছুমাইন বলেছেন, আমি একদিন কুফার পথে সফর করছিলাম। যখন কোবার মধ্যবর্তী মরুভূমির নিকট পৌঁছলাম তখন পথটি বিভিন্ন দিকে বিভক্ত হলো। আমি সেখানে পড়ে গিয়ে মরে যাওয়া একটি উট দেখতে পেলাম যাকে সাত-আটটি সিংহ ছিড়ে-ফুঁড়ে খাচ্ছে। তাদের দেখে আমার মন কেঁপে ওঠার উপক্রম হলো। সিংহগুলো পথের মাঝে অবস্থান নেয়ায় আমার নফস বললো, তুমি ডান দিক অথবা বাম দিকের পথে যাত্রা করো। কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করে পথের মধ্যস্থলে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হলাম। এক পর্যায়ে আমি তাদের এত নিকটবর্তী হলাম যেভাবে তারা একে অন্যের নিকটবর্তী ছিলো। আমি নিজের নফ্স যাচাই করে দেখলাম যে, তাতে ভয় বিরাজমান। কিন্তু প্রস্থান করা অপসন্দনীয় মনে হওয়ায় আমি তাদের মাঝেই বসে পরলাম। পুনরায় নিজের নফ্স যাচাই করে দেখলাম যে, তাতে এখনো ভয় বিরাজমান। তবে এবারও প্রস্থান অপসন্দনীয় মনে হওয়ায় তাদের মাঝে শুয়ে পরলাম। কিছুক্ষণেই ঘুম আমার দেহ-মন আচ্ছন্ন করে। যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হই তখন সিংহগুলো চলে যায় এবং আমার মনে বিরাজমান ভয়ও বিদূরিত হয়। আমি তখন শান্ত মনে দণ্ডায়মান হয়ে সে স্থান ত্যাগ করি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ ব্যক্তি নিজেকে সিংহের সম্মুখীন করে শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করেছে। আর কারো জন্যে এটা বৈধ নয় যে, সে নিজেকে সিংহ কিংবা সাপের সম্মুখীন করবে। বরং কষ্টদায়ক এবং ধ্বংসাত্মক সকল প্রাণী থেকে আত্মরক্ষা করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। বুখারী, মুসলিমের হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال إذا وقع الطاعون وأنتم بأرض فلا تقدموا عليه وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فر من المجذوم فرارك من الأسد" ومر عليه الصلاة والسلام بحائط مائل فأسرع

অর্থঃ যদি কোন এলাকায় মহামারী দেখা দেয় তাহলে সেদিকে তোমরা অগ্রসর হয়ো না।

অন্য রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুষ্ঠরোগী থেকে সেভাবে পলায়ন করো যেভাবে সিংহ থেকে পলায়ন করো।

স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ঝুঁকে পড়া দেয়াল অতিক্রমকালে দ্রুত পথ চলেছেন। আর এ ব্যক্তি চেয়েছে যে, ভীতি সঞ্চারক বস্তু দেখা সত্ত্বেও স্বভাবগতভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত না হতে। অথচ তা এমন বিষয় যা থেকে মুসা আলাইহিস সালামও নিস্কৃতি পান নি। কেননা তিনি যখন সাপ দেখেছেন তখন ভয়ে পিছু হটেছেন।

উল্লেখিত ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে আমরা সন্দিহান। কেননা সকল মানুষের স্বভাব এক রকম। সুতরাং যে বলে, আমি স্বভাবগতভাবে সিংহকে ভয় পাই না আমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবো, যেভাবে ঐ ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলবো যে বলে সুন্দর বস্তু আমাকে মুগ্ধ করে না।

এ ব্যক্তি মনকে বাধ্য করে সিংহের মাঝে ঘুমিয়ে এ ভেবে নিজেকে ধ্বংসের জন্য সমর্পণ করেছে যে, এটাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল, অথচ তা চরম ভুল। কেননা তাওয়াক্কুলের বিষয়টি যদি এমনই হত তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষতিকারক বস্তুর কাছে যেতে উম্মতকে নিষেধ করতেন না।

কিংবা এমনও হতে পারে, সিংহগুলো উটের গোস্ত খেয়ে তৃপ্তি লাভের দরুন তাকে আক্রমণ থেকে বিমুখ ছিলো। কেননা সিংহের স্বভাব হলো, সে তৃপ্তি লাভের পর কারো উপর আক্রমণ করে না। আবু তুরাব নাখশাবী তো এক বড় মাপের ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক দিন সিংহের সম্মুখীন হলে সিংহ তাকে দংশন করে, ফলে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

আর যদি ঘটনাটি সত্য হয় তাহলে আমরা বলবো, আল্লাহর ব্যাপারে সু ধারণার কারণে আল্লাহ তার প্রতি সদয় হয়ে সিংহের আক্রমণ হতে তাকে নিস্কৃতি দিয়েছেন। তবে আমরা তার কাজের ভ্রান্তি ঐ সাধারণ

জনগণের জন্য তুলে ধরছি যারা এ ঘটনা শ্রবণে ধারণা করবে যে, এতো এক মহা পুণ্যের কাজ এবং আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস। ফলে কখনো তার অবস্থাকে তারা মুসা আলাইহিস সালামের হালতের উপর প্রাধান্য দিবে। যেহেতু মুসা আলাইহিস সালাম সাপ দেখে ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন। আবার কখনো তার অবস্থাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হালতের উপর প্রাধান্য দিবে। যেহেতু তিনি ঝুঁকে পড়া দেয়াল অতিক্রমকালে দ্রুত পথ চলেছেন এবং শত্রু থেকে আত্মরক্ষার্থে সকল জিহাদে বর্ম পরিধান করেছেন। আবার কখনো তার অবস্থাকে আবু বকর সিদ্দীকের (রা.) উপর প্রাধান্য দিবে। যেহেতু তিনি সাপের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে গুহার ছিদ্র বন্ধ করেছেন।

এটা মোটেও অসম্ভব নয় যে, তারা ভুল ধারণার বশীভূত হয়ে শরীয়ত বিরোধী এ ব্যক্তির মর্তবাকে নবী-রাসুল এবং সিদ্দীকীনের মর্তবার উপর প্রাধান্য দিবে।

মুআম্মাল মাগাবী বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন সুমাইনের সাথে তাকরীত এবং মাওসীলের মধ্যবর্তী পথ অতিক্রম করছিলাম। আমরা যখন মরুভূমিতে পৌছলাম হঠাৎ নিকটেই এক সিংহ গর্জে উঠলো। ফলে ভয়ে আমার অবস্থা পরিবর্তন হলো এবং চেহারায় তার ছাপ পরিলক্ষিত হলো। আমি তখন পলায়নের ইচ্ছা করলে তিনি আমাকে আকড়ে ধরে বললেন, হে মুআম্মাল! তাওয়াক্কুলের আসল নিদর্শন এখানেই দেখা যাবে – মসজিদে নয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, তাওয়াক্কুলের প্রকৃত নিদর্শন বিপদের মুহূর্তে প্রকাশ পায়। কিন্তু তাওয়াক্কুলের শর্ত এটাও নয় যে, ধ্বংসের জন্য সিংহের সামনে নিজেকে সমর্পণ করবে। বরং এমনটি করা শরীয়তে বৈধ নয়।

ইবরাহীম বিন আহমদ বিন আলী আত্তার বলেন, আমাকে খাওয়াছ বলেছেন, আমি এক শায়খের মুখে শুনেছি, কেউ আলী রাজিকে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার! তোমাকে যে এখন আবু তালেব জুরজানীর সাথে দেখা যায় না! তিনি উত্তরে বলেন, আমরা এক সফরে পথ চলছিলাম। যাত্রা বিরতি করে আমরা এমন স্থানে বিশ্রামের জন্য শুইলাম যেখানে

সিংহের অবস্থান ছিলো। আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভয়ে আমার ঘুম উড়ে যায়। তিনি আমার নির্ঘুম চেহারা লক্ষ করে আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তুমি আজকের পর হতে আমার সাথে থাকবে না।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ ব্যক্তি শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করেছে। যেহেতু সে তার সাথী হতে এমন বিষয়ের আশা করেছে যা তার স্বভাব বিরুদ্ধ এবং ক্ষমতা বহির্ভূত। আর শরীয়ত কারো থেকে এমন বিষয়ের দাবি কখনোই করে না যা তার ক্ষমতায় নেই। স্বয়ং মুসা ইলাইহিস সালামও এমন অবস্থায় ধৈর্য ধারণে সক্ষম হন নি, বরং সাপ দেখা মাত্রই সেখান থেকে পলায়ন করেছেন। শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাদেরকে এমনটি করতে বাধ্য করেছে।

ইবরাহিম খাওয়াছ বলেন, আমাকে সিনানের ভাই হাসান বলেছেন, আমি একদিন মক্কার পথে চলছিলাম। তখন আমার পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হলে তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে আমার যে আকীদা ছিলো তা আমাকে কাঁটা বের করতে বারণ করে। তখন মাটির সাথে পা ঘষে আমি সামনের দিকে অগ্রসর হই।

আবদুল্লাহ বিন আলী বলেন, আমি আহমদ বিন আলী ওয়াজদীকে বলতে শুনেছি, দাইনাবারী খালি পায়ে এবং খালি মাথায় বারো বার হজ্জ করেছেন। তার অভ্যাস এমন ছিলো, চলার পথে পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে মাটির সাথে পা ঘষে সামনের দিকে অগ্রসর হতেন। আল্লাহর প্রতি আস্থা নষ্ট হওয়ার ভয়ে নিচের দিকে তাকিয়েও দেখতেন না পায়ে কি বিদ্ধ হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, লক্ষ করুন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে অজ্ঞতা কিরূপ আচরণ করে। খালি পায়ে কিংবা খালি মাথায় সফর করা আল্লাহর আনুগত্য নয় এবং তাতে কোন সওয়াবও নেই, বরং তা মানুষকে ভীষণ কষ্ট দেয়। যদি এহরামের সময় মাথা খালি রাখা ওয়াজিব না হত তাহলে মাথা খালি রাখার কোন বিশেষত্ব ইসলামে থাকতো না।

আর হাসানকে পায়ে বিদ্ধ হওয়া কাঁটা বের না করার নির্দেশ কে দিয়েছে! কোন্ আনুগত্যই এতে নিহিত আছে! যদি পায়ে বিদ্ধ কাঁটা

অবশিষ্ট রাখার দরুন পা ফুলে তার মৃত্যু হত তাহলে সে আত্মহত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হত।

সে যেহেতু পা মাটিতে ঘষে কাঁটার কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলে নিজেকে সামান্য রক্ষা করেছে তাহলে কাঁটার বাকি অংশ বের করে কাঁটার যন্ত্রণা হতে নিজেকে পূর্ণ রক্ষা সে কেন করলো না! আকল এবং শরীয়ত বিরুদ্ধ কর্ম সিদ্ধির মাঝে এমন কি তাওয়াক্কুল নিহিত আছে যা আপনারা খুঁজছেন! কেননা আকল ও শরীয়ত তো এটাই চায় যে, মানুষ উপকারী বস্তু নিজের জন্য সংগ্রহ করবে আর ক্ষতিকর বস্তু হতে নিজেকে রক্ষা করবে। এ কারণেই শরীয়ত এহরামের সময় মাথা খোলা রাখা যার জন্য ক্ষতিকর তাকে মাথা ঢেকে ফিদিয়া দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

আমি তো আবু ওবাইদকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রোদের পথ পরিহার করে ছায়ায় পথ চলে আমি তাকে বুদ্ধিমান মনে করি।

আবু বকর রাক্কী বলেন, আমাকে আবু বকর দাক্কাক বলেছেন, আমি বছরের মাঝামাঝি সময়ে মক্কার উদ্দেশ্যে সফর করেছি। তখন আমি ছিলাম নবীন যুবক। আমার অর্ধাঙ্গে এবং কাঁধে ছিলো পাটের পোষাক। কিছুদূর পথ চলার পর আমার চোখ ওঠে। আমি পাটের পোষাক দিয়েই আমার চোখ হতে অশ্রু মুছতে লাগলাম। ফলে পাটের আঘাতে আমার চোখ জখমী হয়ে অশ্রুর সাথে রক্ত পরা শুরু হয়। হজ্জ পালনের প্রবল আগ্রহ এবং আমার অবস্থার প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টির কারণে আমি চোখের চিকিৎসা করাতে সম্মত হইনি। ফলে সেই হজ্জেই আমার চোখ দৃষ্টি শক্তি হারায়। যখন সূর্য কিরণ আমার দেহ স্পর্শ করতো আমি বিপদে সন্তুষ্ট হয়ে আমার হাতদ্বয়ে চুমু খেয়ে আনন্দের আতিশয্যে তা আমার চোখে রাখতাম।

অন্য রেওয়ায়েতে আবু বকর রাজি বলেন, আমি আবু বকর দাক্কাকের এক চোখ দৃষ্টিহীন দেখে দৃষ্টিহীনতার কারণ তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বলেন, আমি পাথেয় বিহীন আল্লাহর উপর ভরসা করে মরুভূমির পথে সফর করতাম। সফরে আমার প্রতিজ্ঞা ছিলো, সতর্কতা বশতঃ গৃহবাসীদের খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকা। ফলে ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার একটি চোখ গালের উপর ঝুলে পড়ে ।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, যদি কোন সাধারণ লোক এ ব্যক্তির অবস্থা শুনে তাহলে সে ধারণা করবে, এতো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ত্যাগ স্বীকারের উজ্জ্বল নমুনা। অথচ এ সফর – যা নিয়ে সে গর্ব করছে তাতে কয়েক প্রকার নাফরমানী ও শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ শামিল হয়েছে। আর তা হচ্ছে, সফরের উদ্দেশ্যে বছরের মাঝামাঝি সময়ে একাকী বের হওয়া, পাথেয় এবং বাহন ছাড়া পথ চলা, পাটের পোষাক পরিধান করা এবং তা দ্বারা চোখের অশ্রু মুছে ধারণা করা যে, এসব আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। অথচ আল্লাহর নৈকট্য তাতেই নিহিত যা আল্লাহ আদেশ করে বিধান প্রবর্তন করেছেন – যা থেকে নিষেধ করে নিবৃত্ত করেছেন তাতে নয়। সুতরাং কেউ যদি বলে, আমি নিজের দেহকে প্রহার করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবো, কেননা তা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে তাহলে সে নাফরমান হিসাবে গণ্য হবে। আর এমন কর্ম সাধনে আনন্দ প্রকাশ জঘন্যতর অন্যায়। কেননা এমন বিপদেই ধৈর্য ধারণ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ প্রশংসনীয় যা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে – নিজের কর্ম সাধনে নয়। সুতরাং যদি কেউ নিজের পা ভেঙ্গে এহেন নাফরমানিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাহলে তা হবে চরম নির্বুদ্ধিতা।

আর প্রয়োজনের মূহুর্তে খাবার না চেয়ে নিজেকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করা যাতে চোখ রোগাক্রান্ত হয়ে দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত হয়, অতঃপর এমন কর্মকে পরহেজগারী জ্ঞান করা জাহেদদের এমন নির্বুদ্ধিতা যার সবচে' বড় উৎস মূর্খতা এবং ইলম অর্জন থেকে দূরবর্তিতা।

মুতাররিফ বিন মাজিন বলেন, সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, যে ক্ষুধার্ত হয়ে খাবার না চেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যু বরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, দেখুন ফুকাহাদের কথা কত সুন্দর! তার এ কথার দলীল হলো, আল্লাহ ক্ষুধার্তকে উপায় অবলম্বনের শক্তি দিয়েছেন। যদি সে খাবার সংগ্রহের বাহ্যিক উপায় হারিয়ে ফেলে তাহলে অন্যের কাছে খাবার চাওয়ার যে শক্তি তার রয়েছে তা সে প্রয়োগ করবে, কেননা এমন অবস্থায় অন্যের কাছে খাবার চাওয়াই তার জন্য এক প্রকার উপার্জন। সুতরাং যদি সে খাবার চাওয়া পরিহার করে

তাহলে নিজ দেহের প্রতি সে এমন সীমালঙ্ঘন করলো যা আল্লাহ তাকে আমানত স্বরূপ দিয়েছেন। ফলে সে শাস্তির যোগ্য হবে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ ব্যক্তির চোখের দৃষ্টি হারাবার ঘটনাটি আমার নিকট অন্য ভাবেও বর্ণিত হয়েছে, যা এর চে' অধিক আশ্চর্য জনক।

আবু আলী রুজবারী বলেন, আমাকে আবু বকর দাক্কাক বলেছেন, আমি এক আরব পরিবারে মেহমান হয়েছিলাম। সেখানে এক সুন্দর নারীর প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে তাকে যে চোখ অবলোকন করেছে আমি তা উপড়ে ফেলি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, দেখুন শরীয়তের জ্ঞানহীন নিঃস্ব এ ব্যক্তিকে। যদি মহিলার দিকে তার দৃষ্টিপাত অনিচ্ছাকৃত হয় তাহলে সে তো গুনাহ মুক্ত। আর যদি তা ইচ্ছাকৃত হয় তাহলে তা ছগীরা গুনাহ, যা তাওবা দ্বারা মিটে যায়। কিন্তু এ ব্যক্তি চোখ উপড়ে ফেলে ছগীরার সাথে কবিরা গুনাহের মিশ্রণ ঘটানো সত্ত্বেও তা থেকে তাওবা করে নি, যেহেতু সে চোখ উপড়ে ফেলাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় ভেবেছে। আর হারামকে নৈকট্য লাভের উপায় ভাবা এটা তো গোমরাহির চূড়ান্ত স্তর। হয়তো এ ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের কতক ঘটনা থেকে এমন কর্ম শ্রবণ করেছে। বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তির কোন মহিলার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে তিনি চোখ উপড়ে ফেলেন। বনী ইসরাঈলের এ ঘটনা অবাস্তব মনে হলেও হতে পারে যে, তাদের শরীয়তে এটা বৈধ ছিলো। কিন্তু আমাদের শরীয়তে অবশ্যই তা হারাম।

এদের ঘটনা শুনে মনে হয় যে, এরা নিজেরাই তাসাওউফ কিংবা সুফিবাদ নামে এক নতুন ধর্ম আবিস্কার করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। আমরা শয়তানের নেক সুরতে এহেন ধোঁকা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

সুফিদের কতক আবেদ থেকেও এমন ঘটনা বর্ণিত আছে

শা'বানার গোলাম আবুল হাসান আলী বিন আহমদ বসরী বলেন, আমাকে শা'বানাহ বলেছেন, এক নেককার মহিলা আমার প্রতিবেশী

ছিলো। তিনি একদিন বাজারে গেলে জনৈক লোক তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার পিছু নিয়ে বাড়ির দরজায় উপনীত হলে মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি আমার নিকট কি চাও? লোকটি বলে, আমি তোমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি। মহিলা জিজ্ঞেস করে, আমার কোন অঙ্গ তোমায় মুগ্ধ করলো? লোকটি বলে, তোমার চোখদ্বয়। মহিলা তখন গৃহাভ্যান্তরে প্রবেশ করে নিজের চোখ দু'টি উপড়ে ফেলে বিপরীত দরজা দিয়ে বাহিরে এসে তা লোকটির প্রতি নিক্ষেপ করে বলে, চোখ দু'টি নিয়ে যাও। আল্লাহ তোমাকে বরকত থেকে বঞ্চিত করুন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, দেখুন মূর্খদের নিয়ে শয়তান কিরূপ খেলা করে। মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তো লোকটি সগীরা গুনাহ করেছে, কিন্তু চোখ উপড়ে ফেলে মহিলাটি কবিরা গুনাহ করা সত্ত্বেও ধারণা করেছে যে, সে আল্লাহর আনুগত্য করেছে। অথচ তার কর্তব্য ছিলো অপরিচিত এ ব্যক্তির সাথে কথা বলা হতে বিরত থাকা।

আল্লাহর এমন বান্দীও আছে, যাদের সাথে অন্য পুরুষ কথা বলতে চাইলে তারা আল্লাহর কথা স্বরণ করিয়ে কথা বলা হতে নিবৃত্ত করে। যুন্নুন মিসরী বলেন, আমি মরুভূমিতে এক মহিলার সাক্ষাৎ পেয়ে তার সাথে কথা বলতে চাইলে সে আমাকে বলে, আমার সাথে কথা বলা তোমার জন্য বৈধ নয়।

মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব আরজী বলেন, আমি যুন্নুনকে বলতে শুনেছি, বাজ্জা নগরীতে এক মহিলার দেখা পেয়ে আমি তাকে আহ্বান করলে সে বললো, পুরুষদের কি হলো যে, তারা মহিলাদের সাথে কথা বলতে চায়! যদি তোমার আকল লোপ না পেত আমি তোমায় কিছু একটা নিক্ষেপ করতাম।

সুফিদের পাথেয় বিহীন সফর সম্বলিত আরো কিছু ঘটনা

আবু আবদুর রহমান মুহাম্মদ বিন হুসাইন বলেন, আমি পিতামহ ইসমাঈল বিন নুজাইদকে বলতে শুনেছি, ইবরাহিম হারাবী শিব্বাহ বারিয়্যার সাথে সফর করলে শিব্বাকে বললেন, হে শিব্বা! তোমার

সাথে যা আসবাব আছে তুমি তা ফেলে দাও। তখন শিব্বা তার সকল আসবাব ফেলে দিয়ে একটি দীনার নিজের কাছে রেখে দেন। অতঃপর তারা কয়েক পা অগ্রসর হলে হারাবী বলেন, তোমার কাছে যা কিছু রয়েছে তা নিক্ষেপ করে আমার মন স্থির করো। তখন শিব্বা তার অবশিষ্ট দীনারটি হারাবীর হাতে অর্পণ করলে হারাবী তা নিক্ষেপ করে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে বলেন, তোমার সব কিছু নিক্ষেপ করেছো তো? তখন শিব্বা বলেন, আমার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। হারাবী বলেন, আমার মন তো এখনো অস্থির। তখন শিব্বা নিজের সাথে নিয়ে আসা জুতার এক বান্ডিল ফিতার কথা স্বরণ করে বলেন, আমার সাথে জুতার এই এক বান্ডিল ফিতা ছাড়া আর কিছুই নেই। হারাবী ফিতার বান্ডিলটি হাতে নিয়ে তা নিক্ষেপ করে বলেন, এবার সামনে চলো। আমরা সামনে অগ্রসর হলাম। মরুভূমির পথে আমরা যখনই খাদ্য গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয়েছি তখন আমাদের সামনে তা নিক্ষিপ্ত অবস্থায় পেয়েছি। তখন হারাবী আমায় বলেন, আল্লাহর প্রতি যার তাওয়াক্কুল সঠিক হয় তার রিযিকের ব্যাবস্থা আল্লাহ এভাবেই করেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, হারাবীর এই কর্মসমূহ ভুল আর সম্পদ নিক্ষেপ করা হারাম। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, সে নিজের মালিকানা মাল নিক্ষেপ করে এমন মাল গ্রহণ করছে, তার জানা নেই তা কোথা হইতে এসেছে! তা গ্রহণ করা কি তার জন্য বৈধ না বৈধ নয়!

আলী বিন মুহাম্মদ মিসরী বলেন, আমাকে আবু সাঈদ খার্‌রাজ বলেছেন, আমি একবার পাথেয় বিহীন মরুভূমির পথে সফর করেছি। তখন অভাব আমায় আক্রান্ত করলে আমি নিকটেই আমার গন্তব্য দেখে এ ভেবে আনন্দিত হই যে, অচিরেই গন্তব্যে পৌঁছে আমার কষ্ট লাঘব হবে। অতঃপর এ ভেবে চিন্তিত হলাম যে, আমি তো কষ্টের অভিযোগ করে অন্যের উপর তাওয়াক্কুল করেছি। তাই আমি কসম করলাম; আমাকে বহন করে অন্য কেউ আমার গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া ব্যতীত আমি তাতে প্রবেশ করবো না। কসম মোতাবেক আমি বালুতে এক গর্ত খনন করে নিজের দেহ বুক পর্যন্ত আবৃত করি। যখন রাতের মাঝামাঝি সময় ঘনিয়ে আসে উচ্চ স্বরে কেউ আওয়াজ দিয়ে বললো, হে গ্রামবাসী!

আল্লাহর এক ওলী নিজেকে বালুর মাঝে আটকে রেখেছে, সুতরাং তার কাছে তোমরা গমন করো। তখন একদল লোক এসে আমাকে বালু থেকে বের করে আমার গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ ব্যক্তি নিজ স্বভাবের জোর খাটিয়েছে। ফলে সে তার থেকে এমন কিছু আশা করেছে যা তার স্বভাব ক্ষমতার উর্ধ্বে। কেননা বনী আদমের স্বভাব হলো পসন্দনীয় বস্তু পেয়ে আনন্দিত হওয়া। তাই পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি পেয়ে আর ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য পেয়ে যদি আনন্দিত হয় তাহলে তারা তিরস্কৃত হয় না। অনুরূপভাবে; প্রিয় বস্তু পেয়ে যারা আনন্দিত হয় তারাও তিরস্কৃত নয়।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে যখন মদীনা দৃষ্টিগোচর হত দেশের ভালোবাসায় তখন সওয়ারী জোরে চালাতেন। যখন মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হন মাতৃভূমির মায়ায় বারবার মক্কার দিকে ফিরে তাকান। তাই এমন কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই যা জ্ঞান ও আকল বহির্ভূত। মাটিতে নিজের দেহ আবৃত করে জামাতে নামাজ আদায় করা হতে বিরত থাকাতো নিকৃষ্ট কাজ। আল্লাহর কোন নৈকট্যই এতে নিহিত নেই, বরং তা এমন গোমরাহী মূর্খতাই যার উৎস।

বকর বিন মুহাম্মদ বলেন, আমি আবুল খায়ের নিসাপুরীর নিকট উপস্থিতকালে তার দু' হাত কর্তিত দেখে কি কারণে তা কাটা হলো তা জিজ্ঞেস করলে সে আমায় বললো, হাত দ্বয় অপরাধ করেছে তাই কর্তিত হয়েছে। অতঃপর তাকে নিয়ে এক দল লোকের নিকট উপস্থিত হলে তারাও তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি সফর করে ইসনাদরিয়্যা পৌঁছে সেখানে বারো বছর অবস্থান করি। আমি সেখানে এক কুঁড়ে ঘর বানিয়ে রাতে অবস্থান করে এলাকাবাসী খাদ্যের যে উচ্ছিষ্ট ফেলে দিত তা দিয়ে ইফতার করতাম। একদিন অদৃশ্য হতে আওয়াজ দিয়ে কেউ আমাকে বললো, হে আবুল খায়ের! তুমি মানুষের দৈনন্দিন খাবারে তাদের সাথে অংশ গ্রহণ না করার দাবি করে ইঙ্গিত দাও যে, তুমি আল্লাহর উপর ভরসাকারী, অথচ মানুষের মাঝেই তুমি

বসে আছ! আমি তখন বললাম, হে আমার প্রভু, আমার পালনকর্তা! তোমার মর্যাদার কসম; আমি আমার হস্ত এমন কিছুর দিকে প্রসারিত করবো না যা মাটি হতে উৎপন্ন হয়, যতক্ষণ না আমার রিযিক এমন স্থান হতে আমার কাছে না পৌঁছে যেখানে আমি অবস্থান করি না। আমি তখন পানাহার ব্যতীত বারো দিন অবস্থান করে ফরয ও নফল আদায়ে সময় অতিবাহিত করি। অতঃপর নফল আদায়ে অক্ষম হয়ে শুধু ফরয ও সুন্নাত আদায়ের মধ্য দিয়ে আরো বারো দিন অতিবাহিত করি। এক পর্যায়ে সুন্নাত আদায়ে অক্ষম হয়ে শুধু ফরয আদায়ের মধ্য দিয়ে আরো বারো দিন অতিবাহিত করি। কিছুদিন পর দাঁড়ানোর সক্ষমতা হারিয়ে বসে নামাজ পড়তে শুরু করি। যখন বসে নামাজ পড়ার সক্ষমতাও হারিয়ে ফেলি তখন বিছানায় পড়ে ফরয ছুটে যাওয়ার উপক্রম হলে মনে মনে আল্লাহকে বলি, হে আমার প্রভু! তুমি আমার উপর নামাজ ফরয করেছো, কেয়ামত দিবসে তা সম্পর্কে আমায় জিজ্ঞাসাও করবে, আর রিজিকও তুমি আমার জন্য বণ্টন করেছো, তা আমার কাছে পৌঁছানোর জিম্মাদারীও তোমার হাতে, সুতরাং তোমার বণ্টনকৃত রিজিক আমায় দান করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করো। আমি তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছি সে বিষয়ে তুমি আমাকে পাকড়াও করো না। তোমার মর্যাদার কসম; তোমার সাথে ওয়াদাকৃত চুক্তি রক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা আমি অব্যাহত রাখবো। হঠাৎ চেয়ে দেখি আমার সামনে দু' থালা খাদ্য উপস্থিত। এভাবেই প্রতি রাতে আমার জন্য এরূপ খাদ্য উপস্থিত হতে শুরু করে। এক দিন সীমান্ত সফরের নির্দেশ পেয়ে আমি যাত্রা শুরু করলাম। যখন বার্মায় প্রবেশ করলাম তখন জামে মসজিদে এক গল্পকারকে যাকারিয়া আলাইহিস সালামের করাতে দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনলাম। তিনি বর্ণনায় বলেন, যখন যাকারিয়া আলাইহিস সালামকে করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা হচ্ছিলো তখন আল্লাহ তার নিকট ওহী পাঠিয়ে বললেন, যদি বেদনার কোন আওয়াজ তোমার থেকে বাহির হয় তাহলে নবুওয়াতের তালিকা হতে তোমার নাম মুছে দিব। যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ধৈর্য ধারণ করলে করাত দ্বারা তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। ঘটনা শ্রবণে আমি বললাম, প্রভু হে! যাকারিয়া

আলাইহিস সালামতো ধৈর্যে অটল ছিলেন। তুমি যদি আমায় পরীক্ষা করো আমি অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করবো। আমি পুনরায় যাত্রা শুরু করে আনতাকিয়া প্রবেশ করলে আমার কিছু বন্ধু আমায় দেখে বুঝতে পারলো যে, আমি সীমান্তে যেতে চাই। তখন তারা আমাকে একটি তরবারী, ঢাল ও বর্শা দিলে আমি সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ করি। আমি তখন শত্রুর ভয়ে প্রাচীরের পিছে লুকিয়ে থাকাকে আল্লাহর নিকট লজ্জাবোধ করায় দিনে জঙ্গলে আর রাতে সমুদ্র তীরে অবস্থান করতে শুরু করি। যখন রাত ঘনিয়ে আসতো আমি সমুদ্র তীরে গমন করে তীর সংলগ্ন কোন স্থানে বর্শা গেড়ে ঢালটি তার সাথে টেক লাগিয়ে তরবারিটি গলায় ঝুলিয়ে সকাল পর্যন্ত নামাজ পড়তাম। ফযরের নামাজ আদায়ের পর বনে গমন করে সারাদিন সেখানে অবস্থান করতাম। এক দিন বনে পথ চলার সময় গাছের সাথে হোঁচট খেয়ে গাছটির ফল দেখে মুগ্ধ হয়ে যমীনে উৎপন্ন খাদ্যের দিকে হাত না বাড়ানোর যে ওয়াদা ও কসম আল্লাহর সাথে করেছিলাম তা ভুলে গাছের দিকে হাত বাড়িয়ে একটি ফল গ্রহণ করি। ফলটি চিবিয়ে খাওয়ার এক পর্যায়ে হঠাৎ কসমের কথা মনে পরলে আমি তা মুখ থেকে নিক্ষেপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলে এক দল ঘোড় সওয়ার আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আমাকে সেখান থেকে বের করে সমুদ্র তীরে নিয়ে যায়। আমি সেখানে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী বেষ্টিত এক আমিরকে দেখতে পাই – যার সামনে এক দল সুদানী কালো লোক ছিলো। তাদের থেকে পলায়িত ব্যক্তিদের খোঁজে তারা বিভিন্ন দিকে ঘোড়া ছুটাত। তারা আমার গায়ের রং কালো ও হাতে তরবারী, ঢাল ও বর্শা দেখে ধারণা করলো যে, আমিও একজন সুদানী। আমি যখন আমিরের দিকে এগিয়ে যাই তখন তিনি আমায় জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? আমি উত্তরে বলি, আল্লাহর এক বান্দা। তিনি সুদানীদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা তাকে চিন? তারা বললো, না। তিনি বললেন বরং সে তোমাদের নেতা, নিজেদের জীবন দিয়ে যাকে তোমরা রক্ষা করতে চাচ্ছো। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা কেটে ফেলবো। তখন তাদেরকে এক এক করে সামনে এনে হাত-পা কাটতে শুরু করলে এক পর্যায়ে আমার পালা

আসে। আমাকে লক্ষ করে আমির তখন বলেন, সামনে এগিয়ে এসে হাত প্রসারিত করো। আমি হাত প্রসারিত করলে তা কেটে ফেলার পর বলা হয়, এবার পা প্রসারিত করো। আমি তা প্রসারিত করে মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলি, প্রভু হে! আমার হাত অন্যায় করেছে, কিন্তু পা কি অন্যায় করলো! হঠাৎ এক ঘোড় সওয়ার বেষ্টনীর কাছে উপস্থিত হয়ে যমীনে ঝাপিয়ে পড়ে চিৎকার দিয়ে বললো, তোমরা কী করছো! তোমরা কী আকাশকে যমীনের সাথে মিশিয়ে দিতে চাচ্ছো! এতো এক সৎ লোক। নেককার হিসাবে যার সুখ্যাতিও রয়েছে। তখন নিজেকে আমির যমীতে নিক্ষেপ করে আমার কর্তিত হাতদ্বয় তুলে নিয়ে তাতে চুমু খেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি তখন বললাম, আমিতো হাত কাটার পূর্বেই তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এ হাত অন্যায় করেছে তাই কর্তিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, লক্ষ করুন অজ্ঞতার প্রতি; কিরূপ আচরণ সে এ ব্যক্তির সাথে করেছে! লোকটি তো ভালো মানুষ ছিলেন। যদি তার ইলম থাকতো তাহলে অবশ্যই বুঝতো যে, সে যা করেছে তা হারাম। জাহেদ ও আবেদদের ধোঁকা দিতে অজ্ঞতার চে' বড় হাতিয়ার ইবলিসের নিকট দ্বিতীয়টি নেই।

মুহাম্মদ বিন দাউদ দাইনুরী বলেন, আমি ইবনে হুদাইককে বলতে শুনেছি, আমরা হাতেম আসেমের সাথে মাছীছা নগরীতে প্রবেশ করলে তিনি কসম করেন, তার মুখ খুলে তাকে অন্য কেউ খাইয়ে না দেয়া পর্যন্ত তিনি নিজ থেকে কিছুই খাবেন না। তখন তিনি সাথীদেরকে তার থেকে পৃথক হওয়ার নির্দেশ দিয়ে এক স্থানে বসে পানাহার ব্যতীত নয় দিন অবস্থান করেন। দশম দিন এক ব্যক্তি তার কাছে উপস্থিত হয়ে খাদ্য জাতীয় কিছু বস্তু তার সামনে রেখে তাকে খাওয়ার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও তার থেকে কোন সাড়া না পেয়ে তিনি তিনবার তাকে খাদ্য গ্রহণের কথা বলেন। হাতেম তারপরও নিরুত্তর থাকলে তিনি তাকে পাগল ভেবে এক লোকমা খাদ্য তার মুখের সামনে নিয়ে ইশারায় মুখ হা করতে বলা সত্ত্বেও সে না মুখ খুলেছে না কোনরূপ কথা উচ্চারণ

করেছে। তখন লোকটি এক চামচ বের করে তা দ্বারা মুখ হা করিয়ে খাবারের লোকমা তার মুখে ঢুকিয়ে দিলে সে তা ভক্ষণ করে। অতঃপর সে লোকটিকে বলে, তুমি যদি পছন্দ করো যে, এ খাদ্যের দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন তাহলে ঐ লোকদেরকে তুমি তা খাওয়াও – এ বলে হাতেম তার সাথীদের প্রতি ইঙ্গিত করে।

কাযি আহমদ বিন সাইয়্যার বলেন, আমাকে এক সুফি লোক বলেছেন, আমি এক সফরে একদল লোকসহ এক সুফি ব্যক্তির সফরসঙ্গী হলে এক পর্যায়ে তাওয়াক্কুল ও রিযিকের ব্যাপারে মানুষের একিনগত দুর্বলতা ও মজবুতির আলোচনা উঠলে ফালুদার বাটি আমার কাছে না পাঠানো পর্যন্ত আমি কোন খাদ্য গ্রহণ না করার এক কঠিন শপথ তিনি আমার উপর চাপিয়ে দেন। আমরা মরুভূমির কিছুদূর পথ অতিক্রম করলে জামাতের লোকেরা তাকে বললো, আপনিতো পরিশ্রমী নন। পানাহার ব্যতীত দুই দিন দুই রাত হেঁটে আমরা এক গ্রামে উপস্থিত হলে আমি ছাড়া দলের সকলেই তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। তখন সুফি সাহেবও দুর্বলতা হেতু নিজেকে মৃত্যুর হাতে সপে দিয়ে গ্রামের মসজিদে লুটিয়ে পরেন। তার এ শোচনীয় অবস্থা দেখে আমি তার খেদমতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করলে চতুর্থদিন মধ্যরাতে যখন তার মৃত্যু আশঙ্কা দেখা দেয় তখন মসজিদের দরজাটি হঠাৎ খুলে যায় এবং ঢাকনাবৃত বাটি নিয়ে কালো গড়নের এক মেয়ে উপস্থিত হয়ে আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি মুসাফির না গ্রামের বাসিন্দা? আমি বললাম, মুসাফির। মেয়েটি ঢাকনা উন্মুক্ত করলে দেখলাম তা ফালুদায় পরিপূর্ণ। মেয়েটি ফালুদার বাটি আমাদের সামনে এগিয়ে দিয়ে খাওয়ার আহ্বান জানালে আমি সুফি সাহেবকে খাওয়ার কথা বললে তিনি বলেন, আমি খাব না। মেয়েটি তখন হাত উঠিয়ে সুফিকে জোরে এক চড় মেরে বলেন, আল্লাহর কসম; তুমি যদি না খাও তাহলে আমি তোমাকে এভাবে চড় মারতেই থাকবো, যতক্ষণ না তুমি খাদ্য গ্রহণ শুরু করো। তখন সুফি আমাকে বলেন, তুমিও আমার সাথে খাও। আমরা খাওয়া শুরু করে এক পর্যায়ে বাটির সব ফালুদা শেষ হলে মেয়েটি যখন চলে যাওয়ার ইচ্ছা করে তখন আমি তাকে বললাম, এই ফালুদা ও তোমার

ঘটনাটি আমাকে খুলে বলবে কি? সে তখন বলে, আমি এই গ্রাম সরদারের বাঁদী, আর তিনি খুব গরম প্রকৃতির মানুষ। তিনি এক সপ্তাহ যাবত আমাদের কাছে ফালুদা চাচ্ছিলেন। কিন্তু ফালুদা তৈরিতে আমাদের বিলম্ব হওয়ায় সরদার ক্ষিপ্ত হয়ে তার স্ত্রীকে তালাকের শপথ দিয়ে বলেন, এ ফালুদা না আমি খাব না ঘরের কেউ খাবে আর না গ্রামের কেউ। তিনি তার স্ত্রীকে বলেন, যদি কোন মুসাফির এ ফালুদা না খায় তাহলে তুমি তালাক। তখন মুসাফিরের খোঁজে আমরা বিভিন্ন মসজিদ ঘুরে কোথাও মুসাফির না পেয়ে তোমাদের কাছে পৌছি। যদি এ শায়খ ফালুদা না খেত আমি তাকে প্রহার করতেই থাকতাম যতক্ষণ না সে তা গ্রহণ করে, যাতে স্বামী থেকে আমার মনীবার বিচ্ছেদ না হয়। তখন সুফি আমাকে বলেন, আল্লাহ যখন রিযিক পৌছাতে চান তখন তা কিভাবে পৌছান তা কি বুঝলে?

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, যদি কোন মূর্খ এ ঘটনা শ্রবণ করে তাহলে সে অবশ্যই বিশ্বাস করবে যে, এটা কারামত। অথচ যা সে করেছে তা বড়ই নিন্দনীয়। কেননা সে আল্লাহকে পরখ ও তার নামে শপথ করে ক্ষুধার এমন কষ্ট নিজের উপর চাপিয়েছে যা তার সাধ্যাতীত এবং এমনটি করা তার জন্য বৈধও নয়। আমরা এ বিষয়টি অস্বীকার করছি না যে, আল্লাহ তার প্রতি সদয় হয়ে তার জন্যে এ ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু সে যা করেছে তাতো সঠিক নয়। কখনো কখনো এমন কিছুর বাস্তবায়ন নিন্দনীয় হয়। কেননা এ জাতীয় লোক এমন ঘটনার বাস্তবায়ন দেখে ধারণা করে যে এটা কারামত ও তার উচ্চ মর্যাদার প্রতীক।

অনুরূপভাবে পূর্বে উল্লেখিত হাতেমের ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে তা হাতেমের অজ্ঞতা ও এমন কর্মের দলীল যা বৈধ নয়। কেননা সে ধারণা করেছে যে, আসবাব বর্জনের নাম তাওয়াক্কুল। যদি সে তার ধারণা মোতাবেক কাজ করতো তাহলে না সে খাবার চিবাতো না তা গিলতো। কেননা এটাওতো এক প্রকার আসবাব গ্রহণ। মূলতঃ শরীয়তের বিধান সম্পর্কে জ্ঞান-স্বল্পতার কারণেই ইবলিস তাদের নিয়ে এমন খেলায় মেতে উঠেছে।

আমার কাছে এসব সুফিদের পাথেয় বিহীন সফরের যে ঘটনা পৌঁছেছে তার সর্বাধিক অদ্ভুত ঘটনা হচ্ছে, আবু আবদুর রহমান সালামী বলেন, আবু শুআইব মিকফা' পদব্রজে সত্তর বার হজ্জ করেছেন। প্রতিবার তিনি হজ্জ ও ওমরার এহরাম একসাথে বেঁধেছেন। তিনি তার হজ্জের শেষ সফরে পাথেয় বিহীন তাবুক মরুভূমিতে প্রবেশ করে তৃষ্ণাকাতর এক কুকুরকে হাঁপাতে দেখে বলেন, কেউ আছে কি? এক ঢোক পানির বিনিময়ে একটি হজ্জ ক্রয় করবে? তখন এক লোক তাকে এক ঢোক পানি এগিয়ে দিলে তিনি তা কুকুরকে পান করিয়ে বলেন, এটা আমার কাছে আমার হজ্জ থেকেও উত্তম। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "فِي كل ذات كبد حراء أجر" প্রত্যেক প্রাণীর তৃষ্ণা নিবারণের প্রতিদান নিশ্চিত পাবে।

আবু আলী রুজবারী বলেন, আমরা পাথেয় বিহীন মরুভূমির পথে সফর করছিলাম। আবুল হুসাইন আতুফী আমাদের দলেই ছিলো। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র কাফেলা আমাদের দলে মিলিত হয়ে মাঝ পথে আমাদের উপর জুলুম করতো। আর টিলায় আরোহণ করে আবুল হুসাইন নেকড়ের ন্যায় আওয়াজ দিত। ফলে তার আওয়াজ শুনে মহল্লার কুকুরগুলোও ঘেউ ঘেউ করতো। তখন মহল্লাবাসীর নিকট গিয়ে আবুল হুসাইন আমাদের জন্য তাদের থেকে সাহায্য নিয়ে ফিরত।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমি এসব ঘটনা আপনাদের সামনে এ জন্যে উল্লেখ করেছি, যাতে জ্ঞানী ব্যক্তি শরীয়ত সম্পর্কে এদের জ্ঞান ও তাওয়াক্কুলের অর্থ সম্পর্কে এদের বুঝ অবুধাবন করতে পারে, আর তাদের শরীয়ত বিরোধী কর্ম পদ্ধতি দেখে তা থেকে সতর্ক হতে পারে।

হায় আমি যদি জানতাম! তাদের যারা অজুর পাত্র বিহীন সফরে বের হয় তারা নামাজের সময় কিভাবে অজু করবে, আর যারা সুঁই বিহীন বের হয় তারা কাপড় ছিড়ে গেলে তা কি দিয়ে সেলাই করবে! তাদের কতক শায়খতো মুসাফিরকে সফরে বের হওয়ার পূর্বে প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিতেন।

আবুল আব্বাস বাগদাদী বলেন, আমি ফারগানীকে বলতে শুনেছি, ইবরাহিম খাওয়াছ আসবাবমুক্ত মুতাওয়াক্কিল ছিলেন। তিনিও সর্বদা সুঁই, সুতা, কাঁচি ও লোটা সাথে রাখতেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবুল আব্বাস! কেন আপনি এসব নিজের সাথে রাখেন? অথচ আপনি মুক্ত রাখেন নিজেকে সকল আসবাব গ্রহণ থেকে! তখন তিনি বলেন, এসব সাথে রাখা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। কেননা আল্লাহ আমাদের উপর নামাজ ফরয করেছেন। আর ফকীরের গায়ে তো একটি জামাই থাকে। সুতরাং সফর হালতে যদি তার জামা ছিঁড়ে যায়, আর তার সাথে সুঁই-সুতা না থাকে তাহলে সতর প্রকাশ পেয়ে তার নামাজ নষ্ট হবে। আর যদি তার সাথে লোটা না থাকে তাহলে তার পবিত্রতা নষ্ট হবে। সুতরাং কোন ফকিরকে তুমি যদি লোটা ও সুঁই-সুতা মুক্ত দেখ তাহলে তার নামাজের ব্যাপারে সন্দিহান হও।

দাড়ি বিহীন বালকদের সঙ্গলাভের ব্যাপারে সুফিদেরকে শয়তান নেক সুরতে ধোঁকা দানের বিবরণ

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ভালোভাবে একটি বিষয় জেনে রাখুন যে, সুফিদের এক বিরাট অংশ মেয়েদের সঙ্গলাভ ও তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার স্বার্থে অপরিচিত মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিপাত নিজেদের উপর হারাম করেছে, আর এবাদতের ব্যস্ততার দরুন নিজেদেরকে বিবাহ থেকে বিরত রেখেছে। ফলে আকস্মাৎ স্বেচ্ছায় ও যুহদের উদ্দেশ্যে ইবলিস দাড়ি বিহীন বালকদের সঙ্গলাভের ব্যাপারে এসব সুফিদের মনে ঝোঁক সৃষ্টি করে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ভালোভাবে আরেকটি বিষয় জেনে রাখুন যে, দাড়ি বিহীন বালকদের সঙ্গলাভের বিষয়ে সুফিরা সাত ভাগে বিভক্ত হয়েছে।

প্রথম শ্রেণী – যারা মানব জাতির নিকৃষ্টতম সম্প্রদায়। তারা এমন লোক, যারা সুফিদের বেশ-ভূষা ধারণ করে আল্লাহর দেহ ধারণের বক্তব্য দেয়। এদেরকে সুফিদের পরিভাষায় হুলুলিয়্যাহ বলে।

সাহল বিন আলী খাশ্যাব বলেন, আমাকে আবু নসর আবদুল্লাহ বিন

আলী সিরাজ বলেছেন, হুলুলিয়্যাদের এক দল দাবি করে যে, আল্লাহ তায়ালা রব অর্থে কিছু দেহ নির্বাচন করে তাতে অবস্থান নিয়েছেন। তাদের আরেক দল বলে, আল্লাহ শুধু সুন্দর দেহে অবস্থান নেন।

আবু আবদুল্লাহ বিন হাতিম বলেন, সুফিদের এক দল দাবি করে যে, তারা দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখে। তারা এটাও মনে করে যে, আল্লাহ মানুষের রূপ ধারণ করেন। তারা যেভাবে আল্লাহর সুন্দর দেহে অবস্থানের কথা বলে তদ্রুপ কালো বালককে স্বপ্নে দেখেও তাকে আল্লাহ বলে সাক্ষ্য প্রদান করে।

দ্বিতীয় শ্রেণীঃ তারা এমন সম্প্রদায় যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেশ-ভূষায় সুফিদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে।

তৃতীয় শ্রেণীঃ তারা এমন সম্প্রদায় যারা সুন্দর চেহারার দিকে তাকানো বৈধ মনে করে। আবু আবদুর রহমান সালামী 'সুনানুস সুফিয়্যাহ' (সুফিদের আদর্শ) নামে এক গ্রন্থ রচনা করে তার শেষে 'সুফিদের নিকট যা বৈধ' নামে এক অধ্যায় তৈরি করে তাতে উল্লেখ করেন, নাচ, গান ও সুন্দর চেহারা দর্শন সুফিদের নিকট বৈধ। দলীল স্বরূপ তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. وانه قال ثلاثة تجلو البصر النظر إلى الخضرة والنظر إلى الماء والنظر إلى الوجه الحسن

তোমরা সুশ্রী চেহারা দর্শনকে কল্যাণকর মনে করো। তিনি আরো বলেন, তিন জিনিস চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে- সবুজ দর্শন, পানি দর্শন ও সুন্দর চেহারা দর্শন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, উল্লেখিত এ দুই হাদীস ভিত্তিহীন। প্রথম হাদীস- যা আবদ বিন হুমাইদ ইয়াযিদ বিন হারুনের সূত্রে, আর তিনি মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন মুখাইরের সূত্রে, তিনি নাফে'র সূত্রে আর নাফে' ইবনে ওমরের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

اطلبوا الخير عند حسان الوجوه

তোমরা সুশ্রী চেহারা দর্শনকে কল্যাণকর মনে করো। জরাহ তা'দীলের ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, এই হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান নির্ভরযোগ্য নয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এই হাদীসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। উকাইলী (রহ.) বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ জাতীয় কোন হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয় নি।

আর দ্বিতীয় হাদীসটি- যা মুহাম্মদ বিন নুআঈম আবু বকর মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন হারুনের সূত্রে, আর তিনি আহমদ বিন ওমরের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি আবুল বুখতুরীকে বলতে শুনেছি, আমি খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে আসা যাওয়া করতাম। একদিন খলীফা পুত্র কাসেম তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে তার প্রতি আমার দৃষ্টি বারবার নিবদ্ধ হলে খলীফা আমায় বলেন, আমি দেখছি যে তুমি বারবার কাসেমের দিকে তাকাচ্ছ, তুমি কি চাও যে, সে তোমার সাহচর্যে আসুক? আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! যে কল্পনা আমার মাঝে নেই সে বিষয়ে অপবাদ দেয়া থেকে আমি আপনার বিষয়ে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। তবে কাসেমের দিকে আমার বারবার তাকানোর কারণ হলো, জা'ফর সাদেক তার বাবা পরম্পরায় দাদা আলী বিন হুসাইনের সূত্রে, আর তিনি তার বাবা পরম্পরায় দাদার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ثلاث يزدن في قوة النظر النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإلى الوجه الحسن

তিন জিনিস চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে- সবুজ দর্শন, প্রবহমাণ পানি দর্শন ও সুন্দর চেহারা দর্শন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি বানোয়াট। আর হাদীসটি বর্ণনাকারী আবুল বুখতুরীর মিথ্যাবাদিতা ও হাদীস বানানোর ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে দ্বিমত নেই।

অবশ্য কিতাবটি রচনাকারী আবু আবদুর রহমান সালামীর উচিত ছিলো, সুন্দর চেহারা দর্শন বিষয়টি উল্লেখকালে স্ত্রী কিংবা মালিকানাধীন বাঁদীর চেহারাকে শর্তযুক্ত করা। কেননা শর্তহীনভাবে সুন্দর চেহারা দর্শন বৈধ বললে অনেকের মনে খারাপ কল্পনা উদয় হয়। আমাদের শায়খ মুহাম্মদ বিন নাসির বলেন, ইবনে তাহের মাকদিসীও এক কিতাব রচনা করে দাড়িবিহীন বালকের দিকে তাকানোকে শর্তহীন বৈধ বলে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ইসলামী আঈনশাস্ত্রবিদদের অভিমত হলো, যদি দাড়ীবিহিন বালককে দেখলে শাহওয়াত (কামনা) বৃদ্ধি পায় তাহলে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। যদি কেউ দাবি করে যে, দাড়ীবিহিন সুন্দর বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তার শাহওয়াত বৃদ্ধি পায় না তাহলে সে মিথ্যাবাদী। তবে স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত বৈধ হওয়ার কারণ হলো, যাতে একসাথে চলতে গেলে স্বাভাবিক দৃষ্টিপাতের কারণে অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। সুতরাং যদি কেউ দাড়ীবিহিন সুন্দর বালকের প্রতি বারবার দৃষ্টিপাত করে তাহলে তা অবশ্যই তার শাহওয়াত (কামনা) বৃদ্ধির উপর দালালত করবে।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রহ.) বলেন,

إذا رأيتم الرجل يلح النظر الى غلام أمرد فاتهموه

যদি কোন ব্যক্তিকে দাড়ীবিহিন বালকের প্রতি বারবার দৃষ্টিপাত করতে দেখ তাহলে তাকে দোষারোপ করো।

তৃতীয় শ্রেণীঃ তারা এমন সম্প্রদায় যারা বলে যে, আমরা কামনার দৃষ্টিতে সুন্দর চেহারা দর্শন করি না – বরং শিক্ষার দৃষ্টিতে। তাই সুন্দর চেহারা দর্শন আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। আমরা বলবো, এটাতো অসম্ভব বিষয়। কেননা মানুষের স্বভাব একরকমই হয়ে থাকে। সুতরাং স্বভাবগত বিষয়ে যে নিজেকে স্বভাবের চাহিদামুক্ত দাবি করলো সে তো এমন বিষয়ের দাবি করলো যা অসম্ভব।

শাহদাহ বিন আহমদ আবারী এক মারফু সনদে মুহাম্মদ বিন জা'ফর সুফির সূত্রে, আর তিনি সুফি আবু হামজার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের খফী বলেছেন, আমি একদিন বিখ্যাত

আবেদ আবু নযর গানাবীর সাথে বসে ছিলাম। তখন এক সুন্দর বালকের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে তিনি দীর্ঘ সময় তার দিকে তাকিয়ে থেকে এক পর্যায়ে তার নিকটবর্তী হয়ে বলেন, আমি সর্বশ্রোতা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি একটু দাঁড়াও! যেন তোমার দর্শনলাভে আমি তৃপ্ত হই। বালকটি তখন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে সে তাকে পুনরায় বলে, আমি তোমাকে মহা প্রজ্ঞাবান, মহীয়ান, পরম দাতা, সৃষ্টিকর্তা ও পুনর্জীবিতকারী আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আরেকটু দাঁড়াও। বালকটি কিছুক্ষণ দাঁড়ালে সে সওয়াব লাভের আশায় তার প্রতি বারবার দৃষ্টিপাত করলে বালক এক পর্যায়ে যখন চলে যেতে উদ্যত হয় তখন সে তাকে বলে, আমি তোমাকে এক, অদ্বিতীয়, মহা পরাক্রমশালী, অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কারো থেকে জন্ম নেন নি তার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি একটু দাঁড়াও। বালক আরো কিছুক্ষণ দাঁড়ালে সে দীর্ঘক্ষণ এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলে যখন সে চলে যেতে উদ্যত হয় তখন সে তাকে পুনরায় বলে, আমি তোমাকে দয়াময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী ঐ সত্তার দোহাই দিয়ে বলছি যার কোন সমকক্ষ নেই, তুমি আরেকটু দাঁড়াও। বালকটি কিছুক্ষণ দাঁড়ালে সে তার প্রতি কয়েকবার দৃষ্টিপাত করে মাথা যমীর দিকে ঝুঁকিয়ে দিলে একপর্যায়ে বালক চলে যায়। দীর্ঘক্ষণ পর সে তার মাথা উঠিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, বালকের প্রতি আমার দৃষ্টিপাত এমন চেহারাকে স্বরণ করিয়েছে যা সকল উপমার উর্ধ্বে, সাদৃশ্য হতে পবিত্র এবং সীমাবদ্ধকরন থেকে মহান। আল্লাহর কসম; আমি তার শত্রুদের বিরুদ্ধাচরণ ও বন্ধুদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা তার সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখবো, যাতে বালকের প্রতি দৃষ্টিপাতের নেপথ্যে আল্লাহর চেহারা দর্শনের যে উদ্দেশ্য আমার ছিলো তা অর্জনে সক্ষম হই। আমি পূর্ণ আশাবাদী যে, আল্লাহ দুনিয়াতেই আমাকে তার চেহারা দর্শনে ধন্য করে আমাকে ঐ পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে আবদ্ধ রাখবেন যতদিন আসমান যমীন তার স্ব-স্থানে বিদ্যমান থাকবে। এ কথা বলার পর তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যান।

মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ফাযারী বলেন, আমি খাইরুন নাছাজকে বলতে শুনেছি, আমি একদিন মুহরিম অবস্থায় মসজিদে খাইফে সুফি মুহারিব বিন হিসানের সাথে বসা ছিলাম। তখন এক সুশ্রী চেহারার মরক্কো বালক আমাদের কাছে বসলে মুহারিব তার প্রতি এমনভাবে তাকালো যে, আমার কাছে তা অপসন্দনীয় মনে হলো। যখন সে বসা হতে দণ্ডায়মান হয় তখন আমি তার কাছে গিয়ে বলি, তুমিতো পবিত্র মাসে, পবিত্র দেশে এবং হজ্জের পবিত্র স্থানে এহরাম পরে অবস্থান করছো, অথচ আমি দেখছি যে তুমি বালকটির দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছো একমাত্র বিভ্রান্ত লোকেরাই সেভাবে তাকিয়ে থাকে। তখন সে আমাকে বললো, তুমি কি বলতে চাও যে, আমার চোখে ও মনে লিপ্সা রয়েছে! তোমার কি জানা নেই যে, ইবলিসের ধোঁকায় লিপ্ত হওয়া থেকে তিন জিনিস আমায় বিরত রেখেছে? আমি তখন বললাম, সেগুলো কি? সে বললো, ঈমানের তাৎপর্য, ইসলামের পবিত্রতা ও আল্লাহর বিষয়ে লজ্জাশীল হয়ে তার নিষিদ্ধ কাজে এ মনে করে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা যে, তিনি আমায় দেখছেন। অতঃপর সে চিৎকার দিয়ে সংজ্ঞা হারালে আমাদের নিকট লোকজন ভিড় জমায়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, লক্ষ করুন প্রথম নির্বোধের মূর্খতা ও তার সূক্ষ্ম উপমাদানের প্রতি, যদিও সে জবানে উপমা থেকে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করেছে। আর ভেবে দেখুন দ্বিতীয় নির্বোধের ভ্রান্তির বিষয়টি, যে ধারণা করেছে যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়াই নাফরমানী। অথচ তার জানা নেই যে, লালসার নজরে কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করাও হারাম। কিন্তু সে তার মুখের দাবি দ্বারা মনের আকর্ষণের চিহ্ন মুছে ফেলার বৃথা চেষ্টা করেছে, তাই বালকের প্রতি লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপই তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমার কাছে এক আলেম বর্ণনা করেছেন যে, তার কাছে এক দাড়িবিহীন বালক নিজ ঘটনা এভাবে ব্যক্ত করেছে, এক সুফি লোক আমাকে বললো, সে আমাকে ভালোবাসে। তখন সে আমাকে আল্লাহর নবী সম্বোধন করে বলে, তুমিতো এমন ব্যক্তি যাকে নিয়ে ধ্যান করা যায় এবং যার প্রতি মনোনিবেশ করা যায়,

যেহেতু আমার চাহিদা তোমার মাঝেই নিহিত আছে।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, এক দল সুফি আহমদ গাজালীর দরবারে প্রবেশ করে এক দাড়ি বিহীন বালককে তার কাছে উপবিষ্ট দেখে। গাজালী তখন তার ধ্যানেই মগ্ন ছিলো। বালক ও গাজালীর মাঝে এক গোলাপ রাখা ছিলো। সে একবার গোলাপের দিকে আরেকবার বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করছিলো। লোকেরা আসন গ্রহণ করলে তাদের কেউ একজন বললো, মনে হয় আমরা মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছি। গাজালী তখন বললো, ওহে! আল্লাহর শপথ; তোমরা একি বলছো! তখন লোকেরা আবেগপ্রবণ হয়ে এক চিৎকার দেয়।

আবুল হুসাইন বিন ইউছুফ বলেন, এক দিন পত্র মারফত গাজালীকে বলা হলো যে, তুমি তো তোমার তুর্কি বালককে ভালোবাসো। পত্র গাজালীর হস্তগত হলে সে তা পাঠান্তেই বালককে ডাকিয়ে এনে বারবার তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার নেত্রদ্বয়ের মাঝে চুমু খেয়ে বলে, এটাই চিঠির উত্তর।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ ব্যক্তির কর্ম শ্রবণ ও তার চেহারা থেকে লজ্জার আবরণ নিক্ষেপের কথা জেনে আমি বিস্মিত হই নি। বরং আমার বিস্ময়তো ঐসব জানোয়ারদের বিষয়ে যারা তার কাছে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মন্দ কাজের তিরস্কার না করে চুপ ছিলো। এর একমাত্র কারণ এটাই যে, শরীয়তের গুরুত্ব অধিকাংশ মানুষের মনে লোপ পেয়েছে।

আবুল কাসেম হারিরী বলেন, আমাকে আবু তায়্যেব তাবারী বলেছেন, আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, সুফিদের যে সম্প্রদায় গান শ্রবণ করে তারা দাড়ি বিহীন বালকের প্রতিও দৃষ্টিপাত করে। ফলে অনেক সময় তারা দাড়ি বিহীন বালককে অলংকার ও ঝালর বিশিষ্ট রঙ্গিন কাপড় দ্বারা সজ্জিত করে দাবি করে যে, তাদের এমনটি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দর চেহারা দর্শন দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি করা, শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সৃষ্টি দেখে সৃষ্টিকর্তার সৌন্দর্যের প্রমাণ পেশ করা। অথচ তাদের জানা নেই যে, তারা যা করছে তা প্রবৃত্তির অনুস্বরণ, আকলকে ধোঁকাগ্রস্ত করন ও ইলমের বিরুদ্ধাচরণের চূড়ান্ত স্তর। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وفي أنفسكم أفلا تبصرون

তোমরা কি নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করো না! অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت

তারা কি উটকে দেখে না, কিভাবে তা সৃষ্ট হয়েছে! আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض

তারা কি আসমান যমীনে আল্লাহর আশ্চর্য সব নিদর্শন নিয়ে ভাবে না! অথচ আল্লাহ যা থেকে শিক্ষা লাভের নির্দেশ তাদের দিয়েছেন তা থেকে বিমুখ হয়ে তারা এমন বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। সুফিদের এ দল উল্লেখিত কর্ম সমূহে তখনই লিপ্ত হয়েছে যখন তারা বিভিন্ন প্রকার উত্তেজনা বর্ধক খাবার ভক্ষণ করেছে। এসব খাদ্য যখন তাদের মনে পূর্ণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে তখন পরিণামে তারা নাচ, গান ও দাড়ি বিহীন সুশ্রী বালকের চেহারা দর্শনে লিপ্ত হয়েছে। হায় আফসোস! তারা যদি অল্পাহারে নিজেকে অভ্যস্ত করতো তাহলে না তারা গান শুনতে আগ্রহী হতো না সুশ্রী বালকের চেহারা দর্শনে।

আবু তায়্যেব বালেন, এসব সুফিদের একজন গানের মজলিসে তাদের গান শ্রবণকালে মনের অবস্থা কবিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে। সে তার বন্ধুকে লক্ষ করে বলেছে, তোমার কি মনে নেই ঐসব রজনীর কথা যখন রাত জেগে ভোর অবধি আমরা গানের পেয়ালায় ডুবে থাকতাম।

ودارت بيننا كأس الأغاني ... فأسكرت النفوس بغير راح

فلم نر فيهم إلا نشاوى ... سرورا والسرور هناك صاحي

إذا لبى أخو اللذات فيه ... منادى اللهو حي على الفلاح

ولم نملك سوى المهجات شيئا ... أرقناها لألحاظ ملاح

গানের পেয়ালা ঘুরছে আমাদের আসর মাঝে
তাই মন উতালা হচ্ছে মোদের বিনা শরাবে
আসরের সকলেই দেখি আনন্দে উন্মাদ
চিৎকারেই প্রকাশ তাদের গান শ্রবণের স্বাদ
নৃত্য আয়োজক বলে আসো সফলতার কোলে
প্রবৃত্তি পূজকও ডাকে তার সাড়া দিয়ে বলে
আমরা নিজ আত্মার মালিক তা সকলেই জানে
তাই এসো তা শীতল করি রমণীর স্মরণে

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, যদি মানুষের মনে গান শ্রবণের প্রভাব এমনই হয় যেমনটি এ ব্যক্তি নিজ কাব্যে প্রকাশ করেছে তাহলে কি করে গান মানুষের কল্যাণে আসবে কিংবা তার উপকার পৌঁছাবে!

আল্লামা ইবনে আকীল বলেন, যারা বলে যে সুশ্রী চেহারা দর্শন আমাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, তাই আমাদের জন্য তা দর্শন শঙ্কাজনকও নয়। তাদের উত্তরে আমরা বলবো, শরীয়তের বিধান সমানভাবেই সকলের জন্য প্রজোয্য, কোন ব্যক্তি বিশেষ তা পালনে ব্যতিক্রম নয়। স্বয়ং কোরআনের আয়াত তাদের দাবি অসার ও প্রত্যাখ্যান করে বর্ণনা করে,

قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

নবী হে! মুমিনদের আপনি বলুন, তারা যেন চক্ষু অবনত রাখে ও লজ্জাস্থান হেফাজত করে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت

তারা কি লক্ষ করে না উটের প্রতি কিভাবে তা সৃষ্ট হয়েছে – আকাশের প্রতি কিভাবে তা উঁচু হয়েছে, আর পাহাড়ের প্রতি কিভাবে তা অটল রয়েছে!

তাই কোরআনের আয়াত প্রমাণ করে যে, এমন আকৃতি দেখাই বৈধ যা দেখে মন আসক্ত না হয় বরং এমন শিক্ষা অর্জন হয় যাতে লালসার সংমিশ্রণ নেই। আর যা লালসা বর্ধক আকৃতি তা দেখে তো লালসার শিক্ষাই মিলে। তাই যে আকৃতির মাঝে শিক্ষার উপাদান নেই তা দেখা উচিৎ নয়। কেননা অনেক সময় তা ফেৎনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই আল্লাহ কোন মহিলাকে না রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, না তাকে বিচারক, ইমামত কিংবা মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব দিয়েছেন। কারণ তা ফেৎনা ও লালসার ক্ষেত্র। সুতরাং যে বলে যে, আমি সুন্দর চেহারা দর্শনের মাঝে শিক্ষা পাই আমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবো। এমনকি যে নিজেকে মানুষের স্বাভাবিক স্বভাব থেকে ব্যতিক্রম দাবি করবে আমরা তার দাবিকেও মিথ্যা বলবো। বরং এগুলো কেবল এসব দাবিদারদের সাথে শয়তানের খেল-তামাসা মাত্র।

বিশেষ শ্রেণীঃ তারা এমন সম্প্রদায় যারা বালকদের সংস্পর্শে থেকে নিজেদেরকে তাদের সাথে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রেখে ধারণা করে যে, এটাই সাধনা। অথচ তাদের জানা নেই যে, বালকদের সংস্পর্শ এবং লালসার দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকানোই নাফরমানী। এটা হচ্ছে মধ্যযুগীয় সুফিদের কর্ম, আর তাদের পূর্বসুরীরাও এ কাজে দলীলকে ভিত্তি করে লিপ্ত ছিলেন।

আহমদ বিন আলী বিন সাবেত বলেন, আমাকে আবু আলী রুযবারী কবিতার ছন্দে বলেন,

أنزه في روض المحاسن مقلتي ... وأمنع نفسي أن تنال محرما

وأحمل من ثقل الهوى مالو أنه ... على الجبل الصلد الأصم تهدما

আমি সৌন্দর্যের বাগানে আমার হত্যাস্থল পবিত্র করি, আর হারামে লিপ্ত হতে নিজের নফসকে বিরত রাখি। মন মাঝে লালসার এমন বোঝা আমি বহন করি, তা যদি সুদৃঢ় মযবুত পাহাড়েও রাখা হয় তাহলে ভেঙ্গে তা চূর্ণ হয়ে যাবে।

আবুল মুখতার দাবী বলেন, আমাকে আমার বাবা বলেছেন, আমি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণকারী আবুল কুমাইত আন্দুলুসীকে বললাম, আমাকে

আপনার স্বচক্ষে দেখা সুফিদের সবচে' আশ্চর্য ঘটনাটি বলুন। তখন তিনি আমায় বলেন, আমি মেহরাজান নামীয় এক সুফির সাথে কিছুদিন অবস্থান করি – যিনি প্রথমে অগ্নীপূজক ছিলেন, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে সুফি মতবাদ গ্রহণ করেন। আমি দেখেছি তিনি সর্বদা এক সুন্দর বালককে সাথে রাখেন, যার থেকে তিনি কখনোই পৃথক হন না। যখন রাত ঘনিয়ে আসতো তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন, অতঃপর বালকের পাশেই নিদ্রা যেতেন। কিছুক্ষণ পর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে তার সামর্থানুযায়ী নামাজ পড়তেন। অতঃপর বিছানায় ফিরে এসে তার পাশেই নিদ্রা যেতেন। এভাবে কয়েকবার নামাজ, নিদ্রা ও ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে যখন ফযরের সময় ঘনিয়ে আসে তখন বেতেরের তিন রাকআত আদায় করে আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! আপনিতো জানেন যে, আমার উপর দিয়ে রাত নিরাপদেই অতিবাহিত হয়েছে। আমি তাতে কোন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হই নি এবং হেফাযতকারী ফেরেশতারাও আমার কোন গুনাহ লিখে নি। আর মন মাঝে আমি যে কামনা সুপ্ত রেখেছি তা যদি পাহাড়ে রাখা হয় তাহলে তা ফেটে যাবে, আর যদি যমীনে রাখা হয় তাহলে তা বিধ্বস্ত হবে। অতঃপর বলেন, হে রাত! আমার থেকে যা কিছু তোমার মাঝে প্রকাশ পেয়েছে তুমি সে বিষয়ে সাক্ষ্য থেকো। তুমি তো জানো, আল্লাহর ভয় আমাকে হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রেখেছে। অতঃপর বলতেন, হে আমার মনিব! তুমি তাকওয়ার উপর আমাদের একত্রিত করেছো, সুতরাং যেদিন তুমি প্রিয়জনদের একত্রিত করবে সেদিন আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিও না। আন্দুলুসী বলেন, আমি দীর্ঘদিন তার সাথে অবস্থান করে তাকে প্রতি রাতে এভাবে করতে এবং এসব বলতে শুনেছি। আমি যখন তার থেকে চলে আসার ইচ্ছা করি তখন বলি, যখন রাতের সমাপ্তি ঘটে তখন আপনি এসব কেন বলেন? তখন তিনি আমায় জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তা শুনেছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, হে আমার ভাই! আল্লাহর কসম; আমি নিজের নফসের ব্যাপারে যে শঙ্কায় থাকি যদি কোন বাদশাহ তার প্রজাদের ব্যাপারে তদ্রূপ শঙ্কায় থাকতো তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিতেন। আমি বললাম, যার

থেকে আপনি নিজের বিষয়ে পাপের আশঙ্কা করেন তার সংস্পর্শে থাকতে কোন জিনিস আপনাকে উদ্বুদ্ধ করলো? (এখানে মূল কিতাবে উত্তর সুপ্ত রয়েছে)

আবু মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন আবদুল্লাহ্ সুফি বলেন, আমাকে আবু হামজা সুফি বলেছেন, আমি বাইতুল মাকদিসে এক সুফি যুবককে দীর্ঘদিন এক বালকের সাথে থাকতে দেখেছি। একদিন সেই যুবকের মৃত্যু হলে বালক তার উপর দীর্ঘকাল শোক প্রকাশ করে। এমনকি দুঃখে ও শোকে তার দেহ হাড্ডিসার হয়ে যায়। আমি তাকে একদিন বললাম, তোমার বন্ধুর উপর তুমিতো দীর্ঘকাল শোক প্রকাশ করলে। এখনতো আমার মনে হয় যে তার মৃত্যুর পর কোন জিনিস তোমাকে সান্তনা দিতে সক্ষম নয়। তখন সে বলে, আমি কিভাবে এমন ব্যক্তির বিষয়ে সান্তনা পাবো যাকে আল্লাহ্ মহানত্ব দান করে চিরকালের জন্য আমার চোখের মনি বানিয়েছেন! এবং তার সংস্পর্শ ও তার সাথে দিন-রাতের নির্জন বাস দ্বারা আল্লাহ্ আমাকে পাপাচারের নাপাকি থেকে রক্ষা করেছেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এরা এমন সম্প্রদায় যাদেরকে ইবলিছ ধারণা দেয় যে, বালকের সঙ্গলাভ অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণ নয়। তাই শুরুতে ইবলিস বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত তাদের নিকট শোভনীয় করে। ফলে দর্শন স্বাদে মুগ্ধ হয়ে তারা বালকের সঙ্গ লাভ ও তাদের সাথে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়ে সংকল্প করে যে, তারা স্বভাবের চাহিদা বিরুদ্ধ অশ্লীল কাজে নিজেদের নির্লিপ্ত রাখবে। তারা যদি কথায় সত্যবাদী হয় এবং বাস্তবেও তাদের কথার সত্যতা পাওয়া যায় তবুও এটাতো নিশ্চিত যে, যে অন্তরকে বালকের ধ্যান ও ভালোবাসায় তারা লিপ্ত রেখেছে তা একমাত্র আল্লাহর ধ্যানে লিপ্ত রাখাই তাদের কর্তব্য ছিলো। আর নিজের উদ্ভাবিত অশ্লীল কাজে নির্লিপ্ত থাকতে মনের বিরুদ্ধাচরণে যে সময় সে ব্যয় করেছে তা এমন ভালো কাজেই তার ব্যয় করা উচিৎ ছিলো যা আখেরাতে কাজে আসবে। মূলতঃ এদের কাজ-কর্ম এমন যা শরীয়তের শিষ্টাচার বহির্ভূত ও মূর্খতার প্রতীক। তাই আল্লাহ্ মানুষকে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে অন্তর

মন্দ বিষয়ের চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে। কেননা চক্ষুই মন্দ বিষয়ের চিন্তা মনে প্রবেশের প্রধান ফটক।

এদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে এমন সিংহকে উত্তেজিত করে তার মোকাবিলায় লিপ্ত হয়েছে যে তাকে না দেখেছে না তাকে হামলা করার ইচ্ছা করেছে।

এসব সুফিদের কেউ এমনও আছে বালকের সঙ্গলাভের প্রথম দিকে তাদের মনোবল মযবুত থাকা সত্ত্বেও পরে যখন তা দুর্বল হয়ে তাকে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান করে তখন তারা বালকের সঙ্গলাভ ত্যাগ করে।

ওমর বিন ইউছুফ বাকিল্লানী বলেন, আমাকে আবু হামজা বলেছেন, আমি সুফি সম্রাট মুহাম্মদ বিন আলা দিমাস্কিকে এক সুন্দর বালকের সাথে দীর্ঘকাল চলা ফেরার পর তার থেকে পৃথক দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কারণে ঐ বালকের সঙ্গ পরিহার করলেন মনের আকর্ষণে যার সাথে আপনি দীর্ঘকাল থেকেছেন? তিনি বলেন, আমি তার থেকে বিরক্তি কিংবা অস্বস্তির কারণে পৃথক হইনি। আমি বললাম, তাহলে কেন তা করেছেন? তিনি বলেন, আমি তার সাথে যখন নির্জনে একত্রিত হই এবং সেও আমার নিকটবর্তী হয় তখন মন আমাকে এমন দিকে আহ্বান করে যদি আমা তার আহ্বানে স্বাড়া দিয়ে তা বাস্তবায়ন করি তাহলে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে আমি পড়ে যাবো। তাই নিজেকে আল্লাহর নিকট পবিত্র হিসাবে উপস্থিত করতে ও মনকে ফেৎনা থেকে মুক্ত রাখতে আমি তার সঙ্গ ত্যাগ করেছি।

তাদের কারো অবস্থা এমনও আছে, যারা বালকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেই তা থেকে তাওবা করে এবং দৃষ্টিপাতের কারণেই দীর্ঘকাল ক্রন্দন করে।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বলেন, আমি খাইরে নাসাজকে বলতে শুনেছি, আমি সুফি উমায়্যার সাথে অবস্থানকালে হঠাৎ এক বালকের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তিনি তখন কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন,

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير

তোমরা যেখানেই থাকো আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন, আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন। অতঃপর বলেন, কার সাধ্য যে আল্লাহর জেলখানা থেকে পলায়ন করবে, অথচ তিনি তা শক্তিশালী নির্দয় ফেরেশতা দ্বারা পরিবেষ্টন করেছেন! এ বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বারা আল্লাহ আমাকে যে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন তা কতই না কঠিন পরীক্ষা! বালকের প্রতি আমার এ দৃষ্টিপাতকে আমি ঐ আগুনের সাথে তুলনা করি যা প্রবল বাতাসের মধ্যে বাস গুচ্ছের উপর পতিত হয়ে তা এমনভাবে ভস্মীভূত করে যে তার কোন অংশই বাকি রাখে না। অতঃপর বলেন, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই এমন ফেৎনা থেকে যা আমার চোখ অন্তর পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। আমারতো আশঙ্কা হয় যে, আমি যদি কেয়ামত দিবসে সত্তরজন সিদ্দীকের নেক আমল নিয়েও উপস্থিত হই তবুও তার অপরাধ থেকে মুক্তি পাবো না এবং গুনাহ থেকে নিষ্কৃতি পাবো না। অতঃপর তিনি এত বেশি কাঁদেন যে, তার প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন আমি তার ক্রন্দন মাঝে বলতে শুনেছি, হে আমার দৃষ্টি! আমি তোকে সর্বদাই ক্রন্দনে ব্যস্ত রাখবো, যাতে তুই অপরাধ দর্শনের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলিস।

ভালোবাসার আতিশয্যে অসুস্থতা

তাদের কারো অবস্থা এমনও ছিলো, তীব্র ভালোবাসার রোগ যাকে নিয়ে খেলা করেছে। শাহদা কাতিবা সনদসহ সুফি আবু হামজা থেকে বর্ণনা করে বলেন, সুফি সম্রাট আবদুল্লাহ বিন মুসা কোন এক বাজারে এক সুন্দর বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার ভালোবাসায় এতই আসক্ত হন যে, এক পর্যায়ে তার আকল বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। বালক যে পথে আসা যাওয়া করতো তিনি প্রতিদিন সে পথে দাঁড়িয়ে থাকতেন, যাতে আসা যাওয়ার পথে বালককে এক নজর দেখা যায়। বালকের প্রতি আসক্তির বিপদ এমন আকার ধারণ করে যে, তিনি এক পর্যায়ে শয্যাশায়ী হয়ে যান এবং এক পা হাঁটার সক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। আবু হামজা বলেন, তখন আমি একদিন তাকে দেখতে গিয়ে জিজ্ঞেস

করি, হে আবু মুহাম্মদ! তোমার ঘটনা কি, আর তোমাকে যে বিপদের সম্মুখীন দেখছি তা কিভাবে ঘটলো? তিনি বলেন, তা এমন বিপদ যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু বিপদে ধৈর্য ধারণের সক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। কিছু গুনাহ এমন রয়েছে যাকে মানুষ ছোট জ্ঞান করে, কিন্তু আল্লাহর নিকট তা কবীরা গুনাহ থেকেও বড়। আর যে হারাম দর্শনে লিপ্ত হয়েছে তার প্রাপ্য এটাই যে, দীর্ঘ দিন সে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকবে। অতঃপর তিনি ক্রন্দন করলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন জিনিস আপনাকে কাঁদায়? তিনি বলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, জাহান্নামে আমার দুর্ভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হবে। তখন আমি তার এ শোচনীয় অবস্থা দেখে তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সেখান থেকে চলে আসি।

আবু হামজা বলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আশআছ দিমাশকী একজন উঁচু মাপের বুযুর্গ ছিলেন। এক দিন সুন্দর এক বালকের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে তিনি অচেতন হয়ে পড়ে যান। তখন কাঁধে বহন করে তার গৃহে তাকে নিয়ে গেলে মনের অসুস্থতা এতই বেড়ে যায় যে, তিনি দাঁড়ানোর সক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। দীর্ঘদিন তার অবস্থার উন্নতি না দেখে আমরা তার এ দুরাবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি তার প্রকৃত ঘটনা ও অসুস্থতার কারণ সম্পর্কে আমাদের কিছুই বলেন নি। এদিকে লোকজন বালকের দিকে তার দৃষ্টিপাত বিষয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি বালকেরও কর্ণগোচর হয়। তাকে দেখার উদ্দেশ্যে বালক তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি এতই প্রফুল্ল হন যে, তার অবশ দেহের নাড়াচাড়া আরম্ভ হয়, চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয় ও বালকের দর্শনলাভে মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। বালক নিয়মিত তার সাক্ষাতে এলে তিনি দাঁড়ানোর সক্ষমতা লাভ করেন ও পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসেন। এক বালক তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান করলে তিনি এমনটি করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তখন দিমাশকী আমায় বলেন যে, আমি যেন বালককে তার কাছে চলে আসার আহ্বান জানাই। আমি তাকে আহ্বান জানালে বালকও এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করে। তখন আমি দিমাস্কী শায়খকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কেন তার ডাকে সাড়া

দেয়া অপসন্দ করেন? তিনি বলেন, আমি না মা'ছুম না ফেৎনা থেকে নিরাপদ। আমার আশঙ্কা হয় যে, শয়তান আমার উপর এমন ফেৎনা চাপিয়ে দিবে, যাতে আমার ও তার মাঝে গুনাহ সঙ্ঘটিত হয়ে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবো।

অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে আত্মহত্যা করা।

তাদের কারো অবস্থা এমনও আছে, যদি অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার চিন্তা মাথায় আসে তাহলে আত্মহত্যা করে প্রাণ হারায়।

আবু আবদুল্লাহ হুসাইন বিন মুহাম্মাদ দামাগানী বলেন, পারস্য দেশে এক উঁচু মাপের সুফি ছিলো। তিনি একবার বালকের ফেৎনায় লিপ্ত হয়ে নফসের নিয়ন্ত্রণ হারালে নফস তাকে অশ্লীল কাজের আহ্বান জানায়। তখন হঠাৎ তার মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হলে তিনি তার এ চিন্তার ব্যাপারে লজ্জিত হন। তিনি যে ঘরে বসবাস করতেন তার অবস্থান ছিলো এক উঁচু স্থানে। আর ঘরের পিছনে এক প্রবহমাণ নদী ছিলো। যখন গুনাহের চিন্তার অনুশোচনা তাকে পীড়িত করে তিনি ছাদে আরোহণ করে নিজেকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করে তেলাওয়াত করেন,

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

তোমরা নিজ প্রতিপালকের নিকট তাওবা করে আত্মহত্যা করো। অতঃপর দরিয়ায় ডুবে তার সলীল সমাধি সমাপ্ত হয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ভেবে দেখুন ইবলিসের বিষয়টি, কিভাবে সে এই মিসকিনকে পর্যায়ক্রমে প্রথমে বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত, তারপর দৃষ্টিপাতের নেশায় বালকের ভালোবাসায় মুগ্ধ করে বালকের সাথে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে সে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু যখন সে তাকে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার পরিকল্পনার ব্যাপারে অনুতপ্ত দেখে তখন সে তাকে অজ্ঞতার পোষাক পরিধান করিয়ে তাওবা স্বরূপ আত্মহত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং ফলতঃ সে আত্মহত্যাও করে।

হতে পারে এ লোকটি অশ্লীলতার চিন্তা করেছে কিন্তু সংকল্প করে নি। আর হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী গুনাহের চিন্তা ক্ষমা যোগ্য।

فَفِي ((الصَّحِيحَيْنِ)) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا. مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ»

বুখারী মুসলিমের হাদীস, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মনে গুনাহের যে চিন্তা আসে তা আল্লাহ ক্ষমা করে দেন, যদি সে তা মুখে উচ্চারণ কিংবা কাজে বাস্তবায়ন না করে।

তাছাড়া সে তার চিন্তার ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়েছে। আর গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হওয়ার নামই তাওবা। কিন্তু ইবলিস তাকে দেখিয়েছে যে, আত্মহত্যাই অনুশোচনার চূড়ান্ত স্তর, যেমনটি বনী ইসরাঈল করেছে। অথচ তার জানা নেই যে, বনী ইসরাঈলতো এমনটি করতে আদিষ্ট ছিলো। তাদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন, فاقتلوا أنفسكم তোমরা (গুনাহের অনুশোচনায়) আত্মহত্যা করো।

কিন্তু আমরাতো এ বিষয়ে আদিষ্ট নই, বরং কোরআনের আয়াতই আমাদের এ বিষয়ে বারণ করেছে। আমাদের সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন, ولا تقتلوا أنفسكم, তোমরা আত্মহত্যা করো না।

এ ব্যক্তি আখেরাতে মুক্তিলাভের আশায় যা করেছে তাতো কবীরা গুনাহ। বুখারী মুসলিমের হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনেও চিরকাল পতিত হবে। যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা

করবে সে জাহান্নামের আগুনেও চিরকাল বিষ পান করবে। যে ব্যক্তি লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনেও চিরকাল লোহা দিয়ে নিজ পেটে আঘাত করবে।

তাদের কেউ এমনও আছে, কোন বালকের সাথে সম্পর্কে জড়ানোর পর যদি কোন কারণে সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটে তাহলে সে তাকে হত্যা করে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমার কাছে এক সুফির ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে– বাগদাদের এক বাড়িতে বালক সাথে নিয়ে এক সুফি অবস্থান করতো। বিষয়টি এলাকাবাসীর দৃষ্টিগোচর হলে তারা উভয়কে পৃথক করে দেয়। সুফি তখন ক্ষিপ্ত হয়ে এক ছুরি হাতে বালকের নিকট গিয়ে তাকে হত্যা করে তার শিয়রে বসে কাঁদতে থাকে। হত্যার বিষয়ে এলাকার লোকজন অবগত হয়ে তাকে হত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে হত্যার কথা স্বীকার করে। তখন লোকেরা তাকে পুলিশ সুপারের কাছে নিয়ে গেলে তার কাছেও সে স্বীকারোক্তি মূলক বক্তব্য দেয়। অতঃপর বালকের পিতা উপস্থিত হয়ে ছেলের মৃত্যু ঘটনা দেখে কাঁদতে থাকলে সুফিও কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি আমাকে ছেলে হত্যার কারণে পাকড়াও না করে তার আখেরাতের পথ সুগমের আশায় ক্ষমা করে দাও। তখন পিতা বলে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। সুফি তখন বালকের কবরের নিকট গিয়ে তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে। অতঃপর নিয়মিত প্রতি বছর তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে তার জন্য সওয়াব প্রেরণ করে।

ফেৎনার নিকটবর্তী হয়ে তাতে লিপ্ত হওয়া।

সুফিদের কেউ এমনও আছে, যে ফেৎনার নিকটবর্তী হয়ে তাতে লিপ্ত হয়ে যায়। ফলে ধৈর্য ধারণ ও সাধনার দাবি তার কোন কাজেই আসে না।

ইদরিস বিন ইদরিস বলেন, আমি মিসরে পৌঁছে এক সুফি সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, তারা দাড়ি বিহীন এক বালককে নিজেদের সাথে রেখেছে, যে তাদের গান শুনায়। তাদের এক জনকে বালকের বিষয়টি মুগ্ধ করলে সে বুঝতে পারে না যে, তার এখন কি

করা উচিৎ। তাই সে বালককে সম্বোধন করে বলে, এই শোন! তুমি لا إله إلا الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো তো। বালক তখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে সে বলে, আমি ঐ মুখ চুম্বন করবো যা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করেছে।

ষষ্ঠ শ্রেণীঃ তারা এমন সম্প্রদায়, বালকের সঙ্গ লাভের ইচ্ছা যাদের ছিলো না। বরং বালক থেকে দূরে অবস্থান ও সাধনায় তারা লিপ্ত ছিলো। কিন্তু বালক মুরিদ হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের কাছে আসা যাওয়া করলে শয়তান তাদেরকে নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে বলে, তোমরা তাকে কল্যাণলাভে বাঁধা দিও না। অতঃপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বালকের প্রতি বারবার তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে মনের দুয়ারে ফেৎনার আনাগোনা আরম্ভ হয়। ফলে পর্যায়ক্রমে ইবলিস তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে নাফরমানির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দেয়। যেমনটি কিতাবের শুরুতে বনী ইসরাইলের আবেদের ঘটনায় আমরা উল্লেখ করেছি। তাই যার সঙ্গলাভে ফেৎনার আশঙ্কা থাকে তার সঙ্গলাভ কোন যুক্তিতেই উচিৎ নয়।

সপ্তম শ্রেণীঃ তারা এমন সম্প্রদায় যাদের জানা আছে যে, বালকের সঙ্গলাভ কিংবা তার প্রতি দৃষ্টিপাত কোনটাই বৈধ নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণে অক্ষম হয়।

সনদসহ এক বর্ণনায় ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহ.) বলেন, সুফি ইউছুফ বিন হুসাইন তার অনুসারীদের বলেছেন, আমাকে যা কিছু করতে দেখ তোমরাও তা করো, তবে আমি যে বালকদের সঙ্গলাভে অভ্যস্ত তোমরা তা করিও না। কেননা তা জঘন্যতম ফেৎনা। আমি স্বীয় প্রতিপালকের সাথে বালকদের সঙ্গলাভ না করার ব্যাপারে একশ বার প্রতিজ্ঞা করেছি, কিন্তু বালকদের সুন্দর চেহারা, উত্তম গঠন ও মায়াবি চাহনি আমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে দিয়েছে। তবে আমি তাদের সাথে কোন গুনাহে লিপ্ত হয়েছি, এ বিষয়ে আল্লাহ কেয়ামত দিবসে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।

আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, এ ব্যক্তি নিজের এমন দোষ প্রকাশ করেছে যা আল্লাহ গোপন রেখেছেন। আর সে লোকদের এ সংবাদও দিয়েছে, যখন সে ফেৎনার সম্মুখীন হয়েছে তাওবা ভঙ্গ করেছে। যদি বিষয়টি এমনই হয় তাহলে সুফিদের মুখ নিঃসৃত কষ্ট সহ্য করার যে দাবি পাওয়া যায় তার বাস্তবতা কোথায়! তাছাড়া সে অজ্ঞতা বশতঃ ধারণা করেছে যে, অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়াই নাফরমানী। যদি শরীয়তের জ্ঞান তার থাকতো তাহলে অবশ্যই বুঝতো যে, বালকদের সঙ্গলাভ ও তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত দু'টোই নাফরমানী। তাই ভেবে দেখুন অজ্ঞতার বিষয়ে, অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে সে কিরূপ আচরণ করে!

ইলমের উপকারিতাঃ

যে ব্যক্তি শরীয়তের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় সে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। আর যে শরীয়তের জ্ঞানার্জনে সক্ষম হয়েও তার উপর আমল ছেড়ে দেয় তার ধ্বংস হয় ভয়াবহ। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর বাতানো "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ নবী হে! আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন দৃষ্টি অবনমিত রাখে" এ শিষ্টাচার অবলম্বন করে সে মূলেই এমন বিপদ থেকে মুক্তি পায় যার পরিণাম ভয়াবহ।

শরীয়ত দাড়ি বিহীন বালকদের সঙ্গলাভের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আলেমদেরও সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

এক বিশুদ্ধ সনদে আনাস (রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تجالسوا أبناء الملوك فإن النفوس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق

তোমরা রাজা-বাদশাহদের সন্তানের সাথে ওঠা-বসা করো না। কেননা তাদের দর্শনে মনে যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয় কুমারী মেয়েলোক দেখেও মনে তা সৃষ্টি হয় না।

অন্য হাদীসে আ'মাশ আবু সালেহের সূত্রে, তিনি আবু হুরাইরার (রা.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قال لا تملأوا أعينكم من أولاد الملوك فإن لهم فتنة أشد من فتنة العذارى

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা মনোযোগ দিয়ে রাজা-বাদশাহদের সন্তানের দিকে তাকিও না। কেননা তাদের রূপে যে ফেৎনা রয়েছে তা কুমারী মেয়েদের ফেৎনা থেকেও ভয়াবহ।

অন্য সনদে শা'বী বলেন,

عن الشعبي قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي وراء ظهره

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আবদে কায়সের প্রতিনিধি দল উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট এক বালককে তাদের সাথে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালককে তার পিছনে বসার নির্দেশ দেন।

আরেক সনদে আবু হুরাইরা (রা.) বলেন,

وعن أبي هرير قال نهي رسول الله أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বালকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পুরুষদের নিষেধ করেছেন।

ওমর বিন খাত্তাব বলেন,

وقال عمر بن الخطاب ما أتى على عالم من سبع ضار أخوف عليه من غلام أمرد

আলেমরা যে সাতটি ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার মধ্যে দাড়ি বিহীন বালকদের ফেৎনা সবচে' ভয়াবহ।

এক সনদে হাসান বিন যাকওয়ান বলেন, তোমরা বিত্তশালীদের সন্তানদের সাথে ওঠা-বসা করো না, কেননা তাদের চেহারা মেয়েদের ন্যায় সুন্দর। তাদের ফেৎনা কুমারী মেয়েদের চেয়ে ভয়াবহ।

মুহাম্মদ বিন হোমায়ের নাজিব সারীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, নির্জন গৃহে দাড়ি বিহীন বালকের সাথে রাত যাপন করা কোন পুরুষের জন্য উচিৎ নয়।

এক সনদে আবদুল আজীজ বিন আবু সায়েব তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমার কাছে আবেদের জন্য বালকের ফেৎনা সত্তর জন কুমারী মেয়ের চে' বেশি ভয়াবহ।

আবু আলী রুজবারী বলেন, আমি জুনাইদ বাগদাদীকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট বালককে সাথে নিয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সাক্ষাতে এলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, এই ছেলেটি কে? লোকটি বলেন, সে আমার সন্তান। তখন আহমদ বিন হাম্বল বলেন, তুমি আর কখনো তাকে তোমার সাথে করে আনবে না।

আবু বকর মারুযী বলেন, হাসান বাজ্জার সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট এক বালককে সাথে নিয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রহ.) সাক্ষাতে এসে তার সাথে প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে চলে আসতে চাইলে আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাকে বলেন, তুমি এ বালকের সাথে এক রাস্তায় চলবে না। তখন হাসান বাজ্জার তাকে বলেন, সেতো আমার ভাগ্নে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, যদিও সে তোমার ভাগ্নে হোক। তোমার উচিৎ মানুষ তোমার সমালোচনায় ধ্বংস হয় এমন বিষয় পরিহার করা।

এক সনদে শুজা' বিন মুখাল্লাদ বলেন, আমি বিশ্‌র বিন হারেছকে বলতে শুনেছি, তোমরা এসব দাড়ি বিহীন বালকদের থেকে সতর্ক থাকো।

অন্য সনদে ফাতাহ মাওসিলী বলেন, আমি সত্তর জন এমন শায়খদের সোহবত গ্রহণ করেছি যাদেরকে আবদাল মনে করা হতো। তারা

প্রত্যেকেই তাদের থেকে বিচ্ছেদ মুহূর্তে আমায় উপদেশ দিয়ে বলেছেন, দাড়ি বিহীন বালকদের সঙ্গ লাভের বিষয়ে সতর্ক থাকবে।

আরেক সনদে হালবী বলেন, সালাম আসওয়াদ এক ব্যক্তিকে দাড়ি বিহীন বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেখে বলেন, আল্লাহর কাছে নিজের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখো। তুমি যতদিন আল্লাহর বিধানের মর্যাদা বহাল রাখবে ততো দিন আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান থাকবে।

আবু মানসুর বিন আবদুল কাদের বিন তাহের বলেন, যে দাড়ি বিহীন বালকদের সাথে সম্পর্ক গড়বে সে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।

আবু আবদুর রহমান সালামী বলেন, মুযাফ্ফর কারমিসিনী বলেছেন, যে ব্যক্তি হিত কামনা ও পবিত্রতার শর্তে বালকদের সাথে সম্পর্ক গড়বে অবশ্যই তাকে এ সম্পর্ক বিপদের সম্মুখীন করবে। তাহলে যে পবিত্রতার শর্ত ছাড়াই তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তাদের অবস্থা কিরূপ হবে!

শায়খ মুহিউদ্দীন নববী (রহ.) তার মিনহাজ গ্রন্থে দাড়ি বিহীন বালকদের প্রতি দৃষ্টিপাতকে নিঃশর্ত হারাম বলেছেন। চাই সে দৃষ্টি কামনা মিশ্রিত হোক কিংবা কামনা মুক্ত।

ইবরাহিম নাখঈ, সুফিয়ান ছাওরীসহ (রহ.) অন্যান্য সালফে সালেহীন দাড়ি বিহীন বালকদের সাথে ওঠা-বসা করতে নিষেধ করতেন।

ইবরাহিম নাখঈ বলেন, তাদের সাথে ওঠা-বসা করা ফেৎনার কারণ। ফেৎনার ক্ষেত্রে তারা নারীতুল্য।

এবাদত ও যুহদের ক্ষেত্রে সু-প্রসিদ্ধ শায়খ আবু সাঈদ জাযার (রহ.) বলেন, আমি স্বপ্নে ইবলিসকে আমার থেকে দূরে গিয়ে এক কোনায় বসে থাকতে দেখে বললাম, এদিকে আসো। তখন সে আমায় বললো, আমি তোমার কাছে এসে কি করবো? তোমরাতো নিজেদের নফ্স থেকে এমন জিনিস নিক্ষেপ করেছো যা দিয়ে মানুষকে আমি ধোঁকা দেই। আমি বললাম, তা কি? সে বললো, দুনিয়া। তবে তোমাদের মাঝে আমার জন্য এক সূক্ষ্ম বিষয় আছে। আমি বললাম, তা কি? সে

বললো, দাড়ি বিহীন বালকদের সঙ্গলাভ। তখন আমি তাকে প্রহারের উদ্দেশ্যে লাঠি হাতে নিলে সে বলে, আমি লাঠিকে ভয় পাই না – আমি তো ভয় পাই অন্তরের নূরকে।

আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন জালাদ বলেন, আমি আমার উস্তাদের সাথে রাস্তায় হাঁটছিলাম। হঠাৎ সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট এক বালক দৃষ্টিগোচর হলে বললাম, আপনার কি মনে হয় যে, আল্লাহ এ সুন্দর চেহারাকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা শাস্তি দিবেন? উস্তাদ বললেন, তুমি কি তার দিকে তাকিয়েছো! অচিরেই তুমি এর পরিণাম ভোগ করবে। আবু আবদুল্লাহ বলেন, আমি এর পরিণাম বিশ বছর পর ভোগ করি – অর্থাৎ কোরআন ভুলে যাই।

এ ঘটনাটি আরেক সনদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, আবুল আদইয়ান বলেন, আমি আমার উস্তাদ ও আবু বকর দাক্কাকের সাথে বসে ছিলাম। তখন এক বালক আমাদের অতিক্রম করলে আমি তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার উস্তাদ বিষয়টি লক্ষ করে বললেন, হে বৎস! তুমি এ দৃষ্টিপাতের পরিণাম অবশ্যই ভোগ করবে, যদিও তা দীর্ঘদিন পরে হোক। সে থেকে বিশ বছর আমি বিষয়টি লক্ষ রেখেও তার কোন পরিণাম ভোগ করি নি। এক রাতে এ বিষয়ে চিন্তা করে আমি হঠাৎ ঘুমিয়ে গেলে জাগ্রত হয়ে দেখি যে, কোরআনের কোন অংশই আমার মনে নেই।

এ বিষয়তো জ্ঞাত যে, দাড়ি বিহীন বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত অন্তরে প্রেমের উন্মাদনা সৃষ্টি করে। যেমনটি আল্লাহ রূপের প্রেমিকদের ব্যাপারে বলেছেন, لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ আপনার জীবনের শপথ; তারা নিজেদের উন্মাদনায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরবে। সুতরাং দৃষ্টি যেন এক মদের পেয়ালা, আর ভালোবাসা সেই শরাবের উন্মাদনা। তবে ভালোবাসার উন্মাদনা মদের উন্মাদনা থেকেও ভয়াবহ। কেননা মদের উন্মাদনা এক সময় দূর হয়ে যায়, কিন্তু ভালোবাসার উন্মাদনা দূর হয় না। বরং তা মানুষকে মৃত্যু দুয়ারে ঠেলে দেয়।

বালকদের থেকে বিমুখতা

আমাদের পুর্বসূরীরা বালদের ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট বালককে তার পিছনে বসিয়েছেন।

এক বিশুদ্ধ সনদে আতা বিন মুসলিম বলেন, সুফিয়ান সাওরী (রহ.) কোন বালকের সাথেই একত্রে বসতেন না।

ইবরাহিম বিন হানি (রহ.) বলেন, জরাহ তা'দীলের ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন (রহ.) বলেছেন, দাড়ি বিহীন কোন বালক আমার সোহবতের আশা করে নি।

এক বিশুদ্ধ সনদে আবু ইয়াকুব বলেন, আমরা আবু নসর বিন হারেছের সাথে বসা ছিলাম। তখন আমাদের দৃষ্টিতে সর্বাধিক সুন্দরি এক মেয়ে তার নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলো, হুজুর! বাবে হার্‌বের স্থানটি কোথায়? তিনি বললেন, এই যে দরজাটি – একেই বাবে হার্‌ব বলা হয়। অতঃপর মহিলাটি চলে গেলে আমাদের দৃষ্টিতে সর্বাধিক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট দাড়ি বিহীন এক বালক তার নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলো, হুজুর! বাবে হারবের স্থানটি কোথায়? তিনি তখন মাথা নিচু করে চুপ থাকেন। বালক পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি চক্ষুদ্বয় বন্ধ করেন। তখন বালককে আমরা বললাম, এদিকে আসো! তুমি কি খুঁজতেছো? সে বললো, বাবে হার্‌ব। আমরা বললাম, তোমার সামনে যে দরজাটি, এটাই বাবে হার্‌ব। বালকটি চলে গেলে আমরা শায়খকে বললাম, হে আবু নসর! আপনার কাছে মেয়েটি এসে জিজ্ঞেস করলো আপনিও উত্তর দিলেন, অথচ বালকটি এসে জিজ্ঞেস করলো আর আপনি কথাই বললেন না! তিনি বললেন, হাঁ; সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেছেন,

مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان

মেয়ের সাথে এক শয়তান থাকে, আর বালকের সাথে দুই শয়তান থাকে। তাই আমি নিজ নফসের উপর তার দুই শয়তানের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়েছি।

অন্য সনদে আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রহ.) বলেন, সুফিয়ান সাওরী (রহ.) গোসলখানায় প্রবেশ করলে কিছুক্ষণ পর উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট এক বালক সেখানে প্রবেশ করে। তখন সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন,

اخرجوه اخرجوه فإني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل غلام عشرة شياطين

তোমরা তাকে বের করো, তোমরা তাকে বের করো। কেননা আমি প্রত্যেক মহিলার সাথে এক শয়তান আর প্রত্যেক বালকের সাথে দশটি করে শয়তান দেখতে পাই।

মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবুল কাসেম বলেন, আমরা ইয়াহইয়া বিন মাঈনের (রহ.) সাথি মুহাম্মদ বিন হুসাইনের দরবারে প্রবেশ করি। তার ব্যাপারে বলা হতো যে, তিনি চল্লিশ বছর যাবৎ আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকান নি। আমরা দরবারে প্রবেশকালে আমাদের সাথে এক বালক ছিলো। বালকটি মজলিসে প্রবেশ করে তার সামনে বসলে তিনি বলেন, তুমি আমার সামনে থেকে উঠ। অতঃপর তাকে তার পিছনে বসার নির্দেশ দেন।

এক সনদে আবু উমামা বলেন, আমরা এক শায়খের নিকট হাদীস শুনাচ্ছিলাম। আমাদের হাদীস শুনানো শেষে উঠে আসার সময় এক বালক শায়খকে হাদীস শুনাচ্ছিলো। তখন শায়খ আমার কাপড় টেনে ধরে বলেন, বালকটির হাদীস শুনানো শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যসহ অবস্থান করো। অর্থাৎ তিনি বালকের সাথে একা অবস্থান করা অপসন্দ করছিলেন।

আবু আলী রুযবারী বলেন, আমাকে আবুল আব্বাস আহমদ মুআদ্দাব বললেন, হে আবু আলী! আমাদের যুগে এসব সুফিরা বালকদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার নীতি কোথায় পেলো? আমি বললাম, হযরত! এ বিষয়েতো আপনি আমার চে' ভালো জানেন। তিনি বলেন, আমি এদের চে' মযবুত ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিদের দেখেছি, তারা যখন কোন বালককে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখতেন তখন ফেৎনা থেকে

বাঁচার উদ্দেশ্যে তাদের থেকে সেভাবে পলায়ন করতেন যেভাবে কাপুরুষরা মৃত্যুর ভয়ে যুদ্ধ ময়দান থেকে পলায়ন করে।

যেসব ফাঁদ দিয়ে ইবলিস সুফিদের শিকার করে তার মধ্যে বালকদের সঙ্গলাভ সর্বাধিক শক্তিশালী।

আবু আবদুর রহমান সালামি আবু বকর রাজির সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমাকে ইউছুফ বিন হুসাইন বলেছেন, আমি মাখলুকের বিপদের ব্যাপারে চিন্তা করলে তা আসার পথ সম্পর্কে অবগত হই। আর আমি দেখেছি যে, সুফিদের বিপদ বালকদের সঙ্গলাভের মাধ্যে নিহিত।

এক সনদে সুফি ইবনে ফারাজ রুসতুমি বলেন, আমি স্বপ্নে ইবলিসকে দেখে বললাম, তুমি আমাদের কিভাবে ধোঁকা দিবে, অথচ আমরা দুনিয়া, দুনিয়ার ভোগ সামগ্রী ও ধন-সম্পদ থেকে বিমুখ হয়েছি! তাই আমাদের কাছে পৌঁছার কোন রাস্তা তোমার জন্য খোলা নেই। তখন ইবলিস আমাকে বললো, কিভাবে তোমরা নিজেদের ধোঁকা থেকে মুক্ত ভাবো, অথচ তোমাদের মনে রয়েছে গানের আসক্তি আর বালকদের সঙ্গলাভের লালসা!

আবু বকর কাত্তানী বলেন, আমি স্বপ্নে আমার এক সাথীকে দেখে বললাম, আল্লাহ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বলেন, আমার সামনে আল্লাহ আমার সকল পাপ উপস্থিত করে বলেন, তুমি কি অমুক গুনাহ সমূহ করেছো? আমি বললাম, হাঁ। পুনরায় আরো কিছু গুনাহের উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অমুক গুনাহ সমূহ করেছো? আমি তখন তা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করে বললাম, আমি তা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করি। তখন আল্লাহ আমাকে বলেন, যেসব গুনাহের ব্যাপারে তুমি স্বীকার করেছো আমি তা ক্ষমা করেছি, তাহলে যে গুনাহের ব্যাপারে তুমি লজ্জাবোধ করেছো তার বিষয়ে তোমার কি ধারণা। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই গুনাহ কি ছিলো যার বিষয়ে তুমি লজ্জাবোধ করেছো? সে বললো, সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট এক বালক আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে আমি তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

এমন আরেকটি ঘটনা আবু আবদুল্লাহ্ যাররাদের ব্যাপারেও বর্ণিত আছে। তাকে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বলেন, আমার কৃত সকল পাপের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট স্বীকারোক্তি দিলে তিনি তা মাফ করে দেন। তবে একটি গুনাহের স্বীকারোক্তির বিষয়ে আমি লজ্জাবোধ করলে আমাকে ঘামের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, ফলে আমার চেহারার গোস্ত ঝলসে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, সেই গুনাহ কি ছিলো যার বিষয়ে তুমি লজ্জাবোধ করেছো? সে বললো, আমি এক সুন্দর ব্যক্তির দিকে (লালসার) দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম।

আবু ইয়াকুব তাবারী (রহ.) বলেন, সুন্দর চেহারার এক যুবক আমার কাছে থেকে আমার খেদমত করতো। একদিন বাগদাদ থেকে এক সুফি আমার সাক্ষাতে এসে যুবকের দিকে বারবার তাকাতে থাকলে বিষয়টি আমাকে পীড়িত করলো। রাতে আমি ঘুমিয়ে গেলে স্বপ্নযোগে আল্লাহকে দেখতে পাই। তখন আল্লাহ আমাকে বলেন, হে আবু ইয়াকুব! তুমি কেন তাকে নিষেধ করলে না? তিনি এ কথা বলে বালকের প্রতি বাগদাদী সুফির দৃষ্টিপাতের বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন। আমার ইজ্জতের কসম; আমি কেবল ঐ ব্যক্তিকেই বালকের ফেৎনায় লিপ্ত করি যাকে আমার নৈকট্য থেকে দূরে সরাই। আমি অস্থিরতায় হতবাক হয়ে স্বপ্নের বিষয়টি বাগদাদীকে বললে সে চিৎকার দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। আমরা তার গোসল জানাযা শেষে দাফনের ব্যবস্থা করে নিজ নিজ গৃহে ফিরে আসি, কিন্তু বাগদাদীর বিষয়টি আমার মনকে সব সময় ব্যস্ত রাখলে এক মাস পর স্বপ্নযোগে তার দেখা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বললো, আল্লাহ আমাকে এমনভাবে ভর্ৎসনা করেছেন যে, আমি মুক্তি লাভের আশাই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু পরক্ষণেই আল্লাহ আমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমি এ অধ্যায়ে এ বিষয়ের সামান্য আলোচনা পেশ করেছি। কেননা তা এমন ফেৎনা যাতে অধিকাংশ মানুষ লিপ্ত হয়। সুতরাং কেউ যদি এ বিষয়ের এবং

চোখের দৃষ্টি সংক্রান্ত ও প্রবৃত্তির যাবতীয় উৎস সমূহের বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করতে চায় তাহলে সে যেন আমার রচিত 'যাম্মুল হাওয়া' নামক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে। তাতে এ জাতীয় সব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা উল্লেখ রয়েছে।

গান শ্রবণ, নৃত্য দর্শন ও আবেগ প্রবণতার ক্ষেত্রে সুফিদেরকে শয়তান নেক সুরতে ধোঁকা দানের বিবরণ।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ভালোভাবে জেনে রাখুন যে, গান শ্রবণ দু'টি ক্ষতিকারক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

এক– গান মানুষকে আল্লাহ্‌র বড়ত্বের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও তার আদেশ পালন থেকে বিরত রাখে।

দুই– গান মানুষকে ত্বরিত স্বাদ উপভোগের প্রতি আকৃষ্ট করে। আর সে আকর্ষণ সকল ইন্দ্রিয় কামনা পূর্ণ করতে আহ্বান করে। আর ইন্দ্রিয় কামনার মধ্যে বিয়েই সবচে' বড়। কিন্তু বিয়ের পূর্ণ স্বাদ হাসিল হয় না অধিক পরিমাণে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করা ব্যতীত। অথচ শরীয়ত নির্ধারিত সীমার বাহিরে নতুন স্ত্রী গ্রহণের কোন রাস্তাও খোলা নেই। তাই গান মানুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং গান ও ব্যভিচারের মাঝে এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে– গান হচ্ছে রুহের আনন্দ, আর ব্যভিচার হচ্ছে নফছের সবচে' বড় আনন্দ। এ কারণেই হাদীস শরীফে এসেছে, الغناء رقية الزنا গান ব্যভিচারের মন্ত্র।

আবু জা'ফর তাবারী (রহ.) লিখেন, সর্ব প্রথম বাদ্যযন্ত্রের আবিস্কারক ছিলো কাবিলের বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি, যাকে ছাওবাল নামে ডাকা হতো। সে মিহলাইল বিন কাইনানের যামানায় বাঁশী, তবলা ও বীণাকে বিনোদনের যন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করলে কাবিলের সন্তানেরা বিনোদনে লিপ্ত হয়। তাদের এ খবর পাহাড়ে বসবাসকারী শীস আলাইহিস সালামের বংশধরের কাছে পৌঁছলে তাদের এক দল কাবিল গোত্রে যোগ দিয়ে ব্যভিচার ও মদ পানের প্রসার ঘটায়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এটা এ কারণেই যে, কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ অন্য জিনিসের স্বাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষতঃ যা তার

সাদৃশ্যপূর্ণ। ইবলিছ যখন আবেদদেরকে বীণার মাধ্যমে হারাম আওয়াজ শ্রবণ করাতে নিরাশ হলো তখন সে তাদের এমন গান শ্রবণের প্ররোচনা দিলো যাতে বীণার ব্যবহার নেই, কিন্তু সে গান বীণার মাধ্যমে পরিবেশিত গানের মতো। ফলে সে তাদের বীনা ছাড়াই গান শ্রবণে লিপ্ত করে এবং এ বিষয়টি তাদের কাছে মনোমুগ্ধকর করে তোলে। উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে যাওয়া। এ কারণেই ফকীহরা আছবাব ও পরিণামের প্রতি লক্ষ রাখেন এবং উদ্দেশ্যের ব্যাপারে চিন্তা করেন। উদাহরণ স্বরূপ– দাড়ি বিহীন বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত বৈধ, যদি কামনার উদ্রেক না হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হয়। যদি নিশ্চিত না হয় তাহলে বৈধ নয়। আর যে শিশুর বয়স তিন বছর তাকে চুমু দেয়া বৈধ, যেহেতু এমন ক্ষেত্রে সাধারণত কামনার উদ্রেক হয় না। কিন্তু এমন ক্ষেত্রেও যার কামনার উদ্রেক হয় তার জন্য চুমু দেয়া বৈধ নয়। অনুরূপভাবে যেসব মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কিংবা একসাথে নির্জনবাসে যদি কামনার উদ্রেক হয় তাহলেও তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কিংবা একসাথে নির্জনবাস বৈধ নয়। সুতরাং এ মূলনীতি ভালোভাবে আয়ত্ত করুন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আলেমরা গানের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেছেন। তাদের কেউ গানকে হারাম বলেছেন, কেউ কারাহাত ছাড়াই বৈধ বলেছেন, আর কেউ বৈধ বলার পাশাপাশি মাকরুহও বলেছেন। তবে সঠিক সমাধান হলো, প্রথমে গানের মৌলিক বিষয় লক্ষ করা, অতঃপর তার উপর হুরমত, কারাহাত কিংবা অন্য বিধান আরোপ করা।

গান এমন এক শব্দ, একাধিক ক্ষেত্রে যার প্রয়োগ হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ– হাজীরা হজ্জের সফরে পথে পথে যে সঙ্গীত পাঠ করেন তাকেও গান বলে।

অনারব লোকেরা যখন দূর দেশ থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখন মনে উৎফুল্লতা আনয়ন আর পথের ক্লান্তি দূর করতে এমনসব সঙ্গীত পাঠ করেন যাতে কা'বা, যামযাম আর মাকামে ইবরাহিমের বর্ণনা থাকে। আবার কখনো কখনো তারা এসব সঙ্গীতের সাথে দফও বাজিয়ে থাকেন। সুতরাং এসব সঙ্গীত শ্রবণ বৈধ। কেননা তা এমন সঙ্গীত নয় যা মানুষকে উল্লসিত করে কিংবা তাদের স্বাভাবিক অবস্থা বিনষ্ট করে।

অনুরূপভাবে মুজাহিদরা জিহাদের পথে যে সঙ্গীত পাঠ করেন তাকেও গান বলে, তবে তা বৈধ। কেননা তারা মুজাহিদদের জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করতেই এসব সঙ্গীত পাঠ করে থাকেন।

অনুরূপভাবে উট চালকরা উট চালাতে যে সঙ্গীত বলে থাকেন তাকেও গান বলে। তবে এটাও বৈধ।

মক্কার লোকেরা উট চালাতে যে সঙ্গীত পাঠ করতেন তার একটি এই–

بشرها دليلها وقالا ... غدا ترين الطلح والجبالا

অর্থঃ উট চালক উটকে সুসংবাদ দিয়ে বললো, তোমরা আগামী কালই তালাহ গাছ ও পাহাড় দেখতে পাবে।

এ ধরনের সঙ্গীত উট ও মানুষের মনে গতি সঞ্চার করে। তবে তা এমন গতি সঞ্চার নয় যা মানুষকে উল্লসিত করে স্বাভাবিক ভারসাম্যতা ক্ষুন্ন করে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আনজাশাহ নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক উট চালক ছিলো। উট চালানোর সময় যখন সে উট চালনার সঙ্গীত গাইতো উট তখন দ্রুত চলতো। একদিন তাকে লক্ষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير" হে আনজাশাহ! বাহনের সাথে কোমল ব্যবহার করো – তা আস্তে চালাও।

অন্য হাদীসে সালামা বিন আকওয়া (রাযি.) বলেন,

عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنياتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدوا بالقول يقول:

আমরা খায়বার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হয়ে এক রাত চলার পর দলের কেউ এক জন আমের বিন আকওয়াকে (রাযি.) বললো, তুমি কি আমাদেরকে তোমার কবিতা শুনাবে না? আর আমের একজন কবি ছিলেন। তিনি তখন উট চালানোর কবিতা পাঠ শুরু করে বললেন,

لاهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا

فالقين سكينة علينا... وثبت الاقدام إذ لاقينا

হে আল্লাহ! আপনি যদি না হতেন তাহলে আমরা হেদায়েত পেতাম না, সদকা করতাম না এবং নামাজও পড়তাম না। সুতরাং আমাদের উপর আপনার বিশেষ রহমত নাযিল করুন এবং যুদ্ধের ময়দানে আমরা যখন শত্রু পক্ষের মুখোমুখি হই তখন আমাদের পা অবিচল রাখুন।

এ কবিতা শ্রবণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "من هذا السائق" কে এই চালক? সাহাবারা বললেন, আমের বিন আকওয়া। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "يرحمه الله" আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ইমাম শাফেঈ বলেছেন, উট চালকের গান ও আরবদের কবিতা শ্রবণে দোশের কিছু নেই। মদীনার আনসাররা কবিতা আবৃত্তি করতেন। তারা কখনো কখনো কবিতা আবৃত্তির সাথে দফও বাজাতেন।

এক সনদে মুগীরা আওযায়ীর সূত্রে, তিনি যুহরীর সূত্রে, তিনি উরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تضربان بدفين ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسجي عليه بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن وجهه وقال: "دعهن يا أبا بكر فإنها أيام عيد" أخرجاه في الصحيحين.

অর্থঃ আয়েশা (রাযি.) বলেন, ঈদুল আযহার সময়ে আমার পিতা আবু বকর (রাযি.) আমার গৃহে প্রবেশ করে দেখেন দু'জন বালিকা আমার নিকটে দফ বাজাচ্ছে, আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাপড় দ্বারা চেহারা ঢেকে বসে আছেন। তখন আবু বকর (রাযি.) বালিকাদ্বয়কে ধমক দিলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, হে আবু বকর! তাদেরকে দফ বাজাতে দাও, কেননা এটা ঈদের সময়। –বুখারী, মুসলিম

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এটাতো পরিষ্কার যে, হাদীসে

উল্লেখিত বালিকাদ্বয় বয়সে ছোট ছিলো। কেননা আয়েশা (রাযি.) তখন ছোট ছিলেন, আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে খেলার জন্য বালিকাদের তার কাছে পাঠাতেন।

মানসুর বিন ওয়ালিদ বিন জা'ফর বিন মুহাম্মদ বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বলকে (রহ.) জিজ্ঞেস করলাম, যুহরীর হাদীসে উরওয়ার সূত্রে আয়েশা (রাযি.) থেকে বালিকাদের গান গাওয়ার যে কথা উল্লেখ রয়েছে তা কোন ধরনের গান? তিনি বলেন, তা ছিলো আরোহী দলের গান– أتيناكم أتيناكم আমরা এসেছি তোমাদের কাছে, আমরা এসেছি তোমাদের কাছে।

আহমদ বিন ফারাজ ইয়াহইয়া বিন সাঈদের সূত্রে, তিনি আবু আকীলের সূত্রে, তিনি নুহবার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আয়েশা (রাযি.) বলেছেন,

كانت عندنا جارية يتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من الأنصار فكنت فيمن أهداها إلى زوجها فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا عائشة إن الأنصار أناس فيهم غزل فما قلت؟ قالت: دعونا بالبركة

অর্থঃ আমাদের কাছে এক এতিম আনসারী বালিকা ছিলো। বালিকাটি বিবাহের উপযুক্ত হলে আমরা তাকে এক আনসারী যুবকের সাথে বিবাহ দেই। বালিকাটিকে তার স্বামীর হাতে অর্পণকারীদের মাঝে আমি ছিলাম অন্যতম। স্বামীর হাতে অর্পণ কাজ সমাধার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আয়েশা! আনসাররাতো এমন সম্প্রদায় যাদের মাঝে গজল (গান) গাওয়ার অভ্যাস রয়েছে। সুতরাং তুমি কি বলেছো? আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি বরকতের দোয়া করেছি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্বোধন করে বললেন, তোমরা কি বলতে না–

أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم

ولولا الذهب الأحمر ... ما حلت بواديكم

ولولا الحبة السمراء ... لم تسمن عذاريكم

আমরা এসেছি তোমাদের কাছে, আমরা এসেছি তোমাদের কাছে। সুতরাং তোমরা আমাদের অভিবাদন জানাও, আমরা তোমাদের অভিবাদন জানাবো।

যদি লাল স্বর্ণ না হতো তাহলে তোমাদের উপত্যকা সজ্জিত হতো না।

যদি তম্র বর্ণের দানা না হতো তাহলে তোমাদের কণ্যারা স্বাস্থবান হতো না।

আবু যোবায়ের জাবের বিন আবদুল্লাহর (রা.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশাকে (রা.) বলেছেন,

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة رضي الله عنها أهديتم الجارية إلى بيتها قالت نعم قال: "فهلا بعثتم معها من يغنيهم يقول:

তুমি কি বালিকাটিকে তার স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছো? আয়েশা (রা.) বললেন, হাঁ। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে কেন তার সাথে এমন কাউকে পাঠালে না যে তাদের গান গেয়ে বলবে,

أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم

فإن الأنصار قوم فيهم غزل.

অর্থঃ আমরা এসেছি তোমাদের কাছে, আমরা এসেছি তোমাদের কাছে। সুতরাং তোমরা আমাদের অভিবাদন জানাও, আমরা তোমাদের অভিবাদন জানাবো।

কেননা আনসাররা এমন সম্প্রদায় যাদের মাঝে গজল (গান) শ্রবণের প্রবণতা রয়েছে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমাদের উল্লেখিত আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, নবী যামানার গান কিরূপ ছিলো এবং কিভাবে তারা গান গাইতেন। তাদের গানে না মন উল্লসিত হতো না তাদের দফ আমাদের তবলার মতো ছিলো।

আরেক প্রকার গান রয়েছে যা জাহেদরা গেয়ে থাকেন এবং তা মানুষের মনকে আখেরাত মুখী করে। জাহেদরা এসব গানকে জুহদিয়্যাত নামে

অভিহিত করেন। জাহেদদের এমনই একটি গান আমরা পাঠক সমীপে তুলে ধরছি।

يا غاديا في غفلة ورائحا ... إلى متى تستحسن القبائحا

وكم الى كم لا تخاف موقفا ... يستنطق الله به الجوارحا

يا عجبا منك وأنت مبصر ... كيف تجنبت الطريق الواضحا

হে ঐ ব্যক্তি! যে সকাল-সন্ধা উদাসীন সময় অতিবাহিত করো, তুমি আর কতোকাল পাপকে ভালো মনে করবে?

তুমি আর কতোকাল ঐ অবস্থার ভয়ে ভীত না হয়ে থাকবে যখন অঙ্গ সমূহ আল্লাহর নির্দেশে কথা বলবে?

তোমার বিষয় বড়ই অদ্ভুত, দেখে-শুনে তুমি আর কতোকাল সু-স্পষ্ট পথ পরিহার করে চলবে?

এ ধরনের গানও বৈধ। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের কথা-কাজেও এ বিষয়ের ইঙ্গিত মিলে।

এক সনদে আবু বকর বিন লালী ফযল কিনদীর সূত্রে, তিনি আবদুসের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আবু হামেদ খালফানী আহমদ বিন হাম্বলকে বলেন, হে মুহতারাম আবু আবদুল্লাহ! কবিতার এসব পঙক্তি যা মানুষের মন বিগলিত করে এবং যাতে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা আছে – তার বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য? তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোন ধরনের বিষয়ে? আবু হামেদ বলেন, আবেদরা বলেন,

إذا ما قال لي ربي ... أما استحييت تعصيني

وتخفي الذنب من خلقي ... وبالعصيان تأتيني

অর্থঃ যখন আমার রব আমাকে বলে, আমার বিরুদ্ধাচরণে তুমি কি লজ্জাবোধ করো না! আমার সৃষ্টি হতে তুমি পাপ গোপন করো, অথচ পাপ নিয়েই কেয়ামত দিবসে তুমি উপস্থিত হবে!

কবিতাটি শ্রবণে আহমদ বিন হাম্বল বলেন, আমাকে তা আবার শুনাও। তখন আবু হামেদ তাকে তা পুনরায় শুনালে তিনি উঠে ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেন। আবু হামেদ বলেন, আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি ঘরের মাধ্যে কেঁদে কেঁদে বলছেন,

إذا ما قال لي ربي ... أما استحييت تعصيني

وتخفي الذنب من خلقي ... وبالعصيان تأتيني

অর্থঃ যখন আমার রব আমাকে বলে, আমার বিরুদ্ধাচরণে তুমি কি লজ্জাবোধ করো না! আমার সৃষ্টি হতে তুমি পাপ গোপন করো, অথচ পাপ নিয়েই কেয়ামত দিবসে তুমি উপস্থিত হবে!

পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গায়করা আবৃত্তি করে তাতে সুন্দরী, মদ ও এমন সব বিষয়ের বর্ণনা করে যা মানুষের মনে আন্দোলন সৃষ্টি করে, স্বাভাবিক ভারসাম্যতা ক্ষুণ্ন করে এবং তাদের মনে বিনোদনের লালসা উত্তেজিত করে তা ঐসব গান যা আমাদের সমাজে প্রচলিত।

কবি বলেন,

ذهبي اللون تحسب من ... وجنتيه النار تقتدح

خوفوني من فضيحته ... ليته وافى وأفتضح

তার সোনালী বর্ণে মনে হয় যেন ললাট থেকে তার আগুন ঝরছে। তোমরা কি আমাকে তার সম্মান বিনষ্টের ভয় দেখাচ্ছো! হায় যদি তার সম্মান পূর্ণ হয়ে আমার দোষ প্রকাশ পেত।

তারা এসব গান বিভিন্ন স্বরে পেশ করে। তাদের প্রত্যেক স্বর ও অঙ্গ-ভঙ্গি শ্রোতাকে স্বাভাবিক অবস্থা হতে বিচ্যুত করে এবং তাদের মনে কামনা-বাসনা উত্তেজিত করে। তারা উঁচু-নিচু এমন আওয়াজে গান পরিবেশন করে যা মানুষের মন উল্লসিত করে। তারা গানের সাথে ঢোল, তবলা, বীণাসহ বিভিন্ন প্রকারের বাদ্য-যন্ত্রও ব্যবহার করে। এ ধরনের গানই আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমরা গানের বৈধতা, অবৈধতা কিংবা কারাহাত সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বলবো, বুদ্ধিমানের উচিৎ প্রথমে নিজের নফসকে ও তার সাথী-সঙ্গীদের উপদেশ দেয়া এবং সর্বশেষ উল্লেখিত গানের প্রকারকে গানের পূর্ববর্তী প্রকার সমূহের সাথে মিলিয়ে এ কথা বলার ব্যাপারে শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা হতে বিরত থাকা যে, অমুক গানকে বৈধ বলেছেন, আর অমুক মাকরূহ বলেছেন।

তাই আমরা প্রথমেই নিজের ও নিজ বন্ধুদের হিত কামনা করে বলবো, এ বিষয়টি সর্বজন বিদিত যে, মানুষের স্বভাব প্রায় এক রকম। সুতরাং যদি কোন সুস্থ দেহ ও সুস্থ মস্তিষ্কের যুবক দাবি করে যে, সুন্দরী মেয়েদের দর্শন তার মাঝে না উত্তেজনা সৃষ্টি করে না তার দীন-ধর্মের ক্ষতি সাধন করে তাহলে আমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবো। কেননা আমরা জানি যে, মানুষের স্বভাব এক রকমই হয়ে থাকে। আর যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয় তাহলে আমরা বলবো, তার মাঝে এমন রোগ রয়েছে যা তার স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করেছে। যদি সে কারণ দর্শিয়ে বলে, আমি তো এসব সুন্দরীদের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দেখি। চোখের ডাগরতা, নাকের কোমলতা ও ত্বকের শুভ্রতা দেখে আল্লাহর সৃষ্টি-শৈল্পে বিমুগ্ধ হই।

আমরা তাকে বলবো, শিক্ষা গ্রহণের জন্য আল্লাহ বহু জিনিসকে বৈধ করেছেন। তা দর্শনই শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। নারী দর্শনতো স্বভাবগতো ভাবেই মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর কুদরতের বিষয়ে চিন্তা করা থেকে বিরত রাখে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা এমন এক বিষয় যার মোকাবিলায় চিন্তার উপস্থিতি হারিয়ে যায়।

অনুরূপভাবে যে বলে, মনে আনন্দদায়ক এবং তাতে প্রেম ও দুনিয়ার ভালোবাসার গতিসঞ্চারক এসব গান আমার মাঝে না তার ক্রিয়া সৃষ্টি করে না আমার মনকে তার প্রভাব দ্বারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে। আমরা বলবো, এ ব্যক্তি নিজ দাবিতে মিথ্যাবাদী। কেননা স্বভাবের দিক থেকে মানুষ একই শ্রেণীর হয়ে থাকে। আর যদি বিষয়টি এমনই হয় যেমনটি এ সুফি দাবি করেছে তাহলে উচিৎ বৈধতার হুকুম শুধুমাত্র তার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যার মাঝে এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান? (যদিও তা অবাস্তব) কিন্তু অনেকে তো শর্তহীন ভাবেই এ বিষয়টি বৈধ বলেছে। এমনকি আবু হামেদ গাযালী (রহ.) বলেছেন, গাল ও চূর্ণকুন্তলের বৈশিষ্ট, দেহের আকার ও গঠনের সৌন্দর্য এবং সুস্থ-স্বাভাবিক রমণীদের বৈশিষ্টাবলীর প্রেমকাব্য রচনা হারাম নয়!

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, পক্ষান্তরে যে বলে, আমি দুনিয়ার স্বাদ উপভোগের উদ্দেশ্যে গান শ্রবণ করি না, বরং তা থেকে বিভিন্ন ইঙ্গিত গ্রহণ করি। আমরা বলবো, ভুলের মধ্যে যে এ ব্যক্তির অবস্থান তার কারণ হলো, ইঙ্গিত গ্রহণের পূর্বেই স্বভাব তার উদ্দেশ্যের দিকে

ধাবিত হয়। ফলে তার অবস্থা হয় ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে বলে, আমি এসব সুন্দর রমণীদের দিকে এ জন্যে তাকাই যেন সৃষ্টি-শৈল্পের বিষয়ে চিন্তা করতে পারি।

আমরা এখানে উপদেশের ইতি সমাপ্ত করে গানের ব্যাপারে যেসব বক্তব্য রয়েছে তা উল্লেখ করছি।

গানের ব্যাপারে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মাযহাব।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রহ.) যামানায় গান বলতে শুধু জাহেদদের কবিতা পাঠকেই বুঝাতো। তবে তারা যখন বিভিন্ন স্বরে গান পরিবেশন শুরু করেছে তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) থেকেও বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রহ.) ছেলে আবদুল্লাহ বলেন, আমার পিতা আহমদ বলেছেন, الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني গান মানুষের অন্তরে নেফাক সৃষ্টি করে। আর তা আমার কাছে পসন্দনীয় নয়।

ইসমাঈল বিন ইসহাক সাকাফীকে গান শ্রবণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন, আমি তা অপসন্দ করি এবং তা বিদআত। যারা গান পরিবেশন করে তাদের সাথে উঠা-বসা ঠিক নয়।

আবুল হারেছ বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন, দোয়া ও যিকিরে সুর সংযোজন করা বিদআত। তাকে বলা হলো, এসবতো অন্তরকে নরম করে। তিনি বলেন, তবুও তা বিদআত।

ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে ইয়াকুব বিন গিয়াছ বর্ণনা করে বলেন, দোয়া ও যিকিরে সুর সংযোজন করা মাকরুহ এবং তা শ্রবণ করাও বৈধ নয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ইমাম আহমদ থেকে উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ প্রমাণ করে যে, গান গাওয়া ও শ্রবণ করা মাকরুহ। আবু বকর খেলাল বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল গানকে তখনই মাকরুহ বলেছেন যখন তিনি জানতে পেরেছেন যে, লোকেরা গানের সাথে

কামোত্তেজক শব্দ ব্যবহার করে। তার থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত এমনও আছে যা প্রমাণ করে যে, গান শ্রবণে সমস্যা নেই।

মারুযী (রহ.) বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে কাসীদা (গান) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তা বিদআত। আমি বললাম, তারা তো গানে অশ্লীল বাক্য সংযোজন পরিহার করে। তখন তিনি বলেন, সব গানের হুকুম এক রকম নয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) এক লোককে তার ছেলে ছালেহকে গান গেয়ে শুনাতে দেখে তার কোন নিন্দা না করলে পুত্র ছালেহ বললো, বাবা! আপনিতো গান অপসন্দ করতেন। তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়েছে তারা গানে অশ্লীল বাক্য সংযোজন করে, তাই আমি তা অপসন্দ করেছি। কিন্তু এ ধরনের গানতো আমি অপসন্দ করি না।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমার সাথীরা আবু বকর খেলাল ও তার বন্ধু আবদুল আযীজ থেকে গানের বৈধতার ব্যাপারে যে কথা বর্ণনা করেছেন তা দ্বারা তাদের যামানায় জাহেদদের যে কাসীদা (গান) প্রচলিত ছিলো সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর এ ধরনের গানের ব্যাপারেই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন, 'আমি তা অপসন্দ করি না'। আর যে গানে অশ্লীল বাক্যের সংমিশ্রন রয়েছে তা যে ইমাম আহমদের (রহ.) নিকট বৈধ নয় তার দলীল এই–

أن أحمد بن حنبل سئل عن رجل مات وترك ولدا وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال لا تباع على أنها مغنية فقيل له أنها تساوي ثلاثين ألف درهم ولعلها إذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة.

অর্থঃ ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রহ.) এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে মৃত্যুর সময় একটি ছেলে ও গায়িকা বাঁদী রেখে গেছেন। তখন ছেলেটি সেই বাঁদীকে বিক্রির মুখাপেক্ষী হলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাকে বললেন, এই বাঁদীটিকে গায়িকা হিসেবে যেন বিক্রি না করা হয়। তখন কেউ তাকে বললো, গায়িকা হিসেবে এই বাঁদীর মূল্য ত্রিশ হাজার দিরহাম। আর যদি তাকে সাধারণ

বাঁদী হিসেবে বিক্রি করা হয় তাহলে তার মূল্য দাঁড়াবে বিশ হাজার দিরহাম। তখন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, তাকে সাধারণ বাঁদী হিসেবেই বিক্রি করা হোক।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বাঁদীকে গায়িকা হিসেবে বিক্রি করতে নিষেধ করার কারণ হলো, গায়িকা বাঁদী জাহেদদের কাসীদা দ্বারা গান গায় না, বরং সে এমন প্রেমকাব্য উপস্থাপন করে যা শ্রোতাদের মনে প্রেমের উত্তেজনা সৃষ্টি করে। আহমদ বিন হাম্বলের এ নির্দেশ প্রমাণ করে যে, গান নিষিদ্ধ। কেননা গান যদি নিষিদ্ধ না হতো তাহলে আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) এতিমের মাল হাতছাড়া করার নির্দেশ দিতেন না।

আহমদ বিন হাম্বলের (রহ.) এ নির্দেশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবু তালহার বক্তব্যের সাথে মিলে যায়। আবু তালহা বলেন, ইয়া রাসুল্লাহ! عندي خمر لأيتام فقال أرقها আমার কাছে এতিমদের কিছু মদ রয়েছে। তিনি বলেন, তুমি তা ফেলে দাও। সুতরাং যদি মদকে সংশোধন করা জায়েয হতো তাহলে তিনি এতিমের মাল নষ্ট করার নির্দেশ দিতেন না।

মারুযী (রহ.) আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, হিজড়া গান গেয়ে যে অর্থ উপার্জন করে তা অবৈধ। তার এ বক্তব্যের কারণ হলো, হিজড়া জাহেদদের কাসীদাযোগে গান গায় না, বরং সে গান গায় প্রেম কাব্য ও বিলাপ করে। উল্লেখিত বক্তব্য দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কার হলো যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) থেকে যে দুই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় তার সম্পর্ক হচ্ছে গানে জাহেদদের কাসীদা কিংবা প্রেমকাব্যের সংমিশ্রণ হওয়া না হওয়ার সাথে।

পক্ষান্তরে যে গান আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত তা ইমাম আহমদের (রহ.) নিকটও হারাম। আচ্ছা বলুনতো, মানুষ গানে যে অশ্লীলতা বৃদ্ধি করেছে তা যদি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) জানতেন তাহলে তিনি কি বলতেন!

গানের ব্যাপারে ইমাম মালেক বিন আনাসের (রহ.) মাযহাব।

এক সনদে আবু বকর মুহাম্মদ বিন ওমর মুহাম্মদ বিন সারীর সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আহমদের সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে, তিনি

ইসহাক বিন ঈসার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি মালেক বিন আনাসকে (রহ.) মদীনাবাসীদের মাঝে প্রচলিত গান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এ ধরনের গান গাওয়া ফাসেকদের কাজ।

হিবাতুল্লাহ বিন আহমাদ হারিরী বলেন, আমাকে আবু তায়্যেব তাবারী বলেছেন, মালেক বিন আনাস (রহ.) গান গাওয়া এবং তা শ্রবণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন, যদি কেউ বাঁদী কিনার পর দেখে যে সে গায়িকা, তাহলে গায়িকা হওয়ার দোষে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার অধিকার সে পাবে। এটাই সকল মদীনা বাসীর মাযহাব। তবে এ বিষয়ে ইবরাহিম বিন স'াদের মাযহাব ভিন্ন। তার থেকে যাকারিয়া ছাজী বর্ণনা করে বলেন, বাঁদী গায়িকা হওয়া দোষের কিছু নয়।

গানের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মাযহাব।

হিবাতুল্লাহ বিন আহমদ হারিরী আবু তায়্যেব তাবারীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) নবীয পান করা বৈধ বলা সত্ত্বেও গান গাওয়া ও শ্রবণ করাকে মাকরুহ বলতেন। তিনি গান শ্রবণকে পাপ কর্মের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। তিনি বলেন, ইবরাহীম, শা'বী, হাম্মাদ ও সুফিয়ান সাওরীসহ গোটা কুফা বাসী এ বিষেয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। তিনি আরো বলেন, গান মাকরুহ হওয়ার বিষয়ে বসরা বাসীদের মাঝেও কোন মতভেদ নেই। তবে শুধুমাত্র বসরার ওবায়দুল্লাহ বিন হাসান আমবরী বলেন, আমার কাছে গান দোষণীয় নয়।

গানের ব্যাপারে ইমাম শাফেঈর (রহ.) মাযহাব।

হিবাতুল্লাহ বিন আহমদ হারিরী আবু তায়্যেব তাহের বিন আবদুল্লাহ তাবারীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেছেন,

قال الشافعي الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه شهادته

গান একটি মাকরুহ কাজ যা অন্যায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যে গানে বেশি পরিমাণে লিপ্ত হবে সে নির্বোধ, তার সাক্ষী অগ্রহণযোগ্য।

ইমাম তাবারী (রহ.) বলেন, শহরের ওলামায়ে কেরাম গান মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত্যে উপনীত হয়েছেন। তবে ইবরাহিম বিন

স'দ ও ওবায়দুল্লাহ আমবরী শুধু এ বিষয়ে বিরোধিতা করেছেন। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليكم بالسواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار وقال من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية.

অর্থঃ তোমাদের উচিৎ বড় দলের অনুস্বরণ করা। কেননা যে দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

তিনি আরেক হাদীসে বলেন, যে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহেলী মৃত্যু লাভ করবে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, শাফেঈ মাযহাবের নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম গান শ্রবণকে নাজায়েজ বলেছেন। আর তাদের পরবর্তী আকাবীর ওলামায়ে কেরামও তা নাজায়েজ বলেছেন।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) তার আদাবুল কাযা গ্রন্থে বলেছেন,

وقد نص الشافعي في كتاب أدب القضاء على أن الرجل إذا دام على سماع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالته.

যে ব্যক্তি নিয়মিত গান শ্রবণে লিপ্ত থাকে তার সাক্ষী ও আদালত কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এ হচ্ছে শাফেঈ মাযহাবের ওলামা ও দীনদার লোকদের বক্তব্য। তবে তাদের উত্তরসুরীদের কেউ কেউ ইলমের স্বল্পতা ও প্রবৃত্তির প্ররোচনায় গান শ্রবণকে বৈধ বলেছে।

আমাদের ফকীহ ওলামায়ে কেরামও এ বিষয়ে একই বক্তব্য দিয়েছেন– গায়ক ও নর্তকির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ আমাদের আমলের তাওফিক দান করুন।

গান ও বিলাপ মাকরূহ ও নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমাদের অনুসরণীয় ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে কোরআন, সুন্নাহ ও আছার দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।

গান নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে কোরআনের দলীল

আল্লাহর কোরআনে এ বিষয়ে তিনটি আয়াত পাওয়া যায়।

প্রথম আয়াত– আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

অর্থঃ কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা অসার কথা ক্রয় করে।

এক সনদে আবদুল্লাহ বিন ওমর সাফওয়ান বিন ঈসার সূত্রে, তিনি হুমাইদ খায়্যাতের সূত্রে, তিনি আম্মার বিন আবু মুআবিয়ার সূত্রে, তিনি সাঈদ বিন যোবায়েরের সূত্রে, তিনি আবু সাহবার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি ইবনে মাসউদকে (রা.) আল্লাহ তায়ালার

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

"অর্থঃ কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা অসার কথা ক্রয় করে" এ কথার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম; এখানে 'লাহবুল হাদীস' দ্বারা গান উদ্দেশ্য।

আরেক সনদে আবু বকর কুরশী জুহাইর বিন হারবের সূত্রে, তিনি তিনি জারীরের সূত্রে, তিনি আতা বিন সায়েবের সূত্রে, তিনি সাঈদ বিন যোবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, ইবনে আব্বাসকে (রা.) আল্লাহ তায়ালার

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

"অর্থঃ কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা অসার কথা ক্রয় করে" এ কথার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এখানে 'লাহবুল হাদীস' দ্বারা গান ও তার সদৃশ বিষয় উদ্দেশ্য।

অন্য সনদে বাগাবী হুদবার সূত্রে, তিনি হাম্মাদ বিন সালামার সূত্রে, তিনি সালামার সূত্রে, তিনি হুমাইদের সূত্রে, তিনি হাসান বিন মুসলিমের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, মুজাহিদকে (রা.) আল্লাহ তায়ালার

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

"অর্থঃ কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা অসার কথা ক্রয় করে" এ কথার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এখানে 'লাহবুল হাদীস' দ্বারা গান উদ্দেশ্য।

আরেক সনদে আহমদ বিন হাম্বল আবদার সূত্রে, তিনি ইসমাঈলের সূত্রে, তিনি সাঈদ বিন ইয়াসারের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি একরামাকে 'লাহবুল হাদীস' এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এখানে গান উদ্দেশ্য।

অনুরূপভাবে হাসান, সাঈদ বিন যোবায়ের, কাতাদাহ এবং ইবরাহিম নাখঈ রহিমাহুমুল্লাহ সকলেই 'লাহবুল হাদীস' কে গান বলেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ তোমরা গান গাও।

আবু বকর কুরশী ওবায়দুল্লাহ বিন ওমরের সূত্রে, তিনি ইয়াহইয়া বিন সা'দের সূত্রে, তিনি সুফিয়ানের সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে, তিনি একরামার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ এই আয়াতের ব্যখ্যায় 'সামিদুন' কে গান বলেছেন।

মুজাহিদ (র.) বলেন, কেউ গান গাইলে ইয়ামানবাসী বলে, سمد فلان 'সামিদা ফুলানুন' অমুক গান গেয়েছে।

তৃতীয় আয়াতঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ

অর্থঃ আল্লাহ শয়তানকে বলেন, তুই তোর আওয়াজ দ্বারা তাদের যাকে ইচ্ছা তাকে প্ররোচিত কর, আর তোর সৈন্য দ্বারা তাদের যাকে ইচ্ছা তোর দলে সমবেত কর।

আবদুল্লাহ বিন ইবরাহিম বিন মাসি হুসাইন বিন কুমাইতের সূত্রে, তিনি মুহাম্মদ বিন নুআইম বিন কাসেমের সূত্রে, তিনি সুফিয়ান ছাওরীর সূত্রে, তিনি লাইছের সূত্রে, তিনি মুজাহিদের (রহ.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ এই আয়াত দ্বারা গান ও বাঁশী উদ্দেশ্য।

গান নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে হাদীসের দলীল

আবদুল্লাহ বিন আহমদ তার পিতার সূত্রে, তিনি ওয়ালিদ বিন মুসলিমের সূত্রে, তিনি সাঈদ বিন আবদুল আযীযের সূত্রে, তিনি সোলায়মান বিন

মুসার সূত্রে, তিনি নাফে'র সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, ইবনে ওমর (রা.) একদিন রাস্তায় চলতে গিয়ে রাখালের বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পেয়ে আঙ্গুল দিয়ে কান চেপে ধরে বাহন ঘুরিয়ে রাস্তা পরিবর্তন করে নাফে'কে বলেন, তুমি কি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি পথ চলা শুরু করলে এক পর্যায়ে আমি যখন বললাম, এখন আর আওয়াজ শোনা যায় না তখন হাত থেকে কান সরিয়ে পুনরায় সে রাস্তায় ফিরে এসে বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি একবার রাখালের বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পেয়ে এমনটি করেছেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, যদি বাঁশীর আওয়াজে তাদের অবস্থা এমন হয় তাহলে আমাদের যামানার গান ও বাদ্য-বাজনায় তাদের অবস্থা কিরূপ হতো!

এক সনদে ওবায়দুল্লাহ বিন আবদুল ওয়াহিদ বিন শারিক ইবনে আবি মারয়ামের সূত্রে, তিনি ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুবের সূত্রে, তিনি ওবায়দুল্লাহ বিন ওমরের সূত্রে, তিনি আলী বিন যায়েদের সূত্রে, তিনি কাসেমের সূত্রে, তিনি আবু ওমামার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن شراء المغنيات وبيعهن وتعليمهن وقال ثمنهن حرام وقرأ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ}.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়িকাদের ক্রয়-বিক্রয় এবং শিক্ষাদান থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদের উপার্জনকে হারাম ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

কিছু লোক এমন রয়েছে যারা মূর্খতার বশীভূত হয়ে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিমুখ করতে অসার কথা ক্রয় করে তা নিয়ে পরিহাস করে। এদের জন্য রয়েছে অপমান জনক শাস্তি।

আরেক সনদে মানসুর বিন আবুল আসওয়াদ আবুল মুলাহ্যাবের সূত্রে, তিনি ওবায়দুল্লাহ বিন ওমরের সূত্রে, তিনি আলী বিন যায়দের সূত্রে, তিনি কাসেমের সূত্রে, তিনি আবু ওমামার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع المغنيات وعن التجارة فيهن وعن تعليمهن الغناء وقال: "ثمنهن حرام" وقال في هذا أو نحوه أو وقال شبهه نزلت علي: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} وقال ما من رجل يرفع عقيرة صوته للغناء إلا بعث الله له شيطانين يرتدن فانه أعني هذا من ذا الجانب وهذا من ذا الجانب ولا يزالان يضربان بأرجلهما في صدره حتى يكون هو الذي يسكت

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়িকাদেরকে ক্রয়-বিক্রয়, তাদেরকে নিয়ে ব্যবসা করা এবং তাদেরকে গান শিখানো থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাদের উপার্জন হারাম। তিনি আরো বলেন, এই বিষয়ে, কিংবা এর কাছাকাছি বিষয়ে, অথবা তার সদৃশ বিষয়ে আমার উপর কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থঃ কিছু লোক এমন রয়েছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিমুখ করতে অসার কথা ক্রয় করে।

তিনি আরো বলেন, যে কেউ গানের জন্য আওয়াজ উঁচু করবে তার জন্য আল্লাহ দুইটি শয়তান নিযুক্ত করবেন, আর সেও ক্রমাণ্বয়ে ধর্মান্তরিত হতে থাকবে। কেননা দুই শয়তান তাকে দুই দিক থেকে সাহায্য করবে। তারা তাদের পা দ্বয় দ্বারা তার বুকে এমন অদৃশ্য মৃদু আঘাত হানবে যে, সে ধ্বংসের অতল গহ্বরে লুটিয়ে পরবে। আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "إن الله عز وجل حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها" ثم قرأ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ গায়িকাদের ক্রয়-বিক্রয়, তাদের বিক্রিত মূল্য গ্রহণ, তাদেরকে গান শিখানো, তাদের গান শ্রবণ করা– এ সবই হারাম করেছেন। এসব বলে তিনি কোরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করেনে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

অর্থঃ কিছু লোক এমন রয়েছে যারা অসার কথা ক্রয় করে।

আবদুর রহমান বিন আওফ বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة وصوت عند مصيبة.

অর্থঃ আমি তোমাদেরকে দুই ধরনের আহমক, পাপাচারী আওয়াজ থেকে নিষেধ করেছি– গান কালিন আওয়াজ এবং বিপদ কালিন আওয়াজ।

এক সনদে মুহাম্মদ বিন কুলাইব খালফ বিন খলীফার সূত্রে, তিনি ইবান মাকতাবের সূত্রে, তিনি মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমানের সূত্রে, তিনি আতা বিন আবি রবাহের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন,

عن بن عمر قال دخلت مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاذا ابنه إبراهيم يجود نفسه فأخذه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوضعه في حجره ففاضت عيناه فقلت يا رسول الله أتبكي وتنهانا عن البكاء فقال لست أنهي عن البكاء إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة ضرب وجه وشق جيوب ورنة شيطان.

অর্থঃ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার গৃহে প্রবেশ করে দেখি রাসুলের পুত্র ইবরাহিম মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তুলে কোলে

নিলে তার চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হলে আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কাঁদছেন! অথচ আপনিতো আমাদের কাঁদতে নিষেধ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের কাঁদতে নিষেধ করি নি, বরং নিষেধ করেছি নির্বোধ, পাপাচারী দুই আওয়াজ থেকে- খেল-তামাসা ও শয়তানের বাঁশী বাজানোর আওয়াজের সময়ে চিৎকার এবং বিপদের সময়ে চিৎকার- যখন চেহারায় আঘাত করা হয়, জামা বিদীর্ণ করা হয় এবং শয়তানের বিলাপ করা হয়।

আরেক সনদে আসেম বিন আলী আবদুর রহমান বিন ছাবেতের সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে, তিনি মাকহুলের সূত্রে, তিনি যোবায়ের বিন নাফিরের সূত্রে, তিনি মালেক বিন নাহামের সূত্রে, তিনি একরামার সূত্রে, তিনি ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال بعثت بهدم المزمار والطبل.

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি বাঁশী ও তবলা ধ্বংস করতে প্রেরিত হয়েছি।

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন নাজিয়াহ উব্বাদ বিন ইয়াউকের সূত্রে, তিনি মুছা বিন ওমায়েরের সূত্রে, তিনি জা'ফর বিন মুহাম্মদের সূত্রে, তিনি তার পিতা পরম্পরায় দাদার সূত্রে, তিনি হযরত আলীর (রা.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بعثت بكسر المزامير

অর্থঃ আমি বাঁশী ধ্বংস করতে প্রেরিত হয়েছি।

ইমাম তিরমিযী সালেহ বিন আবদুল্লাহর সূত্রে, তিনি ফারাজ বিন ফুযালার সূত্রে, তিনি ইয়াহইয়া বিন সাঈদের সূত্রে, তিনি মুহাম্মদ বিন ওমর বিন আলী বিন আবি তালেবের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আলী বিন আবি তালেব বলেছেন,

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فذكر منها إذا اتخذت القيان والمعازف

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন আমার উম্মত পনেরটি গুনাহে লিপ্ত হবে তখন তাদের উপর বিপদ নেমে আসবে। তিনি পনেরটি গুনাহের মধ্যে গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) আরেক সনদে আলী বিন হিজরের সূত্রে, তিনি মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদের সূত্রে, তিনি মুসতালিম বিন সাঈদের সূত্রে, তিনি রুমাইহ জাযামির সূত্রে, তিনি আবু হুরাইরার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদকে নিজের মালিকানাধিন মনে করা হবে, আমানতকে গনীমত মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, বিজাতীয় শিক্ষা গ্রহণ করা হবে, স্বামী তার স্ত্রীর অনুসরণ করবে, সন্তান মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধুকে কাছে টানবে, বাবাকে দূরে সরাবে, মসজিদসমূহে শোরগোল শুরু হবে, পাপিষ্ঠ লোক গোত্রের সর্দার হবে, নিকৃষ্ট লোক সমাজের নেতা হবে, অনিষ্টের ভয়ে মানুষ অন্যকে সম্মান করবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ পাবে, অবাধে মদ পান শুরু হবে, এ উম্মতের শেষাংশ প্রথমাংশকে অভিসম্পাত করবে তখন এ উম্মত যেন

লাল বাতাস, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি, আকাশ থেকে অগ্নি নিক্ষেপ ও বিভিন্ন বিপদ এমনভাবে নেমে আসার অপেক্ষা করে যেভাবে মালার সুতা ছিড়ে গেলে দানাগুলো একটি অন্যটির উপর আছড়ে পড়ে।

এক সনদে সাহল বিন সা'দ বলেন,

عن سهل بن سعد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال يكون في أُمتي خسف وقذف ومسخ قيل يا رسول الله متى قال إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার এ উম্মতের মাঝে ভূমিধ্বস, আকাশ থেকে অগ্নি নিক্ষেপ ও চেহারা বিকৃতির ঘটনা ঘটবে। কেউ জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহর রাসুল! এমনটি কখন হবে? তিনি বলেন, যখন বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা প্রকাশ পাবে এবং মদকে বৈধ ভাবা হবে।

গান নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে আছারের (সাহাবা ও তাবেঈদের বক্তব্য) দলীল

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل

গান মানুষের অন্তরে নিফাক জন্ম দেয় যেভাবে পানি উদ্ভিদ জন্ম দেয়।

তিনি আরো বলেন,

إذا ركب الرجل الدابة ولم يسم ردفه الشيطان وقال تغنه فان لم يحسن قال له تمنه

যখন কোন লোক 'বিসমিল্লাহ' না বলে বাহনে আরোহণ করে তখন শয়তান তার পিছে আরোহণ করে বলে গান গাও। যদি সুন্দরভাবে তার গান গাওয়ার অভ্যাস না থাকে তাহলে শয়তান তাকে বলে আশা রাখো, পারবে। ইবনে ওমর (রা.) একদল হজ্জ পালনকারীদের পাশ অতিক্রমকালে তাদের একজনকে গান গাইতে দেখে বলেন,

ألا لا سمع الله لكم

ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন না।
তিনি এক ছোট বালিকার পাশ অতিক্রমকালে তাকে গান গাইতে দেখে বলেন,

لَوْ تَرَكَ الشَّيْطَانُ أَحَدًا لَتَرَكَ هٰذِهِ

শয়তান যদি কাউকে ধোঁকা দেয়া থেকে বিরত থাকতো তাহলে তার ধোঁকা হতে এই বালিকা নিস্কৃতি পেত।
এক ব্যক্তি কাসেম বিন মুহাম্মদকে (রা.) গান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

أنهاك عنه وأكرهه لك قال أحرام هو قال أنظر يا ابن اخي إذا ميز الله الحق من الباطل ففي أيهما يجعل الغناء

আমি তোমাকে তা হতে নিষেধ করি এবং তোমার জন্য তা অপসন্দ করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি হারাম? কাসেম বলেন, হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! আল্লাহ যেহেতু হক-বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন সেহেতু তুমিই বলো, গানকে এ দুই প্রকারের কোনটি মনে হয়।

ইমাম শা'বী (র.) বলেন, لعن المغني والمغنى له গায়ক ও শ্রোতা উভয়ে লা'নত প্রাপ্ত।

এক সনদে আবুল হুসাইন বিন বুশরান আবু আলী বিন সাফওয়ানের সূত্রে, তিনি আবু বকর কুরশির সূত্রে, তিনি হুসাইন বিন আবদুর রহমানের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ বিন ওয়াহহাবের সূত্রে, তিনি আবু হাফ্স ওমর বিন ওবায়দুল্লাহ আরমাবির সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن أبي حفص عمر بن عبيد الله الأرموي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمان جل وعز فانه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه

অর্থঃ ওমর বিন আবদুল আযীয (রহ.) পত্র মারফত তার পুত্র শিক্ষকের নিকট লিখেন, আপনার কাছে আমার ছেলের প্রাপ্ত শিষ্টাচারের শুরু যেন হয় ঐসব বাদ্যযন্ত্রের প্রতি ঘৃণাপোষণ দ্বারা যার শুরু হয় শয়তানের প্ররোচণা দিয়ে আর সমাপ্তি হয় আল্লাহর অসন্তুষ্টি দিয়ে। কেননা আমার কাছে নির্ভরযোগ্য ওলামাদের থেকে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, গান-বাজনার মজলিসে উপস্থিত হয়ে তা শ্রবণ করে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অন্তরে নিফাক জন্ম দেয় যেভাবে পানি ঘাস জন্ম দেয়। আমার জীবনের শপথ; জ্ঞানীদের জন্য গান-বাজনার মজলিসে উপস্থিত হওয়া পরিহার করে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা অন্তরে নিফাক বদ্ধমূল রাখার চেয়ে সহজ।

ফুযাইল বিন ইয়াজ (রহ.) বলেন, الغناء رقية الزنا গান ব্যাভিচারের মন্ত্র। দাহ্হাক (রহ.) বলেন,

وقال الضحاك الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب

গান অন্তর নষ্ট করে এবং আল্লাহর ক্রোধ সঞ্চার করে।
ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ (রহ.) বলেন,

وقال يزيد بن الوليد يا بني أمية إياكم والغناء فانه يزيد الشهوة ويهدم المروءة وأنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر فان كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء فان الغناء داعية الزنا.

হে বনু উমাইয়্যা! তোমাদেরকে গান থেকে সতর্ক করছি। কেননা তা উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, সম্মান বিনষ্ট করে, তা মদের স্থলাভিষিক্ত, মদের ক্রিয়া তার মাঝে বিদ্যমান। তোমরা যদি গান পরিহার করতে নাই পারো তাহলে কমপক্ষে গানকে মেয়েদের থেকে দূরে রাখো। কেননা গান ব্যাভিচারের প্রতি আহ্বান করে।

গান নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে কিয়াসী দলীল

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, গান মানুষের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে এবং আকল বিকৃত করে। বিষয়টির স্পষ্ট বিবরণ এই– মানুষ যখন উল্লসিত হয় তখন সে

এমন কাজ করে যা সে নিরব সময়ে মন্দ ভাবে। উদাহরণ স্বরূপ– মাথা নাড়ানো, হাত তালি দেয়া এবং পা দিয়ে মাটি চূর্ণ করাসহ এমন সব কাজ করে যা একমাত্র নির্বোধ লোকেরাই করে থাকে। অর্থাৎ গান মানুষকে এমনটি করতেই বাধ্য করে। বরং আকলের কার্যক্ষমতা রহিত করতে গান মদের ভূমিকা পালন করে। তাই গান নিষিদ্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এক সনদে আবদুল আযীয বিন আলী আযজী ইবনে জাহদামের সূত্রে, তিনি ইয়াহইয়া বিন মুআম্মালের সূত্রে, তিনি আবু বকর সাফ্ফাফের সূত্রে, তিনি আবু সাঈদ খাররাজের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, মুহাম্মদ বিন মানসুরের (রহ.) নিকট গায়কদের আলোচনা উত্থাপন করলে তিনি বলেন,

ذكر عند محمد بن منصور أصحاب القصائد فقال هؤلاء الفرارون من الله عز وجل لو ناصحوا الله ورسوله وصدقوه لافادهم في سرائرهم ما يشغلهم عن كثرة التلاقي

আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী এসব লোকেরা যদি সত্যিকারার্থে আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসতো এবং সত্যায়ন করতো তাহলে এ ভালোবাসা ও সত্যায়ন তাদেরকে আত্মিকভাবে এতটাই উপকৃত করতো যে, তারা অনর্থক কাজকর্ম ও অসৎ সঙ্গ থেকে বিরত থাকতো।

মুহাম্মদ বিন নাসির আবদুর রহমান বিন আবুল হুসাইনের সূত্রে, তিনি মুহাম্মদ বিন আলী আবেদীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আবু আবদুল্লাহ বিন বাত্তাহ আকবরী (রহ.) বলেছেন, আমাকে এক লোক গান শ্রবণের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আমি তা থেকে তাকে নিষেধ করে বলি, তা এমন বিষয় যাকে আলেমরা অপসন্দ করে আর নির্বোধরা পসন্দ করে। এমন এক দল লোক এ কাজে লিপ্ত রয়েছে যাদেরকে সুফি বলে, কিন্তু মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম তাদেরকে জাবরিয়্যাহ বলে। তারা এমন সম্প্রদায় যাদের মনোবল নিকৃষ্ট এবং শরীয়ত আবিষ্কৃত। তারা নিজেদের জাহেদ হিসাবে প্রকাশ করে। তারা আল্লাহর ভয় ও

ভালোবাসা ছাড়াই তার আশেক ও মাহবুব হওয়ার দাবি করে। তারা দাড়ি বিহীন বালক ও মহিলাদের থেকে গান শ্রবণ করে উল্লসিত হয়ে মূর্ছা গিয়ে মৃত্যুর ভান করে বলে, আল্লাহ প্রেমের প্রভাবেই আমরা এমন করি। মূর্খদের এসব কথা-বার্তা ও আচরণ থেকে আল্লাহ মহান, আমরা তার পবিত্রতা বর্ণনা করি।

যারা গানকে বৈধ বলে তাদের দলীল ও তার জবাব

যারা গানকে বৈধ বলে, তারা দলীল স্বরূপ আয়েশার (রা.) ঐ হাদীস উল্লেখ করে যাতে দু'জন বালিকা তার নিকট দফ বাজিয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে।

এই বিষয়টি আরেক সনদে এভাবে এসেছে, আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন,

دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال رسول الله: "دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا"

আমার পিতা আবু বকর আমার গৃহে প্রবেশ করে দু'জন আনসারী বালিকাকে আনসারী গান গাইতে দেখে বলেন, আল্লাহর রাসুলের ঘরে শয়তানের বাঁশী বাজছে! তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু বকর! তাদেরকে করতে দাও। কেননা প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন রয়েছে, আর এটা আমাদের উৎসবের দিন।

তারা দলীল স্বরূপ আয়েশার (রা.) ঐ হাদীসকেও উল্লেখ করেন, যাতে আয়েশা (রা.) এক আনসারী মেয়েকে তার স্বামীর হাতে অর্পণ করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! তুমি কি তাদের সাথে বিনোদন সামগ্রী দাও নি? কেননা আনসাররা এমন

সম্প্রদায় যাদেরকে বিনোদন মুগ্ধ করে।

আরেক সনদে ফুযালা বিন ওবায়দুল্লাহর (রা.) হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عن فضالة بن عبيد عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال للهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ

গায়িকার মালিক তার গান যতটা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করে তার চে' অধিক মনযোগ দিয়ে আল্লাহ সুন্দর স্বরে কোরআন তেলাওয়াতকারীর তেলাওয়াত শ্রবণ করেন।

ইবনে তাহের বলেন, গান বৈধ হওয়ার বিষেয়ে এ হাদীস থেকে দলীল নেয়ার সুরত হলো, এ হাদীস গান শ্রবণকে বৈধ বলেছে। কেননা বৈধ বিষয়কে অবৈধ বিষয়ের সাথে তুলনা করা জায়েয নয়। অথচ এ হাদীসে কোরআন শ্রবণকে গান শ্রবণের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

আরেক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال ما أذن الله عز وجل لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن

আল্লাহ কোন নবীকে কোরআন দ্বারা গান গাওয়ার বিষয়ে যে অনুমতি দিয়েছেন সে পরিমাণ অনুমতি অন্য কিছুতে দেন নি।

আরেক হাদীসে হাতেব (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن حاطب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الضَّرْب بِالدُّفِّ

অর্থঃ বিবাহ বৈধ-অবৈধ হওয়ার মাঝে পার্থক্য হচ্ছে তাতে দফ বাজানো।

উল্লেখিত হাদীস সমূহের জবাব

আম্মাজান আয়েশার (রা.) দুই হাদীসে যে গান শব্দ ব্যবহার হয়েছে তা দ্বারা কবিতা উদ্দেশ্য। কিন্তু আবৃত্তির ধরন ও বারবার উল্লেখের ক্ষেত্রে তা গানের সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় তাতে গান শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আবৃত্তির সে ধরন এমন ছিলো না যা মানুষের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে। আর পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী লোকদের যামানায় সঙ্ঘটিত কবিতাকে নোংরা হৃদয়ের অধিকারী লোকদের যামানায় সঙ্ঘটিত গানের সাথে তুলনা করা কি শোভনীয়! অথচ প্রবৃত্তি পূজারী লোকদের এ যামানার গান মানুষের স্বাভাবিক ভারসাম্যতা নষ্ট করে! এ ধরনের উপমা হাদীসের অর্থ বুঝতে অক্ষমতা ও হাদীসের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আপনার কি জানা নেই যে, এক বিশুদ্ধ হাদীসে আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেছেন,

قالت لو رأى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد

অর্থঃ মসজিদে গমনের ক্ষেত্রে মহিলারা যে নতুন ফেৎনা সৃষ্টি করেছে তা যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতেন তাহলে অবশ্যই মসজিদে গমনের বিষয়ে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন।

তাই ফতোয়া দানকারীর উচিৎ ফতোয়া দানের পূর্বে ভালোভাবে অবস্থা মেপে দেখা, যেভাবে ডাক্তারের উচিৎ সময়, বয়স ও পরিবেশ বিবেচনা করা, অতঃপর সে অনুযায়ী ফতোয়া তলবকারীকে ফতোয়া দেয়া এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসা দেয়া।

বিবাহের দিন ও ঈদের দিনে আনসারদের মুখ নিসৃত যে গান, তার সাথে এ যামানার গানের কি সাদৃশ্য আছে? অথচ এ যামানার গান পরিবেশিত হয় দাড়ি বিহীন সুশ্রী বালক দ্বারা, তাতে ব্যবহৃত হয় এমন বাদ্যযন্ত্র যা মানুষের মন আকর্ষিত করে, তাতে উল্লেখ করা হয়

রমণীদের সুন্দর দেহাবয়ব, উন্নত নাসিকা, আকর্ষণীয় ললাট ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন বর্ণণা যা মানুষের মনে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে। আর যে দাবি করে যে, এসব শ্রবণে তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না সে মিথ্যাবাদী কিংবা মানুষের শ্রেণী বহির্ভূত এক ভিন্ন প্রজাতি।

অবশ্য আবু তায়্যেব তাবারী (রহ.) এ হাদীসের এক ভিন্ন ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এ হাদীস আমাদের পক্ষে দলীল। কেননা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এ গানকে শয়তানের বাদ্য-যন্ত্র অভিহিত করেছেন, আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার এ কথাকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। কিন্তু রাসুলের উচ্চ মর্যাদার কারণে তিনি আবু বকরকে নিন্দা প্রকাশের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপে নিষেধ করেছেন। বিশেষতঃ আম্মাজান আয়েশা (রা.) ছিলেন ছোট এবং দিনটি ছিলো ঈদের দিন। আম্মাজান আয়েশা বালেগা হওয়া ও ইলম অর্জনের পর তার থেকে গানের নিন্দাই বর্ণিত হয়েছে। তার ভ্রাতুস্পুত্র কাসেম বিন মুহাম্মদও গানের নিন্দা করতেন এবং তা শ্রবণ থেকে নিষেধ করতেন, অথচ তিনি আম্মাজান আয়েশা (রা.) থেকে ইলমে দীন অর্জন করেছেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, কোরআন শ্রবণকে বাঁদীর গান শ্রবণের সাথে তুলনা দ্বারা এটা প্রমাণিত নয় যে, যাকে তুলনা করা হবে তা হারাম। কেননা মানুষ যদি বলে যে, 'আমার কাছে মধুর স্বাদ মদের স্বাদ হতে বেশি প্রিয়' তাহলে তার এ কথা বিশুদ্ধ হবে।

এখানে কোরআন শ্রবণ ও গান শ্রবণের যে তাশবীহ উল্লেখ হয়েছে তা মূলতঃ মনোযোগ প্রদানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই উপমা দানের ক্ষেত্রে যাকে উপমা দেয়া হয় ও যার সাথে উপমা দেয়া হয় দুইয়ের যে কোনটি হারাম হওয়া উপমার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।

এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

انكم لترون ربكم كما ترون القمر

তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখবে যেভাবে চাঁদকে দেখ। এ হাদীসেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দর্শনকে

চাঁদ দর্শনের সাথে তুলনা করেছেন, অথচ উভয় দর্শনের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কেননা চাঁদ এমন বস্তু যা দর্শন দ্বারা পরিবেষ্টন করা সম্ভব, কিন্তু এমন পরিবেষ্টন থেকে আল্লাহ পবিত্র – সুমহান।

ওজুর পানির বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম বলেন,

لا ننشف الأعضاء منه لأنه أثر عبادة فلا يسن مسحه كدم الشهيد

ওজুর পানি না মোছা উত্তম। কেননা তা এবাদতের নিদর্শন। তাই শহীদের রক্তের ন্যায় তা মোছা সুন্নাত নয়। এ বাক্যে ফোকাহায়ে কেরাম ওজুর পানি ও শহীদের রক্তকে একাকার করেছেন – উভয়টি এবাদতের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য পূর্ণ হওয়ার কারণে – যদিও পবিত্রতা-অপবিত্রতার ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে।

আর يتغنى بالقران 'আল্লাহ নবীকে কোরআন দ্বারা গান গাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন' বলে এ বাক্যের যে অর্থ করা হয়েছে তা সঠিক নয়।

সুফিয়ান বিন উয়াইনা বলেন, এ হাদীসে يتغنى অর্থ হচ্ছে يستغني به অর্থাৎ যে কোরআন তেলাওয়াত ও তার উপর আমল করা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে কোরআন তাকে মাখলুক থেকে বিমুখ রাখবে।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, এ হাদীসে 'ইয়াতাগান্না' অর্থ হচ্ছে يتحزن به 'ইয়াতাহাজ্জানু বিহি' অর্থাৎ কোরআন তেলাওয়াতের সময় কান্নার ভান করবে।

আর দফের বিষয়টি এমন, দফ যদি তাবেঈদের কারো দৃষ্টিগোচর হতো তাহলে তারা তা ভেঙ্গে ফেলতেন। অথচ ঐ যামানার দফ এ যামানার মতো ছিলো না। তাহলে এ যামানার দফ তারা যদি দেখতেন তাহলে কি করতেন!

হাসান বসরী (রহ.) বলতেন, ليس الدف من سنة المرسلين في شيء দফ কোন ক্ষেত্রেই রাসুলদের সুন্নাত নয়।

আবু ওবাইদ কাসেম বিন সোলায়মান বলেন, এ হাদীসে দফ বাজানোর অর্থ হচ্ছে বিবাহের ঘোষণা দেয়া এবং লোক সমাজে তার আলোচনা করা।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, যদি এ হাদীসে বর্ণিত দফ বাজানোকে তার প্রকৃত অর্থেও গ্রহণ করা হয় যেমনটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন, 'আমার মনে হয় বিবাহ কিংবা এ জাতীয় অনুষ্ঠানে দফ বাজানো দোষণীয় নয়, তবে আমি তবলা বাজানো মাকরূহ বলি'। তিনি এ কথা বলে তার স্বপক্ষে দু'টি হাদীস উল্লেখ করেন–

ওমর বিন মারজুক জুহাইরের সূত্রে, তিনি আবু ইসহাকের সূত্রে, তিনি আমের বিন সা'দ জুবালীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن أبي اسحق عن عامر بن سعد الجبلي قال طلبت ثابت بن سعد وكان بدريا فوجدته في عرس له قال واذا جوار يغنين ويضربن بالدفوف فقلت ألا تنهي عن هذا قال لا أن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لنا في هذا

আমি বদরী সাহাবী সাবেত বিন সা'দের অনুসন্ধানে বের হয়ে তাকে নিজ বিবাহের অনুষ্ঠানে তার আশপাশে দফ বাজিয়ে বালিকাদের গান পরিবেশন করতে দেখে বললাম তুমি কি এদের এসব থেকে নিষেধ করবে না? তিনি বললেন, না! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এ ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন।

ঈসা বিন ইউনুস খালেদ বিন আয়াসের সূত্রে, তিনি রাবিয়া বিন আবু আবদুর রহমানের সূত্রে, তিনি কাসেমের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال يعني الدف.

আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা বিবাহের প্রচার করো এবং তা প্রচারের ক্ষেত্রে দফ বাজাও।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, তারা নিজ দাবির স্বপক্ষে যত দলীল পেশ করেছে তার কোনটাই প্রচলিত গান বৈধ প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা তা মানুষের স্বভাবিক ভারসাম্যতা নষ্ট করে। অবশ্য সুফিবাদ ফেৎনায় জর্জরিত একদল লোক তাদের পৃষ্ঠপোষকতা এমন দলীল দ্বারা করেছে যা দলীল হিসেবে পেশ করার অযোগ্য। তাদেরই এক জন আবু নুআইম ইসপাহানী। তিনি বলেন বারা বিন আযেব গান শ্রবণ পসন্দ করতেন এবং গুনগুন আওয়াজ করে স্বাদ অনুভব করতেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, আবু নুআইম বারা বিন আযেবের বিষয়ে যা উল্লেখ করেছেন তার প্রকৃত ঘটনা এই– একদিন বারা বিন আযেব চিৎ হয়ে শয়ন করে গুনগুন আওয়াজ করেন। আর এ ঘটনাকেই আবু নুআইম গানের স্বপক্ষে দলীল স্বরূপ গ্রহণ করেন।

আচ্ছা আপনারাই বলুন, কেউ গুনগুন আওয়াজ করা এটা কি তার গান গাওয়ার দলীল? মানুষ থেকে মাঝে মাঝে গুনগুন আওয়াজ প্রকাশ পাওয়া এটাতো তার স্বভাবজাত বিষয়। তাই কোন বড় ব্যক্তির গুনগুন আওয়াজ কি করে মানুষের স্বাভাবিক ভারসাম্যতা বিনষ্টকারী ও যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী গানের স্বপক্ষে দলীল হতে পারে!

মুহাম্মদ বিন তাহের তাদের স্বপক্ষে এমন দলীল পেশ করেছেন যদি মূর্খরা তা শুনে পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না হতো তাহলে তা উল্লেখের প্রয়োজন হতো না। কেননা তা উল্লেখযোগ্য কোন বিষয় নয়। তিনি তার কিতাবে গায়কদের নিকট গানের প্রস্তাব পেশ করা সুন্নাত উল্লেখ করে তার স্বপক্ষে দলীল স্বরূপ বলেন, আমর বিন শারীদ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উমাইয়্যাদের কবিতা আবৃত্তি করতে বললে আমি একশ লাইন কবিতা আবৃত্তি করি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, লক্ষ করুন ইবনে তাহেরের দলীল উপস্থাপনের প্রতি। কি আশ্চর্য! কিভাবে সে কবিতা আবৃত্তিকে গানের স্বপক্ষে দলীল সাব্যস্ত করে! তার এ দলীল উপস্থাপনের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে বলে যে, বীণার পিঠে হাতের তালু দ্বারা বাড়ি দেয়া যেহেতু বৈধ তাই বীণার তারও হাত দিয়ে বাজানো বৈধ। কিংবা তার কথা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে বলে যে, আঙ্গুর নিংড়িয়ে সেদিনই তার রস পান যেহেতু বৈধ তাই রস নিংড়িয়ে কয়েকদিন পরও তা পান করা বৈধ। অথচ এ ব্যক্তি ভুলে গেছে যে, কবিতা আবৃত্তি মানুষকে উল্লসিত করে না যেমন উল্লসিত গান মানুষকে করে।

ইবনে তাহের তার কিতাবে সাঈদ বিন মুহাম্মদের সূত্রে, তিনি ইবরাহিম বিন আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমাকে মুজানী বলেছেন, আমরা ইমাম শাফেঈ এবং ইবরাহিম বিন ইসমাঈলীর সাথে এক গোত্রের কোন এক বাড়ি অতিক্রমকালে বাড়ির গায়িকা তাদেরকে গান গেয়ে বললো,

خليلي ما بال المطايا كأننا ... نراها على الأعقاب بالقوم تنكص

আমার বন্ধু! কি হলো বাহনগুলোর, তারাতো গোড়ালিতে ভর করে লোকদের নিয়ে পিছিয়ে আসছে।

গানের আওয়াজ ইমাম শাফেঈর কানে গেলে তিনি বলেন, আমাদের নিয়ে চলো, আমারা গান শুনবো। বালিকার গান শেষ হলে শাফেঈ ইবরাহিমকে বলেন, গান কি তোমার মাঝে উল্লাস সৃষ্টি করেছে? তিনি উত্তরে না বললে শাফেঈ বলেন, তোমার মাঝে তো কোন অনুভতি শক্তি নেই।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ইমমা শাফেঈর (রহ.) থেকে এ ধরনের আচরণ কিংবা বক্তব্য অসম্ভব। ঘটনাটি বর্ণনাকারীদের অনেকে এমন রয়েছে যারা অপরিচিত, আর ইবনে তাহের অনির্ভরযোগ্য। ইমাম শাফেঈ (রহ.) ছিলেন এ সব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আবুল কাসেম হারিরী আবু তায়্যেব তাবারীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, গাইরে মাহরাম মহিলা থেকে গান শ্রবণের বিষয়ে ইমাম শাফেঈর শিষ্যরা বলেন, তা জায়েজ নয় – চাই সে মহিলা স্বাধীন হোক কিংবা বাঁদী।

ইমাম শাফেঈ বলেন, বাঁদীর মালিক যদি মানুষদের গান শ্রবণের জন্য সমবেত করে তাহলে সে নির্বোধ, তার সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। অতঃপর তিনি ভাষা কঠোর করে বলেন, সে ব্যভিচারের দূত।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ইমাম শাফেঈ গানের আয়োজককে নির্বোধ ও ফাসেক বলার কারণ হচ্ছে, সে মানুষকে গোমরাহির দিকে আহ্বান করেছে। আর গোমরাহির দিকে আহ্বানকারী নির্বোধ, ফাসেক হিসাবে সাব্যস্ত হয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, আপনি ঐ ঘটনার কি উত্তর দিবেন, যা উসমান বিন আহমদ হাম্বল বিন ইসহাকের সূত্রে, তিনি হারুন বিন মা'রুফের সূত্রে, তিনি জারীর তাবারীর সূত্রে, তিনি মুগীরা বিন শু'বার (রা.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন, আওন বিন আবদুল্লাহ মানুষের নিকট ঘটনা বর্ণনা করতেন। তিনি যখন নিজ ব্যস্ততা হতে অবসর হতেন তার বাঁদীকে গল্প শুনাতে ও গান পরিবেশন করতে নির্দেশ দিতেন। মুগীরা বিন শু'বা (রা.) এ বিষয়ে অবগত হয়ে লোক মারফত তাকে ডেকে এনে বলেন, তুমি তো আহলে বাইতের একজন সদস্য, আর আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্বোধ করে পাঠান নি। অথচ তুমি যা করছো তাতো নির্বোধদের কাজ।

আমরা এ ঘটনার উত্তরে বলবো, আমরা আওনের ব্যাপারে এ ধারণা করি না যে, বাঁদীকে তিনি লোক সম্মুখে গান পরিবেশনের নির্দেশ দিয়েছেন, বরং বাঁদী তার মালিকানাধীন হওয়ায় নিজে তা শ্রবণ করা পসন্দ করেছেন। এতদসত্ত্বেও ফকীহ্ সাহাবী মুগীরা বিন শু'বা (রা.) তার এ মলিকানাধীন বাঁদী কর্তৃক গান শ্রবণ অপসন্দ করে তাকে সতর্ক করেছেন। তাহলে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কি ধারণা যে নিজ বাঁদীকে লোক সম্মুখে গান ও নৃত্য পরিবেশনের নির্দেশ দেয়!

আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে সুফিদেরকে শয়তান নেক সুরতে ধোঁকাদানের বিবরণ

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, একদল সুফির অবস্থা এমন তারা যখন গান শ্রবণ করে তখন আবেগে হাততালি ও চিৎকার দিয়ে কাপড় বিদীর্ণ করে। আর ইবলিস তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে বলে, তোমরাতো খোদাভীরুতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছো। তারা সালমান ফারেসী (রা.) ও রাবি বিন খাইছামের ঘটনাকে তাদের স্বপক্ষে দলীল স্বরূপ পেশ করে।

আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকি হাসান বিন মুহাম্মাদ কিরমানীর সূত্রে, তিনি আবুল হাসান সাহল বিন আলী খাশ্শাবের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, এক ব্যক্তি আবু নসর আবদুল্লাহ বিন আলী সিরাজ তুসীকে বললো, যখন وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ 'জাহান্নাম তাদের প্রতিশ্রুত স্থান' এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সালমান ফারেসী (রা.) বিকট চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে যান, অতঃপর হুশ ফিরে আসলে লোকালয় থেকে পালিয়ে তিন দিন আত্মগোপন করেন।

হুসাইন বিন সাফওয়ান আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ কুরশীর সূত্রে, তিনি আলী বিন জা'দের সূত্রে, তিনি আবু বকর বিন আয়্যাশের সূত্রে, তিনি ঈসা বিন সুলাইমের সূত্রে, তিনি আবু ওয়ালের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমরা আবদুল্লাহ বিন মাসউদের (রা.) সাথে বের হলে তিনি আগুনে দগ্ধাবস্থায় এক লোহার প্রতি দৃষ্টি নিবেদন করলে রাবী' বিন খাইসামও এ দৃশ্য অবলোকনে বেহুশ হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হোন। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে ফুরাত নদীর তীরে এক বড় চুলা দেখতে পান যা থেকে আগুনের শিখা বের হচ্ছে। তখন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا 'যখন জাহান্নাম তার অধিবাসীদের দূর থেকে অবলোকন করবে তখন জাহান্নামবাসীরা তার ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস

শুনতে পাবে' এ আয়াত তেলাওয়াত করলে রাবী বিন খাইসাম চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে যান, তখন আমরা তাকে তার পরিবারের নিকট নিয়ে যাই। যোহর পর্যন্ত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) তার দেখাশুনায় নিয়োজিত থাকেন। তখনো তার জ্ঞান না ফিরে আসলে আসর পর্যন্ত তিনি তার দেখাশুনায় নিয়োজিত থাকেন। তখনো তার জ্ঞান না ফিরে আসলে মাগরিব পর্যন্ত তিনি তার দেখাশুনায় নিয়োজিত থাকেন। মাগরিবের পর তার জ্ঞান ফিরে আসলে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) তার পরিবারের নিকট ফিরে আসেন।

তারা নিজেদের স্বপক্ষে দলীল স্বরূপ ঐসব ব্যক্তিদের ঘটনাও উল্লেখ করেন যারা কোরআন শ্রবণকালে কেউ চিৎকার দিয়ে মারা যেত, আর কেউ বেহুশ হয়ে পড়ে যেত। জাহেদদের কিতাবসমূহে এ ধরনের বহু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

তাদের উত্তরে আমরা বলবো, সালমান ফারেসীর (রা.) বিষয়ে তারা যা উল্লেখ করেছে তা অসম্ভব, তার প্রতি এটা এক মিথ্যা অপবাদ। কোন নির্ভরযোগ্য সনদে এটা বর্ণিত নয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়, অথচ সালমান ফারেসী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন মদীনায়। সাহাবাদের কারো থেকেও এ ধরনের ঘটনা বর্ণিত হয় নি।

আর রাবি বিন খাইছামের যে ঘটনা, তাতে ঈসা বিন সুলাইম আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণনার ব্যাপারে আবুল হাসান আহমদ বিন মুহাম্মাদ আবু ইয়াকুব ইউছুফ বিন আহমদ সাহিদালানীর সূত্রে, তিনি আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন আমর বিন মুসার সূত্রে, তিনি আহমদ বিন হাম্বলের (রহ.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, ঈসা বিন সুলাইম আবু ওয়াল থেকে বর্ণনা করেছেন এমনটি আমার জানা নেই।

আবদুল্লাহ বিন আহমদ (রহ.) বলেন, আমাকে আমার বাবা বলেছেন, আমাকে ইবনে আদম বলেছেন, আমি হামজা যায়্যাতকে বলতে শুনেছি, তিনি সুফিয়ান সাওরীকে (রহ.) জিজ্ঞেস করেছেন, লোকেরা বলে যে, রাবি বিন খাইসাম কোরআন শ্রবণ করে চিৎকার দিয়েছেন। তখন সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, কে এমনটি বর্ণনা করে, এটাতো সেই

গল্পকার ঈসা বিন সুলাইমের কাজ। আমি তখন ঈসা বিন সুলাইমের সাক্ষাতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এ ঘটনা কার থেকে বর্ণনা করো? তখন সে তা বর্ণনার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এই যে সুফিয়ান সাওরী (রহ.) তিনি স্বয়ং অস্বীকার করছেন, রাবি বিন খাইসাম থেকে এরূপ আচরণ প্রকাশ পায় নি। কেননা রাবি বিন খাইসাম ছিলেন সাহাবাযুগের লোক, আর সাহাবাদের কারো থেকে এরূপ আচরণ প্রকাশ পায় নি, এমনকি তাবেঈদের থেকেও না। এতদ্বসত্ত্বেও আমরা যদি তাদের দাবি অনুপাতে ঘটনার সত্যতা মেনেও নেই তাহলে বলবো, কখনো কখনো মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এতটাই নীরব হয় যে, লোকেরা তাকে মৃত ভাবে। আর কোরআন তেলাওয়াত কিংবা আখেরাতের আলোচনা যার অন্তরে এই স্তরের ভয় সৃষ্টি করে তার সত্যবাদিতার নিদর্শন হলো, যদি এই ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত কিংবা আখেরাতের আলোচনা দেয়ালের উপর আরোহী অবস্থায় শ্রবণ করে তাহলে সে বেহুশ হয়ে অবশ্যই দেয়াল থেকে পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ভাবাবেগের এরূপ স্তরে উন্নীত হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও দেয়ালে আরোহী অবস্থায় তেলাওয়াত শ্রবণ করে সেখানে অবিচল বসে থাকে, আর সমতল ভূমিতে কোরআন শ্রবণ কিংবা আখেরাতের আলোচনা শ্রবণকালে আবেগপ্রবণতায় কাপড় বিদীর্ণ করে কিংবা শরীয়তে অপসন্দনীয় কর্মকাণ্ড প্রকাশ করে তাহলে তার ব্যাপারে আমরা সুনিশ্চিত ফতোয়া দিচ্ছি, শয়তান তাকে নিয়ে খেলা করছে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ভালো করে শুনুন! আল্লাহ আপনাকে বুঝার তাওফীক দান করুন। সাহাবারা ছিলেন সর্বাধিক নিষ্কলুস-পবিত্র অন্তরের অধিকারী। আবেগপ্রবণতায় তাদের থেকে সর্বোচ্চ ক্রন্দন কিংবা বিনয় প্রকাশ পেয়েছে। কতক অপরিচিত সাহাবা থেকে আমরা যে বিষয়ের নিন্দা করেছি এ জাতীয় কিছু প্রকাশ পেলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর ভাষায় তাকে এরূপ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

আবু হাফ্স বিন শাহিন উসমান বিন আহমদ বিন আবদুল্লাহর সূত্রে, তিনি আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল হুমাইদের সূত্রে, তিনি আবদুল মুতায়াল বিন তালেবের সূত্রে, তিনি ইউছুফ বিন আতিয়্যার সূত্রে, তিনি তিনি ছাবেতের সূত্রে, তিনি আনাস বিন মালেকের (রা.) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن أنس قال وعظ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوما فإذا رجل قد صعق فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذا الملبس علينا ديننا إن كان صادقا فقد شهر نفسه وإن كان كاذبا فمحقه الله

একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াজ করলে এক ব্যক্তি আবেগপ্রবণতায় চিৎকার দেয়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কে এই ব্যক্তি! যে আমাদের ধর্মীয় আলোচনায় ব্যঘাত সৃষ্টি করেছে? যদি সে আবেগপ্রবণতায় সত্যবাদী হয় তাহলে সেতো লোকসম্মুখে নিজের বিষয়টি প্রকাশ করলো, আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। –জামেউল আহাদীস, কানযুল উম্মাল

আবদুল্লাহ বিন সুলাইমান বিন আসআছ আবদুল্লাহ বিন ইউছুফ জুবাইরীর সূত্রে, তিনি রাওহ বিন আতা বিন আবি মায়মুনের সূত্রে, তিনি তার পিতা আনাস বিন মালেকের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আনাস বিন মালেকের (রা.) নিকট কোরআন তেলাওয়াত কিংবা শ্রবণকালে চিৎকারকারীদের বিষয় আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ওয়াজ করলে ওয়াজের প্রভাবে কিছু লোক আবেগপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের কেউ বসা থেকে পড়ে যান নি।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, এই যে ইরবায বিন সারিয়ার (রা.) হাদীস যাতে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এক দিন এমনভাবে ওয়াজ করেছেন, যার প্রভাবে চোখ অশ্রু ঝরিয়েছে এবং হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার হয়েছে। আবু বকর

আজুরী বলেন, ইহা সত্ত্বেও না আমাদের কেউ চিৎকার করেছে না বুকে আঘাত করেছে, যেভাবে ঐসব মূর্খরা করে থাকে যাদেরকে নিয়ে শয়তান খেলা করে।

ইবরাহিম বিন আবদুল্লাহ বসরী আবু ওমর হাফস বিন আবদুল্লাহর সূত্রে, তিনি খালেদ বিন আবদুল্লাহ ওয়াসেতির সূত্রে, তিনি হুসাঈন বিন আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

حدثنا حصين بن عبد الرحمن قال قلت لأسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآله عند قراءة القرآن قالت كانوا كما ذكرهم الله أو كما وصفهم عز وجل تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم فقلت لها إن ههنا رجالا إذا قرىء على أحدهم القران غشي عليه فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

হুসাঈন বিন আবদুর রহমান বলেন, আমি আসমা বিনতে আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলাম, কোরআন তেলাওয়াতের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের অবস্থা কিরূপ হতো? তিনি উত্তরে বলেন, তাদের অবস্থাতো স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই তার কোরআনে বর্ণনা করেছেন, কোরআন তেলাওয়াতের সময় তাদের চোখ অশ্রু বর্ষণ করে ও চামড়ার লোম খাড়া হয়ে যায়। তখন আমি তাকে বললাম, আমাদের এলাকায়তো এমন কিছু লোক আছে, কোরআন শ্রবণকালে তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তখন তিনি বলেন, আমরা বিতারিত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

মুহাম্মাদ বিন নাসের জা'ফর বিন মুহাম্মাদ সিরাজের সূত্রে, তিনি হাসান বিন আলী তামিমীর সূত্রে, তিনি আবু বকর বিন মালেকের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বলের সূত্রে, তিনি ওয়ালিদ বিন শুজায়ের সূত্রে, তিনি ইসহাক হালবীর সূত্রে, তিনি ফুরাতের সূত্রে, তিনি আবদুল করিমের সূত্রে, তিনি একরামার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن عكرمة قال سألت أسماء بنت أبي بكر هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف قالت لا ولكنهم كانوا يبكون.

আমি আসমা বিনতে আবু বকরকে (রা.) জিজ্ঞেস করলাম, সাহাবাদের কেউ কি ভয়ে অজ্ঞান হয়েছেন? তিনি বলেন, না। বরং তারা (আল্লাহর ভয়ে) কাঁদতেন।

আবু বকর বিন মালেক আবদুল্লাহ বিন আহমদের সূত্রে, তিনি সুরাইহ বিন ইউনুসের সূত্রে, তিনি সাঈদ বিন আবদুর রহমান জাহমীর সূত্রে, তিনি আবু হাজেমের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن أبي حازم قال مر ابن عمر رضي الله عنه برجل ساقط من العراق فقال ما شأنه فقالوا إذا قرىء عليه القران يصيبه هذا قال انا لنخشى الله عز وجل وما نسقط.

ইবনে ওমর (রা.) অজ্ঞান হয়ে পরে থাকা এক ইরাকী লোকের পাশ অতিক্রমকালে জিজ্ঞেস করেন, তার এ অবস্থা কেন? উপস্থিত জনতা বললো, কোরআন শ্রবণকালে তার এ অবস্থা হয়। তখন ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমরাওতো আল্লাহকে ভয় করি, কিন্তু ভয়ে তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই না।

ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ সাফ্ফার সা'দান বিন নসরের সূত্রে, তিনি সুফিয়ান বিন উয়াইনার সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আবু বুরদার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن عبد الله بن أبي بردة عن ابن عباس أنه ذكر الخوارج وما يلقون عند تلاوة القران فقال انهم ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم مضلون.

ইবনে আব্বাসের নিকট খাওয়ারিজদের আলোচনা ও কোরআন তেলাওয়াতকালে তাদের থেকে যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় সে বিষয়ের আলোচনা উঠলে তিনি বলেন, তারা এ ক্ষেত্রে ইহুদী-নাসারাদের থেকে সাধনাকারী নয়, অথচ তারা পথভ্রষ্ট।

আবু হাফস বিন শাহিন মুহাম্মাদ বিন বকর বিন আবদুর রাজ্জাকের সূত্রে, তিনি ইবরাহিম বিন ফাহদের সূত্রে, তিনি ইবরাহিম বিন হাজ্জাজ শামির সূত্রে, তিনি শাবিব বিন মাহরানের সূত্রে, তিনি তিনি কাতাদার সূত্রে, বর্ণনা করে বলেন,

عن قتادة قال قيل لأنس بن مالك ان ناسا إذا قرىء عليهم القران يصعقون فقال ذاك فعل الخوارج

আনাস বিন মালেককে (রা.) যখন বলা হলো, কিছু লোক কোরআন শ্রবণকালে চিৎকার করে। তখন আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, এটা তো খাওয়ারিজদের কাজ।

ওমর বিন আলী বিন ফাতাহ আহমদ বিন মুহাম্মাদের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ বিন মুগিরার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

ثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال بلغ عبد الله بن الزبير ان ابنه عامرا صحب قوما يتصعقون عند قراءة القران فقال له يا عامر لأعرفن ما صحبت الذين يصعقون عند القران لأوسعك جلدا.

আহমদ বিন সাঈদ দিমাশকী বলেন, আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের (রা.) নিকট এ সংবাদ পৌঁছলো যে, তার পুত্র আমের এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে উঠাবসা করে যারা কোরআন তেলাওয়াতকালে চিৎকার করে। তখন আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের (রা.) তাকে বলেন, হে আমের! আমি জানি যে, তুমি এমন সম্প্রদায়ের সাথে উঠাবসা করো যারা কোরআন তেলাওয়াতকালে চিৎকার করে। তারা অবশ্যই তোমার চামড়া মোটা করবে।

সুলাইমান বিন আহমদ মুহাম্মাদ বিন আব্বাসের সূত্রে, তিনি যোবায়ের বিন বাক্কারের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ বিন মুসআব বিন সাবেতের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عَنِ عامر بن عبد الله ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جِئْتُ أَبِي فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ وَجَدْتُ أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللهَ فَيُرْعَدُ أَحَدُهُمْ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ فَقَعَدْتُ مَعَهُمْ فَقَالَ لَا تَقْعُدْ بَعْدَهَا فَرَآنِي كَأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ فِيَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُو الْقُرْآنَ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَتْلُوَانِ الْقُرْآنَ فَلَا يُصِيبُهُمْ هَذَا أَفَتَرَاهُمْ أَخْشَعَ لِلَّهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَرَأَيْتُ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَتَرَكْتُهُمْ

আমের বিন আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা.) বলেন, আমি আমার পিতার নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, আমি এমন এক সম্প্রদায়কে পেয়েছি, যাদের থেকে উত্তম কোন সম্প্রদায় আমি দেখি নি। তারা যখন আল্লাহর যিকির করে তখন আল্লাহর ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তাই আমি তাদের সাথে বসে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেন, তুমি এখন থেকে আর তাদের সাথে বসবে না। তিনি আমার প্রতি লক্ষ করে বুঝতে পারেন যে, তার কথা আমার অন্তর গ্রহণ করছে না। তখন তিনি আমাকে বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোরআন তেলাওয়াত করতে দেখেছি, আবু বকর ও ওমরকে (রা.) কোরআন তেলাওয়াত করতে দেখেছি, কিন্তু তারাতো কেউ আল্লাহর ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান নি। তুমি কি মনে করো যে, তারা আবু বকর ও ওমর (রা.) থেকে আল্লাহকে বেশি ভয় করে! তখন আমি তাদের এ বিষয়টি বুঝতে পেরে তাদের সঙ্গ পরিহার করি।

আহমদ বিন জা'ফর বিন হামদান ইবরাহিম বিন আবদুল্লাহ বসরীর সূত্রে, তিনি আবু ওমর হাফস বিন ওমরের সূত্রে, তিনি হাম্মাদ বিন যায়েদের সূত্রে, তিনি ওমর বিন মালেকের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, এক কারী আবুল জাওযার (রহ.) নিকট কোরআন তেলাওয়াত করলে মজলিসের এক ব্যক্তি চিৎকার দিলে আবুল জাওযা (রহ.) তার নিকট

এগিয়ে গেলে কেউ তাকে বললো, হে আবুল জাওযা! মনে হয় এ ব্যক্তি অসুস্থ। তখন উপস্থিত এক ডাক্তার বললেন, আমার মনে হয় সে কোরআন তেলাওয়াতকালে চিৎকারকারী দলের একজন। তিনি বলেন, আমি যদি নিশ্চিতরূপে জানতাম যে, এ লোক তাদেরই একজন তাহলে আমার পা আমি তার গর্দানের উপর রাখতাম।

জারীর বিন হাজেম বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন সীরিনের (রহ.) সাক্ষাতে গেলে কেউ তাকে বললো, আমাদের এলাকায় এমন কিছু লোক আছে যারা কোরআন শ্রবণকালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তখন মুহাম্মাদ বিন সীরিন (র.) বলেন, যদি তাদের কেউ দেয়ালের উপর বসে, অতঃপর তাকে কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে শুনানো হয়, আর সে যদি আবেগপ্রবণতায় দেয়াল থেকে পড়ে যায় তাহলে বোঝা যাবে সে তার আবেগের বিষয়ে সত্যবাদী।

আবু মুহাম্মাদ বিন হিব্বান মুহাম্মাদ বিন আব্বাসের সূত্রে, তিনি তিনি যিয়াদের সূত্রে, তিনি ইয়াইয়ার সূত্রে, তিনি ইমরান বিন আবদুল আজীজের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন সীরিনের (রহ.) নিকট উপস্থিত থাকাবস্থায় কেউ তাকে এমন সম্প্রদায়ের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো, যারা কোরআন শ্রবণকালে চিৎকার করে। তখন মুহাম্মাদ বিন সীরিন (রহ.) বলেন, তারা দেয়ালের উপর বসে কেরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রবণের ব্যাপারে তাদের সাথে আমাদের চুক্তি সঙ্ঘটিত হোক, যদি তারা আবেপ্রবণতায় দেয়াল থেকে পড়ে যায় তাহলে বুঝবো তাদের দাবিতে তারা সত্যবাদী।

আবু বকর কুরশী মুহাম্মাদ বিন আলীর সূত্রে, তিনি ইবরাহিম বিন আশআছের সূত্রে, তিনি আবু আসেম রামালের সূত্রে, তিনি এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, একদিন হাসান বসরী (রহ.) ওয়াজ করলে তার মজলিসে এক ব্যক্তি আওয়াজ করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। তখন হাসান বসরী (রহ.) বলেন, যদি এ আওয়াজ আল্লাহর স্বরণে হয় তাহলেতো নিজের বিষয়টি তুমি প্রকাশ করলে, আর যদি তা আল্লাহর স্বরণে না হয় তাহলে নিজেকে তুমি ধ্বংস করলে।

হাসান বিন আলী আহমদ বিন জা'ফরের সূত্রে, তিনি আবদল্লাহ বিন আহমদের সূত্রে, তিনি তিনি তার পিতার সূত্রে, তিনি রাওহের সূত্রে, তিনি সারী বিন ইয়াহইয়ার সূত্রে, তিনি আবদুল করিম বিন রশীদের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি হাসান বসরীর (রহ.) মজলিসে উপস্থিত থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি (ওয়াজ শ্রবণকালে) উঁচু আওয়াজে কাঁদলে হাসান বসরী (রহ.) বলেন, এখন এ ব্যক্তিকে শয়তান কাঁদাচ্ছে।

ইবরাহিম বিন রাহমুন ইসহাক বিন ইবরাহিমের সূত্রে, তিনি আবু সফওয়ানের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, ফুযায়েল বিন ইয়াযের (রহ.) পুত্র (ওয়াজ শ্রবণকালে আবেগপ্রবণতায়) পড়ে গেলে ফুযায়েল বিন ইয়ায (রহ.) তাকে বলেন, হে বৎস! তোমার আবেগ যদি সত্য হয় তাহলে তো নিজের বিষয়টি তুমি লোক সম্মুখে প্রকাশ করলে, আর তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে নিজেকে তুমি ধ্বংস করলে।

আবু বকর বিন হাবীব আবু সা'দ বিন আবু সাদেকের সূত্রে, তিনি ইবনে বাকুয়ার সূত্রে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আহমাদ নাজ্জারের সূত্রে, তিনি মুরতাইশের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি ওয়ায়েজ আবু ওসমান সাঈদ বিন ওসমানের সামনে এক ব্যক্তি আবেগে আওয়াজ করলে তাকে বলতে শুনেছি, তোমার এ আবেগ যদি সত্য হয় তাহলেতো নিজের সব বিষয় তুমি প্রকাশ করলে, আর তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে তুমি আল্লাহর সাথে শিরক্ করলে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে, ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য যে আবেগপ্রবণ হয়ে তা প্রতিহত করতে সক্ষম নয়? আমরা তার উত্তরে বলবো, আবেগের সূচনা হয় মনের অস্থিরতা থেকে। যদি মানুষ নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে কেউ তার অবস্থা জানতে না পারে তাহলে শয়তান তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তার থেকে দূরে সরে যায়। যেভাবে আবু আইয়্যুব সাখতিয়ানীর আবেগ প্রকাশের সময় হলে তিনি নাক মুছতে মুছতে বলতেন, কি ঠাণ্ডা! ফলে তার আবেগ চাপা পড়ে যেতো।

আর যদি সে তার আবেগ ছেড়ে দেয়, আর তা প্রকাশ হওয়ার পরোয়া না করে, অথবা সে এটা পসন্দ করে যে, মানুষ তার বিষয়ে

অবগত হোক তাহলে শয়তান তার মাঝে এমনভাবে ফুৎকার দেয় ফলে শয়তানের ফুৎকারের শক্তি অনুযায়ী তার আবেগ আওয়াজ দিয়ে বের হয়।

মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকি বিন আহমদ হাসান বিন আবদুল মালেকের সূত্রে, তিনি আবু মুহাম্মাদ খিলালের সূত্রে, তিনি আবু ওমর বিন হায়াতের সূত্রে, তিনি আবু বকর বিন আবু আবু দাউদের সূত্রে, তিনি হারুন বিন যায়েদের সূত্রে, তিনি আবু যারকার সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে, তিনি সুফিয়ানের সূত্রে, তিনি একরামা বিন আম্মারের সূত্রে, তিনি শুয়াইব বিন আবু সানীর সূত্রে, তিনি আবু ঈসার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

عن شعيب بن أبي السني عن أبي عيسى أو عيسى قال ذهبت إلى عبد الله بن عمر فقال أبو السوار يا أبا عبد الرحمن ان قوما عندنا إذا قرىء عليهم القرآن يركض أحدهم من خشية الله قال كذبت قال بلى ورب هذه البنية قال ويحك إن كنت صادقا فإن الشيطان ليدخل جوف أحدهم والله ما هكذا كان أصحاب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আমি আবদুল্লাহ বিন ওমরের (রা.) নিকট উপস্থিত হলে আবু সিওয়ার বললো, হে আবু আবদুর রহমান! (ওমরের উপনাম) আমাদের এলাকার একদল লোক কোরআন শ্রবণকালে আল্লাহর ভয়ে পা দ্বারা (মাটিতে) আঘাত করে। তখন আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেন, তুমি মিথ্যা বলছো। সে বললো, এই ঘরের প্রতিপালকের কসম; তিনি বলেন, ধিক তোমায়! তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে শয়তান তাদের পেটে প্রবেশ করে (তাদেরকে এম[illegible] করতে বাধ্য করে)। আল্লাহর কসম; মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবারা এমনটি করেন নি।

সমাপ্ত